উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি টলিউডে ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৬°	২০°	৩৫°	২১°	৩৫°	২০°	৩১°	১৭°

আলুচাষিদের পক্ষে সওয়াল মোদির ৫

ইরানি ডেরায় মার্কিন ফৌজ, পাইলটকে উদ্ধার গভীর রাতে অভিযান ৭

শিলিগুড়ি ২২ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 6 April 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 316

TMC-র ভয়ের রাজত্বে

২০ লাখ সরকারি কর্মচারীর DA ✗ | ৭ম বেতন কমিশন ✗

জয় নয় ভরসা

বিজেপি

পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

মোথাবাড়িতেই শান

বঙ্গে মহাজঙ্গলরাজ, গর্জন মোদির

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে 'মহাজঙ্গলরাজ' চলছে। মোথাবাড়ির প্রসঙ্গ টেনে রবিবার কোচবিহারে সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোনও রাখঢাক না করে চাঁছাছোলা ভাষায় মোদির অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূলের গুন্ডাদের সিন্ডিকেটরাজ চলছে। তৃণমূলের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যে যত বড়ই গুন্ডা হোক এবার ন্যায় হবে। ৪ মে ফল ঘোষণার পর বেছে বেছে সব হিসেব নেওয়া হবে। মোথাবাড়ি নিয়ে তাঁর সংযোজন, 'মালদায় যা হয়েছে তা তৃণমূলের নির্মম সরকারের মহাজঙ্গলরাজ। গোটা দেশ দেখে শিউরে উঠেছে যে কীভাবে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। তৃণমূল বাংলার আইনকানুন শেষ করে দিয়েছে।'

কোচবিহার রাজাদের কুলদেবতা মদনমোহনের পুণ্যভূমি থেকেই রবিবার এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন মোদি। এদিন কোচবিহার বিমানবন্দরে তাঁর হেলিকপ্টার নামে। সেখান থেকে সড়কপথে তাঁর কনভয় রাসমেলা মাঠে পৌঁছায়। বিকেল চারটা ৪০ মিনিটে তিনি ভাষণ শুরু করেন। ভাষণের আগে সারিন্দা, মদনমোহনবাড়ি ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রতিকৃতির ছবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাংলা ও রাজবংশী ভাষা দিয়েই বক্তব্য শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সবাইকে আমার নমস্কার জানাই। সগাইকে জানাই মোর দণ্ডবত।' মদনমোহন, বাণেশ্বর, কান্তেশ্বরকে প্রণাম জানান তিনি। তাঁর ভাষণজুড়েই ছিল তৃণমূলের প্রতি আক্রমণ। কৃষকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তিনি কোচবিহারের কৃষকদের 'কৃষক সম্মান নিধি'-র আশ্বাস দিয়েছেন। অনুপ্রবেশ নিয়েও তৃণমূলকে তোপ দেগেছেন।

রাজ্যে বেকারত্বের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'চাকরি চুরির পাশাপাশি বাংলা থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে।' তিনি আশ্বাস দেন বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রোজগারের ক্ষেত্রে বাংলা আত্মনির্ভর হবে। মালদা, বালুরঘাট ও হাসিমারা বিমানবন্দরের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। চা শ্রমিকদের জন্য পিএম চা শ্রমিক যোজনাকে রাজ্য সরকার আটকে দিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। উত্তরকন্যা নিয়েও মোদি তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন।

এরপর আটের পাতায়

পঞ্চবাণ

- রাজ্যে তৃণমূলের গুন্ডাদের সিন্ডিকেট চলছে
- যতই ভয় দেখাক আপনারা আইনে ভরসা রেখে ভোট দেবেন
- যত বড় গুন্ডা হোক, ফল ঘোষণার পর হিসেব নেওয়া হবে
- মালদায় যা হয়েছে তা দেখে গোটা দেশ শিউরে উঠেছে
- তৃণমূল বাংলার আইনকানুন শেষ করে দিয়েছে

আন্দোলনে কারা, খুঁজছে এনআইএ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৫ এপ্রিল : গত বুধবার রাত থেকে গোটা রাজ্যের সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলি, পুলিশ-প্রশাসনের নজর এখন মালদার মোথাবাড়িতে। সেই রাতের অবরোধ-আন্দোলনে যে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছিল, তাঁরা কারা? সকলেই কি এলাকার বাসিন্দা? নাকি ভিড় করেছিলেন 'বহিরাগতরা'? তদন্তভার পাওয়ার পর খুঁজছে এনআইএ।

সাদুল্লাপুর পার করে মোথাবাড়িতে ঢুকতে গেলে প্রথমে চকচকে রাজ্য সড়কের দু'পাশে চোখে পড়বে আমবাগান। তা বেশ খানিকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসের দিকে যত এগোনো যাবে, তত কিন্তু রাস্তার ধারের ছবিটা বদলে যাবে। বিডিও অফিসের আশপাশে রাস্তার দু'ধারে টানা দোকানপাট। সেসব দোকানপাটের পিছনে আবার জনবসতি। আরেকটু এগোলে মোথাবাড়ির চৌরঙ্গি মোড়। সেখান থেকে বাঁদিকের রাস্তায় মোথাবাড়ি থানা। এই গোটা এলাকাটাই মূলত বাজার। তার পিছনে বাড়িঘর রয়েছে। তবে ঘিঞ্জি জনবসতি নয়। এবার এসব জায়গার বাসিন্দারাই কি সেদিন সকাল থেকে ভিড় জমিয়েছিলেন বিডিও অফিসের সামনে? উঁহু, লোক এসেছিলেন দূরদূরান্তের গ্রাম থেকেও। কে বা কারা নিয়ে এসেছিল তাঁদের? উত্তর খুঁজছেন এনআইএ'র আধিকারিকরা।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

সেই রাতে দু'জায়গায় বিশাল বড় জমায়েত হয়েছিল। মোথাবাড়ির থেকেই সুজাপুরের জমায়েত আকারে ছিল বড়। এত মানুষ সেদিন এলেন কোথা থেকে? সেই দুই জায়গার আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে মরিয়া হয়ে ময়দানে নেমেছে এনআইএ। বুধবার মোথাবাড়িতে থানা এলাকার সেই ঘটনায় শুধু স্থানীয় লোকজন পুরো ঘটনা ঘটিয়েছেন তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করছেন অনেকেই।

এরপর আটের পাতায়

বঙ্গের জোটরঙ্গ

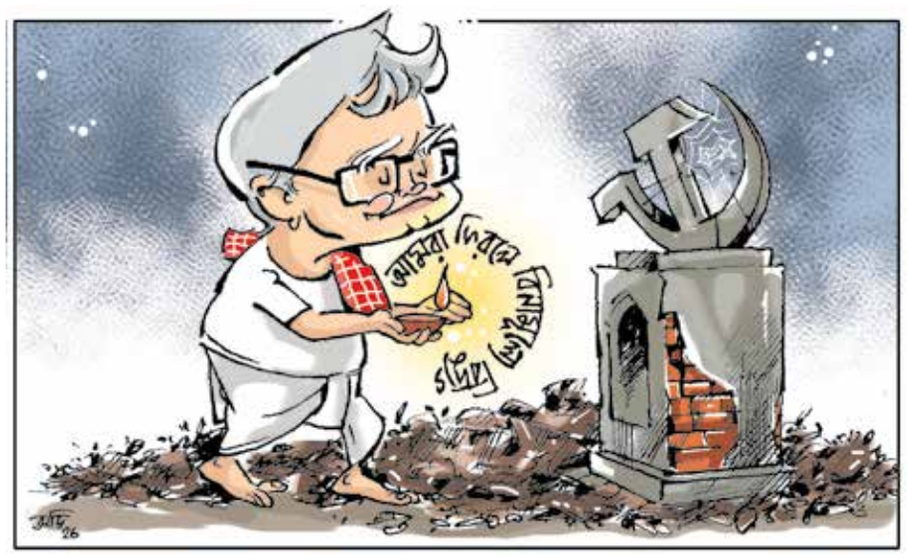

আদালতে ধুন্ধুমার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : খুনের অভিযোগে ধৃতকে আদালতে পেশ করা নিয়ে রবিবার দিনভর চরম উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। টিকিয়াপাড়ায় এক তরুণের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত রাজেশ সাহানিকে এজলাসে তোলা ও নিয়ে যাওয়ার সময় রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় সামলাতে শেষপর্যন্ত আধাসেনা নামাতে হয়, যা আদালতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা।

ছুরিকাহত হয়ে সেই তরুণের মৃত্যুর ঘটনার পর থেকেই শনিবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল শিলিগুড়িতে। পুলিশের তরফে অভিযুক্তকে পাকড়াওয়ের আশ্বাস দেওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। রবিবার ভোরবেলা মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের লক্ষাপাড়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অভিযুক্ত রাজেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই টিকিয়াপাড়ার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা মহকুমা আদালতে

টিকিয়াপাড়া খুন কাণ্ড

এসে ভিড় জমান। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে তাঁরা সোচ্চার হন। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অনেকে অভিযুক্তকে তাঁদের নিজেদের হাতে তুলে দেওয়ারও দাবি জানাতে থাকেন।

আদালতের ভেতরে বিক্ষোভকারীদের সামলাতে গিয়ে রীতিমতো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়। কোর্ট লক আপে ঢোকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে কখনও ধস্তাধস্তি, কখনও আবার লাঠি উঁচিয়ে বিক্ষোভকারীদের সরানোর চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অভিযুক্তকে নিয়ে কোর্টের বাইরেই ভ্যান দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় পুলিশকর্মীদের।

পুলিশের গাড়ি থেকে নামার পর ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে বাঁচতে প্রাণভয়ে রাজেশ নিজেই ছুটে গিয়ে লক আপে ঢোকার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলে শেষপর্যন্ত আধাসেনা নামিয়ে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করতে হয়।

এরপর আটের পাতায়

রাসমেলা ময়দানে বিধানসভা ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি। কোচবিহারে রবিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

চিকেন নেকের সুরক্ষায় ভূগর্ভে ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : দ্বিস্তরীয় রেল ব্যবস্থায় ত্রিস্তরীয় বন্দোবস্ত। চিকেন নেকের সুরক্ষায় 'আর্মি লাইফলাইন' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল, সেই আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপ্রকল্পেই থাকছে তিন ধরনের ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, প্রথমে তিনমাইলহাট থেকে রাঙ্গাপানি পর্যন্ত প্রকল্পটি ৪০ কিলোমিটার হওয়ার কথা থাকলেও, বর্তমানে পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি দুটি আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপ্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে একটি হবে গাইসাল থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত ৬২ কিলোমিটার এবং অন্যটি ধুমডাঙ্গি থেকে রাঙ্গাপানি পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার। প্রকল্পের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে রেলমন্ত্রকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অনুমোদনে অর্থ মঞ্জুর হলেই পুরোদমে কাজ শুরু ইয়ে যাবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকরা আশাবাদী। এক শীর্ষ রেলকর্তা বলছেন, 'যে গতিতে প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়েছে, তাতে স্পষ্ট প্রকল্পটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আশা করছি পুরোমাত্রায় কাজ শুরু হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কেননা, প্রকল্পটির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত।' ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের ২৪ ঘণ্টা পর প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। ওই ঘোষণার দু'মাসের মধ্যে ফাইনাল লোকেশন সার্ভে সহ প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়ে যাওয়ায় স্পষ্ট, প্রকল্পটি নিয়ে কেন্দ্র কতটা তৎপর।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

- গাইসাল থেকে বাগডোগরা, ধুমডাঙ্গি থেকে রাঙ্গাপানি পর্যন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপথ
- ট্রেনের পাশাপাশি সুড়ঙ্গ দিয়ে চলবে ট্রাক ও বাস, থাকবে জরুরি একটি রাস্তা
- রাঙ্গাপানিতে অতিরিক্ত স্পার লাইন, বাগডোগরায় নতুন রেললাইন
- প্রকল্পের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে রিপোর্ট জমা পড়েছে রেলমন্ত্রকে

নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক চওড়ায় ১৭-২২ কিলোমিটার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ কিলোমিটার।

এরপর আটের পাতায়

একা গৌতমের সঙ্গী পোষ্যরা

প্রার্থীর অন্দরমহল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : দাবি করেন, রাজনীতির ময়দানে হাফ সেঞ্চুরি পার করেছেন ইতিমধ্যে। দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার, বিধায়ক ছিলেন। মন্ত্রিত্বের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। মেয়র হিসেবে কার্যকাল চার বছর। গান গাইতে বড্ড বেশি ভালোবাসেন। যে কোনও অনুষ্ঠানে, টিকিটপ্রাপ্তির পর, রামনবমীর সকালে- সুর ধরেন। অনেকেই ঠাট্টা করেন তাঁর গান গাওয়া নিয়ে। তাতে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রীর 'চিরদিনের চিরসাথি'।

চারপাশে গুণগাইয়েদের বলয় আছে, সমালোচকদের কটাক্ষ আছে, বিরোধীদের বাউন্সার আছে, শহরজুড়ে চলা বেআইনি কর্মকাণ্ডে মদত দেওয়ার অভিযোগ আছে, দলের একাংশ নেতা-জনপ্রতিনিধি ভুল পথে হাঁটলেও চোখ বন্ধ করে রাখার মতো ইস্যু আছে- তবুও তিনি বিন্দাস আছেন। তিনি গৌতম দেব।

এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে। তাঁর সঙ্গে সম্মুখসমরে বিদায়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী এবং আইনজীবী মহলে পরিচিত মুখ অলোক ধাড়া। লড়াই কঠিন, তবুও একচুল জমি ছাড়তে নারাজ কলেজপাড়ার মানুষটি।

গৌতম রাজনীতির আঙিনায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। দিনভর ব্যস্ততায় ডুবে থাকলেও বাড়ি ফিরে পরিবারকে ভীষণ মিস করেন। শিলিগুড়ির বাড়িতে তাঁর এক্কেবারে নিজের বলতে কেউই নেই এখন। পরিবারের অন্য সদস্যরা নানা কারণে বাইরে থাকেন। অবসর সময় কাটে গান শুনে, পোষ্যদের আদর করে, বই পড়ে।

মেয়ে বড় আদরের। তাঁকে নিয়ে গৌতমের গর্বের শেষ নেই। মাঝেমধ্যে মন খারাপ হলেও নিজেকে সান্ত্বনা দেন এই বলে, 'ওরা থাকলে অভিমান করত। কারণ, এই মুহূর্তে সত্যিই আমার দম ফেলার ফুরসত নেই। মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ভোটের প্রচার চালাতে হচ্ছে সকালবিকাল। সাংগঠনিক সভায় যাচ্ছি। পরিবারের জন্য আলাদা করে সময় বের করা মুশকিল হত।'

শৈশব থেকে একান্নবর্তী পরিবারে আদরে মানুষ হওয়া গৌতম ঘরোয়া কাজে কখনোই পটু ছিলেন না। এখনও তাই গৃহসহায়কদের ওপর নির্ভরশীল। খাওয়াদাওয়া থেকে ঘর গোছানো সবটাই তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। মাঝেমধ্যে খানিকটা তদারকি করেন তিনি।

ভোটের প্রচারের জেরে রোজকার রুটিনে বদল এসেছে। আগে সকাল সাড়ে ছয়টা-পৌনে সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে প্রাতর্ভ্রমণ, *এরপর আটের পাতায়*

প্রয়াত চিকিৎসক মণি ছেত্রী

শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ৫ এপ্রিল : অবশেষে জীবনের সুদীর্ঘ ইনিংসের সমাপ্তি। বাংলা হারাল পাহাড়ের কৃতী সন্তান বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মণিকুমার ছেত্রীকে। কলকাতায় বালিগঞ্জ প্লেসে নিজের বাড়িতে ১০৬ বছর বয়সে রবিবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হন তিনি। রাজ্যের প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক। পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত। তাঁর প্রয়াণে চিকিৎসা জগতে সুদীর্ঘ ও বর্ণময় যুগের অবসান ঘটল।

১৯৮২-তে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিলেও রোগী দেখা ছাড়েননি তিনি। চিকিৎসা জগতে সম্ভবত আর কারও এত দীর্ঘ সময় রোগী দেখার রেকর্ড নেই। বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত নিয়মিত রোগী দেখতেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন আগে ডিমেনশিয়া তাঁর স্মৃতিশক্তি কেড়ে নিয়েছিল। বার্ধক্যজনিত সমস্যা ছিলই। তার ওপর দিন ১৫ আগে তিনি বাড়িতে পড়ে গিয়ে চোট পান। কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরলেও শয্যাশায়ী ছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

শ্রীরূপায় ক্ষোভ, বিরক্তি শাসকে

হরষিত সিংহ

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে ইংরেজবাজার

মালদা, ৫ এপ্রিল : রাস্তার পাশে পুরোনো বট গাছের নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা প্রাচীন পাথর। বছর পঞ্চাশের দরবারি ঘোষ, তুলনায় তরুণ সুরজিৎ ঘোষ সহ জনাছয় গল্পগুজব করছিলেন। পাশে ভ্যানে বসে সাব-মার্সিবল পাম্পের জন্য বোরিং করা দেখছিলেন তরুবালা ঘোষ। সরু পিচের রাস্তার ওপারে গৌড়ের সৌধ বারোদুয়ারি। বট গাছের নীচে ছায়ায় পর্যটকদের ছোট গাড়ি, টোটো দাঁড়ানো। চৈত্রের দুপুরেও আনাগোনা আছে পর্যটকদের।

আড্ডা মারছিলেন যাঁরা, তাঁদের কাছে গিয়ে আশপাশে শৌচালয় আছে কি না, খোঁজ করলেন এক পর্যটক। *এরপর আটের পাতায়*

চিতাবাঘের চামড়া ও ধৃতকে নিয়ে বনকর্মীরা। সুকনা রেঞ্জ অফিসে।

চিতাবাঘের চামড়া সহ ধৃত

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলগুলোতে সক্রিয় আন্তর্জাতিক পাচারচক্র। শনিবার গভীর রাতে মাটিগাড়া সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে-১০ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিতাবাঘের চামড়া সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সুকনা বন দপ্তর। তদন্তের স্বার্থে ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধৃত প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি জানিয়েছেন, উদ্ধার করা চিতাবাঘের চামড়াটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। নেপাল ও ভুটান সীমান্ত দিয়ে এটি চিনে পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

এই পাচারের নেপথ্যে যে আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত রয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত বন দপ্তর। সুকনা ও ডুয়ার্স সংলগ্ন বনাঞ্চলগুলো ভৌগোলিকভাবে নেপাল ও ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় পাচারকারীরা এই রুটটিকে ‘সেফ প্যাসেজ’ হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। বন দপ্তরের অনুমান, এক বছর আগে চিতাবাঘটি শিকার করা হয়েছিল। তবে শিকারের সময়কাল নিশ্চিত করতে চামড়াটির নমুনা জেডিএফআই-এর ল্যাবে পাঠাবে বন দপ্তর।

চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণ রক্ষা করা এখন বন দপ্তরের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি উত্তরের একাধিক জঙ্গলে ঘনঘন চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যাওয়ায় এই বন্যপ্রাণের সংখ্যা বেড়েছে বলে মনে করেছিল বন দপ্তর। কিন্তু শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত চিতাবাঘের চামড়া পাচারকারীর হাতে চলে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে। বন দপ্তর বলেছে, লেপার্ডের চামড়াটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছাড়ানো হয়েছে। যা দেখে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পেশাদার চোরাশিকারিরাই এই কাজ করেছে। ধৃতকে জেরা করে চক্রের শিকড় খোঁজার চেষ্টা করছে বন দপ্তর।

ওষুধ ও বিলাসবহুল জিনিস তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ ও চামড়ার দাম আকাশছোঁয়া। কোন বনাঞ্চল থেকে এবং কবে এই চিতাবাঘটি শিকার করা হয়েছে, সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা করছে বন দপ্তর। পশু বিশেষজ্ঞ সুখদেব সরকার বলেন, ‘এধরনের কাজ চোরাশিকারিরা নিখুঁতভাবে করে থাকে। শিকার করে রোদে অনেকদিন শুকিয়ে তারপর পাচার করে।’

উত্তরবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্সে অঞ্চলে চিতাবাঘের সংখ্যা বেশি থাকায় চোরাশিকারিদের নজরে এই জায়গাটি রয়েছে। বন দপ্তরের কাছে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় টহলদারির অভাব রয়েছে। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফাঁদ পেতে চিতাবাঘ শিকার করা হচ্ছে। এছাড়া এই কাজে মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কিছু স্থানীয় বাসিন্দাকে ‘ক্যারিরার’ হিসেবে রাখা হচ্ছে বলে মনে করছে বন দপ্তর।

- চিতাবাঘের চামড়াটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা
- নেপাল ও ভুটান সীমান্ত দিয়ে এটি চিনে পাচারের পরিকল্পনা ছিল
- শিকারের সময়কাল নিশ্চিত করতে চামড়াটির নমুনা জেডিএফআই-এর ল্যাবে পাঠাবে বন দপ্তর

এধরনের কাজ চোরাশিকারিরা নিখুঁতভাবে করে থাকে। শিকার করে রোদে অনেকদিন শুকিয়ে তারপর পাচার করে।

সুখদেব সরকার
পশু বিশেষজ্ঞ

বাংলা বলার জন্য আক্রান্ত, অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের

ওড়িশায় মার, মৃত্যু জখম তরুণের

গৌতম দাস

গাজোল, ৫ এপ্রিল : বাংলা ভাষায় কথা বলেছিলেন ওড়িশায়। তার জেরে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বেধড়ক মার সহ্য করতে হয়েছিল গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিলিমপুর গ্রামের আদিবাসী তরুণ বিনয় বেসরাকে (৩০)। গুরুতর আহত অবস্থায় রাজ্যে ফেরার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার অবশেষে তাঁর মৃত্যু হল। রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বিনয়ের। গত বছর অগাস্ট মাসে পেটের দায়ে ওড়িশার বালেশ্বর এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন তিনি। যাওয়ার কয়েকদিন পর এলাকার মানুষ ছাড়া সে রাজ্যের পুলিশ তাঁকে মারধর করেছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন বিনয়। গোটা শরীরে ক্ষত নিয়ে শুধুমাত্র গামছা পরে সেই সময় কোনওরকমে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। প্রথমে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে বাড়িতেই চলছিল চিকিৎসা। পুরো বিষয়টি জানার পর বিনয়ের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসার জন্য ১ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করেন। শেষের কয়েকদিন চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে শনিবার বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাতে বিনয়ের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস। এদিনও সকাল থেকে সেখানেই ছিলেন তিনি। গোটা ঘটনায় নির্বাচনি আবহে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছে এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে।

মৃত আদিবাসী তরুণের বাড়িতে তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাস। রবিবার।

রবিবার দুপুরে বিনয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল দেহ শোয়ানো রয়েছে বারান্দায়। এলাকার পুরুষরা কবরের মাটি খোঁড়ার কাজ করতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ভিড় করেন মহিলারা। বিনয়ের ছোট্ট মেয়েকে আগলে রেখেছেন তাঁরাই। শোকের মধ্যেই বিনয়ের আত্মীয়া সালমা সোরেন ক্ষোভের সুরে বললেন, ‘বিনয়ের পরিবার বলতে দাদু আর বছর সাতেকের মেয়ে বিনীতা। দাদু ভগবতী সোরেন বয়সের ভারে চলতে পারেন না। বিনয় পরিবারের জন্য দু’মুঠো ভাতের জোগাড় করতে ভিনরাজ্যে কাজ করত। ওড়িশা বাড়ি থেকে কাছাকাছি হওয়ায় গত বছর সেখানে যায়। কিন্তু বাংলা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে ওকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপির রাজ্যের মানুষরা। বিজেপির লোকজনই ওকে মেরেছে। গুরুতর আহত হয়ে বাড়ি ফেরার পর থেকে কাজ করতে পারত না।’ তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাওয়া ১ লক্ষ টাকায় কোনওরকমে চিকিৎসা এবং বিনয়ের সংসার চলত বলে জানা গিয়েছে।

সালমার প্রশ্ন, ‘এখন পরিবারটার কী হবে?’ অভিযোগ, বিজেপির বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান উর্মিলা রাজবংশী কেউই কোনওদিন দেখা করতে আসেননি। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা। যদিও এ নিয়ে বিধায়ককে ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে তৃণমূল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাসের বক্তব্য, ‘শুধুমাত্র বাংলা বলার জন্য বিজেপির রাজ্যে যেভাবে একজন আদিবাসীকে মারা হয়েছে তা মানবসমাজের লজ্জা। ওর গায়ে গরম তেলও ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে বিনয়ের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যও করেন। তখন থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। বাঙালিদের বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে মারধর করা হচ্ছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের রাজ্যেও ভিনরাজ্যের বহু মানুষ রুটিরুজির সন্ধানে আসেন। তাঁদের ওপর তো অত্যাচার হয় না।’

ওড়িশায় বাংলা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। বিজেপির লোকজন ওকে মেরেছে। বাড়ি ফেরার পর কাজ করতে পারত না।

সালমা সোরেন
মৃতের আত্মীয়

প্রবাসে দেশীয় ক্ষুদ্র চা চাষের জয়গাথা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ এপ্রিল : দেশীয় ক্ষুদ্র চা চাষের সাফল্যের কথা উঠে এল নেদারল্যান্ডসের মঞ্চে। সম্প্রতি সেখানকার বিদেশমন্ত্রকের আমন্ত্রণে আমস্টারডামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়ার মতো ক্ষুদ্র চা চাষ করা দেশের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ভারত থেকেও কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদকেরও দায়িত্বে থাকা বিজয়গোপাল বলেন, ‘ভারত তথা উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষের প্রসার, সম্ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর কথা সভায় বিশদে তুলে ধরা হয়েছে। নেদারল্যান্ডস সরকারের মন্ত্রী তথা অন্য প্রতিনিধিরা খুব খুশি হয়েছেন। এখানকার ক্ষুদ্র চা চাষের উন্নয়নে ওঁরা নতুন করে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।’

নেদারল্যান্ডস ২০২০ সালে ভারতের ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে ‘রিক্লেইম সাসটেনেবিলিটি’ নামে একটি প্রকল্প চালু করে। যার মেয়াদ গত ৩১ মার্চ শেষ হয়েছে। ওই দেশেরই বিশেষজ্ঞ সংস্থা ‘সলিডারিডেড’ ভারতে কাজটি করে। প্রকল্পের অগ্রগতির ওপর আলোচনা করতে এবারের আন্তর্জাতিক কনক্লেভ আয়োজিত হয়। তাতে নেদারল্যান্ডসের আর্থিক সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ সহ গোটা দেশ মিলিয়ে ৬৭,০৩৫ জন চাষিকে ক্ষুদ্র চা চাষের খুঁটিনাটি তথ্যনির্ভর একটি মোবাইল অ্যাপ-এর আওতায় এনে তাঁদের ‘স্মার্ট চাষি’-তে পরিণত করা, একত্রিত করে ২৩২৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি, প্রশিক্ষণের সুফল হিসেবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৫০-৬৭ শতাংশে কমিয়ে আনা ও রাসায়নিকের পেছনে ২৮ শতাংশ খরচ হ্রাস, ক্ষুদ্র চা চাষিদের সশক্তিকরণের মাধ্যমে সরকারি নজরে নিয়ে আসার মতো প্রাপ্তিগুলির কথা উঠে আসে।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে মহিলারাও কাঁচা পাতা উৎপাদনের পাশাপাশি বাড়িতে বসেই নিজেদের হাতে তৈরি চা বাজারে বিক্রি করছেন এমন উদাহরণ তুলে ধরেন বিজয়গোপাল। এদিকে ক্ষুদ্র চা চাষই যে বর্তমানে দেশের চা শিল্পের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে তা টি বোর্ডের জারি করা সদ্য প্রকাশিত একটি তথ্যেও পরিষ্কার। ২০২৪ সালে যেখানে ক্ষুদ্র চাষিদের বাগান থেকে মোট উৎপাদন-এর শতকরা ৫৪ শতাংশ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ২০২৫ সালে ওই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ শতাংশে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চা চাষিদের অবদান এখন শতকরা ৬৮ শতাংশ। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামের প্রাচীন কেআইটি হলে আয়োজিত ওই সভায় বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে ৩৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ‘সলিডারিডেড’-এর মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস ভারতের চায়ের উন্নয়নে যে প্রকল্পটি সদ্য শেষ করেছে তার সহযোগিতায় ছিল ভারতের অন্যতম চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ)।

বক্তব্য রাখছেন সিস্টা’র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। আমস্টারডামে।

জাতীয় স্তরে সোনা মালদার কিশোরের

মালদা, ৫ এপ্রিল : জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা জিতল মালদার মেহেবুবুল আহম্মেদ। দিল্লিতে স্টেট ওপেন অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটার দৌড়ে বছর ষোলোর এই কিশোর প্রথম হয়েছে। দৌড় শেষ করতে সময় নিয়েছে ২১.৭৫ সেকেন্ড। এর ফলে ফেডারেশন কাপে খেলার ছাড়পত্র পেল মেহেবুবুল। মেহেবুবুলের প্রতিক্রিয়া, ‘ছোট থেকে স্বপ্ন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। স্বপ্ন পূরণের জন্য আরও পরিশ্রম করব। ফেডারেশন কাপে ভালো ফল করলে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ মিলবে।’

মেহেবুবুলের বাড়ি কালিয়াচক-৩ ব্লকে জালুয়াবাথান পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কদমতলি গ্রামে। বাবা কাফিউদ্দিন আহম্মেদ কৃষক। মা রুকসানা বিবি গৃহবধূ। সে মহদিপুর হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মালদা শহরের অ্যাথলেটিক্স কোচ অসিত পাল বলেন, ‘প্রথম থেকেই ওর পায়ে ক্ষিপ্রগতি ছিল। আশা করছি, আগামীতে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছাবে।’

সরহুল উৎসব

নাগরাকাটা, ৫ এপ্রিল : সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠল সুলকাপাড়ার নয়া লাইনের সরহুল মিলন উৎসব। রবিবার অত্যন্ত ধুমধাম ও উৎসাহের সঙ্গে প্রকৃতির উপাসক আদিবাসী সমাজ ওই অনুষ্ঠানে শামিল হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাগরাকাটার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া ময়নাডিপা থেকে কলসযাত্রার মাধ্যমে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এতে অংশ নেন। যাত্রাপথে মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা মুন্ডা-র মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি মাওবাদী হামলায় শহিদ নাগরাকাটার সিআরপিএফ জওয়ান মহাদেব মিঞ্জের মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে এদিন বিরসা মোড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়। নয়া লাইনের মিলনমেলার প্রাঙ্গণে নিজেদের পরম্পরাগত পোশাক পরে লোকনৃত্য ও লোকসংগীতের মাধ্যমে প্রকৃতির আবাহনে মেতে ওঠেন ডুয়ার্সের নানা স্থান থেকে আসা আদিবাসীরা।

বিক্রয়

Shop Sale Siliguri, Only Buyer 9635314408. (K)

কর্মখালি

আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। 9474875922. (K)

●

Gangtok, Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292.

●

We are Authorised Banking Service Provider Looking for Field Executives : Siliguri, Jalpaiguri, Maynaguri, Dhupguri. Job Role : Collection, Two Wheeler Mandatory. Contact : 62974-32183/7384175244. (C/121314)

●

Required experienced fluent in English PRT (Mathematics, Hindi, EVS, English), TGT (English, Science, Maths, Computer, SST, AI & Coding), Administrative Officer, School Advertisement Officer, Chowkidar. Salary : 10 to 20 thousand (Negotiable). Address and Contact : Gurukul Group of Educational Wing (Under CBSE Curriculum), Bhangabarua, Udalguri, Pin-784525, Assam. WhatsApp No-8415075655, Email-gurukulgroup2017@gmail.com (C/121318)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bablu Das, S/o Late Manu Das, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ (যার নম্বর WB6519980001598 dt. 07/07/1998) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27/03/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bablu Mandal থেকে Bablu Das ও বাবা Sushil Mandal থেকে Manu Das করা হল। যা যথাক্রমে উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121313)

●

জন্ম শংসাপত্র রেজিঃ নং 202/99, তাং 20.11.99 আমার বাবার নাম Hajrul Bapari -র পরিবর্তে Jahiralli Bapari নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 17.03.26 C.J. (JR. Divn.) Addl Court দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Hajrul Bapari এবং Jahiralli Bapari এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমি এখন আমার জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম প্রতিষ্ঠিত করতে (Hajrul Bapari) এই হলফনামা পেশ করলাম। - Arjina Khatun, একমুখা, চিলকিরহাট, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/120650)

●

আমি Sri Bhagirath Brahman কুমারগ্রাম থানার হেমাগুড়ি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে Regd No. 2743, Dt. 11.07.2012 Alipurduar Municipality) ভুলবশত পদবি Brahman এর জায়গায় Brahman (Bhattari) লেখা হয়েছে। ছেলের বাবা, মা এবং অন্যান্য সব কাগজপত্রে পদবি Brahman আছে। গত 1/4/26 আলিপুরদুয়ার 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা তার পদবি Brahman করা হল। Subham Brahman (Bhattari) ও Subham Brahman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121316)

অ্যাফিডেভিট

আমি Probodh Kumar Das, ঠিকানা ঃ ময়না হাটখোলা, পোস্ট অফিস ঃ ময়না, থানা ঃ গাজোল, জেলা ঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১২৪ রাজ্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ। আমার পাসপোর্ট-এ আমার জন্ম তারিখ ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30/03/2026 তারিখে J.M. 1st Class কোর্ট মালদা হইতে অ্যাফিডেভিট নং 40AA910326 দ্বারা আমার জন্ম তারিখ 01/07/1967 এর পরিবর্তে 07/02/1971 হইল এবং আমার পিতা Kutishwar Das এবং Kutiswar Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলেন। (C/121167)

●

আমি MD Omar Faruk S/o Saduruddin Ahmad, আমার ছেলের জন্ম-শংসাপত্রে যার No B/2022/011654, Date -02/04/2022, আমার ছেলের নাম Md Omar Khaleed থাকায় গত 2/04/26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Md Omar Khaleed থেকে Omar Khaleed করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121312)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বৃষ : বিদেশযাত্রার সুযোগ মিলতে পারে। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে সহায়তা লাভ। মিথুন : চিকিৎসায় অতিরিক্ত ব্যয় হবে। ব্যবসায় অর্থাগম। উচ্চশিক্ষার্থীদের আর্থিক বাধা কাটবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। আপনার ভুলে হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সিংহ : বহুদিনের পুরোনো কোনও স্বপ্ন আজ সফল হবে। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা মানসিক কষ্ট দিয়ে মানসিক যন্ত্রণা। কন্যা : কোনও নতুন ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে গর্ব। তুলা : নিজের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বৃশ্চিক : অতি আকাঙ্ক্ষায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। দাম্পত্য কলহের অবসান। ধনু : প্রবাসে আজ সাফল্য মিলবে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে চরম দুশ্চিন্তা। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। মকর : সামান্য কারণে মানসিক অশান্তি। অতিভোজনে শারীরিক সমস্যা। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নিতে পারেন। কুম্ভ : সত্যি কথা বলার জন্য সমস্যায় পড়তে পারেন। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি হবেন। মীন : উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে সমস্যা হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার সব কথা আজ খুলে বলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৬ চৈত্র, ৬ এপ্রিল ২০২৬, ২২ চ'ত, সংবৎ ৪ বৈশাখ বদি, ১৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।৫০। সোমবার, চতুর্থী দিবা ১২।১৫। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১।১৬। অসৃকযোগ দিবা ২।১২। বালবকরণ দিবা ১২।১৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।১৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৩ গতে ৮। ৩৫ মধ্যে ও ২।৪৫ গতে ৪।১৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।১৫ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ২।১২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।১৫ গতে ২।১২ মধ্যে নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন মতান্তরে নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর সপিণ্ডন। ইং-পর্ব্ব- ইস্টার মনডে। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১১।১৫ গতে ২।২০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে।

আজ টিভিতে

পরম সুন্দরী সকাল ১০.৩৭ সোনি ম্যাক্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ জানেমন, দুপুর ১.৪৫ মিস কল, বিকেল ৪.৪৫ শুধু একবার বলো, রাত ৮.০০ তুমি আসবে বলে, ১০.১৫ রাখী পূর্ণিমা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চ্যাম্পিয়ন, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.১৫ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ শত্রু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আজকের সন্তান, বেলা ১১.৩০ মায়া মমতা, দুপুর ২.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, বিকেল ৫.০০ অনুতাপ, রাত ৮.০০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, ১১.০০ মৌচাক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাগজের নৌকা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজমহল
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৫১ মার্গন, দুপুর ১.২০ ভুল ভুলাইয়া, বিকেল ৪.৩৭ দ্য ফ্যামিলি স্টার, সন্ধে ৭.৫৩ মা, রাত ১০.৩০ পুলিশ ডায়েরি
সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.৩৭ পরম সুন্দরী, দুপুর ১.১০ বাহুবলী : দ্য বিগিনিং, বিকেল ৪.২৫ কান্তারা, সন্ধে ৭.৫০ পিকে, রাত ১০.৩০ স্মার্ট শঙ্কর

ফ্রোজেন প্ল্যানেট-টু রাত ৮.০০ সোনি বিবিসি আর্থ

মা সন্ধে ৭.৫৩ স্টার গোল্ড

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.২৮ বাগবান, দুপুর ২.৫২ ডর, সন্ধে ৬.৫০ যশোবন্ত, রাত ৯.০০ যোদ্ধা, ১১.৫৬ মশাল

হট লাইফ আফ্রিকা দুপুর ২.৩১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নেতার হুমকি

বীরভূমের মুরারইতে প্রকাশ্য সভা থেকে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তৃণমূলের টনিক শেখের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস প্রার্থী কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন।

সাসপেন্ড ওসি

অপরাধীর তালিকায় নাম নেই বালিগঞ্জের ত্রাস সোনা পাপ্পুর। নির্দেশ অমান্য করায় কসবার ওসিকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। পলাতক ও ঘোষিত অপরাধীদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

দপ্তরে ভাঙচুর

বেহালায় তৃণমূল কর্মীদের পোস্টার টাঙাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। পালটা বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ। তৃণমূলের রত্না চট্টোপাধ্যায় পর্ণশ্রী থানায় পৌঁছোতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি।

গায়ে কেরোসিন

নিউটাউনের জলাশয় দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। যা নিয়ে উত্তপ্ত হল বিশ্ব বাংলা সরণি। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। গায়ে কেরোসিন ঢালেন বিক্ষোভকারী। পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

নন্দীগ্রামে ক্ষোভের মুখে মনোজ

স্থানীয়দের প্রশ্নে ইআরও-এইআরওদের দোষারোপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : ভোটের আগে ভয় মুক্ত ভোটের আশ্বাস দিতে গিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হল সিইও মনোজ আগরওয়ালকে। শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছে জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর রবিবার নন্দীগ্রাম দিয়ে তার 'ফিল্ড ভিজিট' শুরু করেন সিইও। প্রথম দিনেই সেখানে বিক্ষুব্ধদের ক্ষোভের মুখে পড়েন মনোজ।

শনিবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসকের দপ্তরে জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে জেলার আইন শৃঙ্খলা ও ভোট প্রস্তুতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে সিইওকে রিপোর্ট দেওয়া হয়। রবিবার নন্দীগ্রাম, পটাশপুর ও ময়নার বাকচার স্পর্শকার এলকা পরিদর্শন করেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় চলতি সপ্তাহেই তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা।

লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে শেষ দফায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে। ব্যাতিক্রম নয় শুভেন্দু অধিকারির কেন্দ্র নন্দীগ্রামও। সম্প্রতি, শুভেন্দু নিজেই বলেছিলেন, ২১ এর নির্বাচনের সময় নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট ছিল প্রায় ৬২ হাজার। এবার সেই পরিস্থিতি নেই। বাদের তালিকায় সিংহভাগ নামই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের। শুভেন্দুর নন্দীগ্রামেও যে নাম বাদ যাওয়ার ক্ষোভ রয়ছে তার প্রমান এদিন হাতে নাতে পেলেন সিইও। নন্দীগ্রামে ফিল্ড ভিসিট করতে প্রথমেই যান সরস্বতী বাজার এলকায়। সেখানে মনোজের কাছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানতে চান, এলাকার অনেকের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ গিয়েছে কেন? জবাবে অবশ্য সেই চেনা বুলিই আওড়েছেন মনোজ। মনোজ বলেন, 'স্থানীয় ইআরও এবং এইআরও

নন্দীগ্রামে ভোটারদের সঙ্গে কথা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের।

-দের সমস্যার কারণে এটা হয়েছে। তবে, এখনও অনলাইনে আবেদন করে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা যাচ্ছে। উপযুক্ত কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করলে কারও নাম বাদ যাবে না।' মূলত কমিশনের তরফে ভোটের আগে ও পরে সব ধরনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়াই ছিল মনোজের উদ্দেশ্য। কিন্তু,। ভয় মুক্ত ভোটের ব্যাপারে মানুষের মনে আস্থা জাগাতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়ে কমিশনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা নিয়ে নিজেই বোধহয় কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেন তিনি। যদিও সাহস যোগাতে মনোজ বলেছেন, 'কমিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, প্রত্যেক ভোটার যাতে কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই নিজের ইচ্ছামতো ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই তাঁর এই সফর। নন্দীগ্রাম সহ জেলার সব বুথে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য যা যা করার আমরা তা করব। আগের যে সব এলাকায় অশান্তির রেকর্ড রয়েছে, জেলাশাসকের কথায় সেই সমস্ত এলাকায় আমরা যাচ্ছি। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। তাঁদের বলছি, ভয়ের কিছু নেই। শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন হবে। কোনও ভাবে অশান্তি মেনে নেওয়া হবে না। পুলিশ প্রশাসন কড়া হাতে তা দমন করবে।'

নন্দীগ্রামের পর গড়চক্রবেড়িয়া ও কেন্দামারিতেও পরিদর্শনে যান মনোজ। সেখানকার একটি বুথকেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি। বুথে কোথায় সেনাবাহিনী থাকবে, কোথায় ভোটাররা দাঁড়াবেন তা জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার-সহ আধিকারিকদের বুঝিয়ে দেন তিনি। নন্দীগ্রামের পর পটাশপুর ময়না হয়ে রবিবার রাতেই কলকাতা ফেরার কথা তার।

বৃষ্টিভেজা কলকাতা... *রবিবার। ছবি : পিটিআই*

লীনা সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

টলিউডে কাল থেকে কর্মবিরতি

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : শোকের পাহাড় সরিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার। স্বামীকে হারানোর এক সপ্তাহ পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভেঙে পড়েন তিনি। প্রিয়াংকার কথায়, 'যিনি সারাজীবন আমাকে দিশা দেখিয়েছেন, সেই মানুষটাকে এভাবে হারাব ভাবিনি।' শোক সামলে শনিবার রাতেই তিনি তালসারি থানায় 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা 'ম্যাজিক মোমেন্টস'-এর কর্ণধার শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন। ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১০৬(১) অর্থাৎ অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যু, ২৪০ অর্থাৎ মিথ্যা তথ্য প্রদান ও ৩(৫) অর্থাৎ যৌথ অপরাধের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এফআইআর-এ নাম থাকার পরেও কেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এখনও রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন পদ আগলে বসে আছেন?, প্রশ্ন তুলেছেন কলাকুশলীদের একাংশ। জানা গিয়েছে, প্রিয়াংকার দায়ের করা এফআইআরে মোট ৫ জনের নাম রয়েছে। সংস্থার সহপরিচালক শুভাশিস মণ্ডল, ফ্লোর এগজিকিউটিভ প্রডিউসার শান্তনু নন্দী, প্রযোজক সংস্থার ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রেরও অভিযোগ আনা হয়েছে।

> **যিনি সারাজীবন আমাকে দিশা দেখিয়েছেন, সেই মানুষটাকে এভাবে হারাব ভাবিনি।**
>
> **প্রিয়াংকা সরকার**

এদিকে রাহুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের সুরক্ষার দাবিতে রণংদেহি মেজাজে টলিউড। আগামী মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সিনেমা ও ধারাবাহিকের শুটিং বন্ধ রাখার ডাক দেওয়া হয়েছে। প্রিয়াংকার অভিযোগ, পরিকল্পিত অবহেলা ও বিপজ্জনক পদ্ধতিতে শুটিং চালানোর কারণেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এমনকি ঘটনার পর অভিযুক্তরা মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছেন বলেও তাঁর দাবি। এক সপ্তাহ পর কেন অভিযোগ? প্রিয়াংকার সাফ জবাব, মানসিক যন্ত্রণার ধকল সামলাতে সময় লেগেছে।

অন্যদিকে, ফেডারেশনকে এড়িয়ে কেন চুপিচুপি শুটিং চলছিল, তা নিয়ে চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার ওপর দায় চাপিয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। রবিবার বিকেলে টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা, যীশু, আবিরদের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে এই কর্মবিরতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভিনেতা থেকে টেকনিসিয়ানদের এক সুর, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ আর নয়। মঙ্গলবার থেকে টলিউড তবে পুরোপুরি স্থবির হয়ে যাবে? এখন সেদিকেই তাকিয়ে বিনোদন জগৎ।

বহরমপুরে রোড-শো মুখ্যমন্ত্রীর

বহরমপুর, ৫ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের মাটিতে একাধিক জনসভা থেকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর গড় বলে পরিচিত বহরমপুরে রোড শো-র মাধ্যমে জনসংযোগ কর্মসূচি। জোড়া অস্ত্রে রবিবাসরীয় প্রচারপর্ব জমিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র রোড শো-তে অশান্তি প্রসঙ্গে এদিন জিয়াগঞ্জের জনসভায় মমতা বলেন, 'ভবানীপুরে আমার বাড়ির সামনে হামলা হল। আমার পোস্টারে থুতু দিচ্ছিল। মা কালীর মন্দিরের সামনে জুতো দেখাচ্ছিল। অভিষেকের বাড়ির দিকে জুতো দেখাচ্ছিল। স্থানীয়রাই প্রতিবাদ করেছে।' মনোনয়নে বাইরের লোক সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় তাঁর আপত্তি নেই বলে জানালেও কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যেভাবে তাঁর এলাকায় তল্লাশির নামে বাড়াবাড়ি করছে, তার নিন্দা করেন মমতা। শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় রোড শোয়ে যে অশান্তি হয়েছিল তার জন্য বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, 'বিজেপির কথায় চারজন পুলিশ আধিকারিক সাসপেন্ড হয়েছে। কাল ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনী অসভ্যতা করেছে। একজন মহিলাকে আপত্তিকরভাবে চেক করেছে।'

এদিন ইভিএমে চিপ ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। মমতা বলেন, 'ইভিএম খারাপ করে দিলে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তাতে আর ভোট করতে দেবেন না। সারানোর নাম করে চিপ ঢুকিয়ে দেবে। ওরা পারে না এমন কোনও কাজ নেই। ভোটের পর ভোটবাক্সতে মায়ের মতো পাহারা দেবেন। আমি গণতন্ত্রের যোদ্ধা। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচতে চাই। মা-বোনেরা আমার সহযোদ্ধা।' অফিসার বদলি নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মমতা। সামশেরগঞ্জের জনসভায় তিনি বলেন, 'বাংলার অফিসারদের বাংলায় না রেখে তামিলনাড়ুতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর দেখে দেখে বিজেপির আত্মীয়দের এখানে আনছেন।'

এদিন বহরমপুরে গির্জার মোড় থেকে খাগড়া চৌরাস্তা মোড়ে নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত একটি রোড শো করেন মমতা। সেখানে তাঁকে দেখার জন্য রাস্তার দু-ধারে উৎসুক জনতার ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিকে ফরাক্কার বিদায়ি বিধায়ক মণিরুল ইসলাম বিক্ষুব্ধ প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ানোয় তাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর বার্তা, মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে দল থেকে সাসপেন্ড করা হবে।

অভিযোগ

রামপুরহাট, ৫ এপ্রিল : ছাগল দেওয়ার নামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ডেকে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে বের হওয়ার নির্দেশ দিল তৃণমূল। মহিলাদের অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে না বের হলে কোন সরকারি সুবিধা মিলবে না বলে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনই ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক এলাকায়।

বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতেই শুর ছড়িয়েছে বিজেপি। দলের দাবি তৃণমূল হাড় নিশ্চিত জেনে এখন মুরগী ও ছাগল দেওয়ায় প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রচারে মহিলাদের অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

রবিবার প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বহরমপুরে। -সংবাদ চিত্র

মমতায় মোহভঙ্গ মুসলিমদের : অধীর

বহরমপুর, ৫ এপ্রিল : দীর্ঘ তিন দশক পর ফের রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ময়দানে বহরমপুরের 'রবিনহুড' অধীর চৌধুরী। গত লোকসভায় যে মেরুকরণ এবং তৃণমূলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাঁকে সাংসদ পদ খোয়াতে হয়েছিল, ছাব্বিশের বিধানসভায় সেই হারানো জমি পুনরুদ্ধারে রীতিমতো আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন শুধু কংগ্রেসের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নয়, বরং তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এক অসমযুদ্ধের খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ।

রাজ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ইস্যু এসআইআর। এই ইস্যুতেই কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে একযোগে তুলোধোনা করেছেন অধীর। তাঁর দাবি, সাধারণ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার জন্য তাঁরা নিজেরা দায়ী নন। কমিশন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের চূড়ান্ত অযোগ্যতার জন্যই আজ সাধারণ মানুষকে নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার ফিরে পেতে দোরে দোরে ঘুরতে হচ্ছে। তাঁর মতে, প্রকৃত ভোটাররা যদি ভোটই না দিতে পারেন, তবে প্রয়োজনে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া উচিত।

তবে শুক্র, শনির পর রবিবারেও বহরমপুরে অধীরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে তৃণমূল। এদিন সকালে শহরের ৩, ৭ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়েছিলেন অধীর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের নেতা,কর্মীরা। কংগ্রেস প্রার্থী এলাকায় ঢুকতেই একদল তৃণমূল সমর্থক তাঁকে ঘিরে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

অধীরের মতে, যে কংগ্রেসের হাত ধরে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, পরে সেই কংগ্রেসকেই তিনি ছলেবলে কৌশলে ধ্বংস করেছেন। এই শূন্যস্থানের সুযোগ নিয়েই বাংলায় বিজেপির বাড়বাড়ন্ত। তবে সংখ্যালঘু ভোটের সমীকরণে এবার বড়সড় বদল দেখছেন তিনি। তাঁর মতে, পরিযায়ী শ্রমিক থেকে ওয়াকফ এবং সাম্প্রতিক এসআইআর ইস্যুতে মমতার ওপর থেকে মোহভঙ্গ হচ্ছে মুসলিমদের। একুশের ভোটে মমতা যেমন 'নো এনআরসি' তাস খেলেছিলেন, এবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই একই কায়দায় 'নো এসআইআর' তাস খেলে নিজেকে সংখ্যালঘুদের ত্রাতা সাজানোর নাটক করছেন। মুর্শিদাবাদ সহ বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘুদের কাছে রাহুল গান্ধির জনপ্রিয়তা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যে এখনও অটুট, সে বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত অধীর। তাঁর মতে, মুসলিমরা সবসময় কৌশলগত ভোট দেন। যেখানে কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা প্রবল, সেখানে তাঁরা কংগ্রেসকেই বেছে নেবেন। যদিও রাজ্যে কংগ্রেসের দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোর কথা অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছেন তিনি।

সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখন যখন কংগ্রেসের সংগঠন কার্যত তলানিতে, বামেদের সঙ্গে জোটও ভেঙেছে, তখন দলের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে দলের নির্দেশেই ফের কঠিন লড়াইয়ের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি।

ট্রাইবিউনালে নজর এখন জোড়াফুলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : ভোটের মুখে 'ভোটার-ভীতি' জাঁকিয়ে বসছে শাসক শিবিরে। রাজ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে তৃণমূলের।

এবার সব কাজ ফেলে এখন ট্রাইবিউনালের কাজে মন দিতে নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, হাতে সময় নেই, তাই অবিলম্বে ট্রাইবিউনালে

নাম তোলাতে তৎপর আই প্যাকও

আবেদনের পাহাড় তৈরি করতে হবে। আর নেত্রীর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রবিবার দলের খবর, অভিষেক নেত্রীর নির্দেশমতো এদিন থেকেই এই কাজে দলের লোক ছাড়াও দলের পরামর্শদাতা 'আইপ্যাক'-এর কার্যকর্তাদেরও নামিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের জেলা, গ্রাম, অঞ্চল তো আছেই, প্রতিটি বুথ ধরে ধরে তথ্য নিষ্পত্তির পরও কোন কোন ভোটারের নাম বাদ পড়ল, তাঁদের নাম ও তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগে পড়েছেন তাঁরা।

বিচারপ্রক্রিয়া শেষে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যে বড় অংশের নাম যে বাদ যাবে, তা কার্যত নিশ্চিত। তৃণমূলের আশঙ্কা, সব মিলিয়ে নাম কাটা যাওয়া ভোটারের সংখ্যা কোটি ছুঁতে পারে। আর সেই বড় অংশটি যদি তৃণমূলের ভোটব্যাংক হয়, তবে তা ভোট ফলে প্রভাব পড়বে।

সমস্যা আরও জটিল করেছে নির্বাচন কমিশনের গোপনীয়তা। কতজনের নাম শেষমেশ বাদ গেল, তা খোলসা করছে না কমিশন। তাই অন্ধকার কাটাতে এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বুথে বুথে ঘুরে তথ্য জোগাড় করছে তৃণমূলের কর্মীরা ও আইপ্যাকের সদস্যরা।

জেলা থেকে আসা সেই সব রিপোর্ট জমা করার জন্য তৃণমূল ভবন ও ক্যামাক স্ট্রিটে আলাদা দুটি ব্যাংক খোলা হয়েছে। সব জায়গার রিপোর্ট আসা মাত্রই ট্রাইবিউনাল-এ আবেদন করতে কী পদক্ষেপ করতে হবে সে বিষয়ে দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য নেতারা নির্দেশ দেবেন।

দলের নিশ্চিত ধারণা, স্থানীয় ও বুথ ভিত্তিতে বাদ পড়া ভোটারদের নাম পাওয়া গেলে মোট কতজন ভোটার বাদ পড়লেন সেই সংখ্যাটাও জানা যাবে। দল ও দলনেত্রীর উদ্বেগ কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে। দল ও দলনেত্রীর উদ্বেগ একটাই, যেকোনও উপায়ে বাদ পড়া নামগুলো আবার তালিকায় ঢোকানো। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বিভিন্ন কারণে কাটা পড়েছে। তার ওপর এই নতুন 'অ্যাডজুডিকেশন' বা তথ্য যাচাইয়ের ধাক্কা।

এখন প্রশ্ন, এই সব কিছুর পর শেষপর্যন্ত রাজ্যে এবার ভোটে কত সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ল তা জানাটাই এখন চরম কৌতূহল তৃণমূল সহ অন্যান্য দলের কাছে।

বঙ্গে পদ্মের তারকা প্রচারক কঙ্গনা, হেমা

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : শনিবার তৃণমূলের পর রবিবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। তালিকায় যেমন রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, নীতিন নবীন, রাজনাথ সিং, অমিত শা, জেপি নাড্ডা, নীতিন গড়করি, ধর্মেন্দ্র প্রধানদের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নাম। সেইরকমই রয়েছে হেমা মালিনী এবং কঙ্গনা রানাওয়াতের নামও। এছাড়া রয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান, অশ্বিনী বৈষ্ণব, স্মৃতি ইরানি, অনুরাগ ঠাকুর, রেখা গুপ্তদের নামও।

গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে নজর কেড়েছিলেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। এবারও তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম রয়েছে তাঁর। তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংস্করণ টেনিস প্লেয়ার লিয়েন্ডার পেজ। সদ্যই দিল্লিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি।

বাংলা থেকে তালিকায় নাম রয়েছে

শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুরদের। তালিকায় গুরুত্ব পেয়েছে উত্তরবঙ্গের নেতারাও। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তের সঙ্গে রয়েছেন জয়ন্তকুমার রায়, মনোজ টিগ্গারাও।

পাহাড়ে প্রতারণা, অভিযোগ পিয়ালির

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : পর্বতারোহীদের খাবারে কিছু মিশিয়ে তাঁদের অসুস্থ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁদের বিমার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার এক অসাধু চক্র তৈরি হয়েছে বলে সম্প্রতি খবর ছড়ায়। নেপাল পুলিশ এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার পরই সমগ্র বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এই অভিযোগের পরে এবার প্রথম মুখ খুললেন এভারেস্ট জয়ী পিয়ালি বসাক। তিনিও এই চক্র নিয়ে ভিডিও বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পাহাড়ে চড়ার আগে হেলি রেসকিউ ইন্সিওরেন্স ছাড়া অনুমতি পাওয়া যায় না। এতে পর্বতারোহীদেরও মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়। কিন্তু এই চক্র ইন্সিওরেন্সের টাকা হাতানোর জন্য এসব করছে। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, '২০১৯ সালে এভারেস্টে চড়ার সময় সামিটের ৪০০ মিটার নীচে আমার মুখে ঘুষি মারা হয়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। মোটা টাকায় অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনেও তাতেও

নেপালে অসাধু চক্র

অক্সিজেন নেই। আমার সরঞ্জাম বিদেশিদের বিক্রি করে দিয়েছে। নেপাল সরকারকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

এমনিতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ে চড়েন তাঁরা। তবে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চরিত্র বদল হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন পাহাড় কন্যা।

দল ছেড়েই কানাইয়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী

ইসলামপুর, ৫ এপ্রিল : যে সংগঠনের শীর্ষ নেতার উপর দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনদিনের মধ্যে ওই সংগঠনেরই আরেক পরিচিত নেতা যোগ দিলেন মিমে। শুধু যোগদানই নয়, তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের ইসলামপুর টাউন কমিটির কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ বাবলু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দলের হয়ে প্রার্থী হিসাবে সরাসরি শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন।

৩ এপ্রিল রায়গঞ্জের জনসভা থেকে ইসলামপুরের প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের জয় নিশ্চিত করতে তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলার মাইনরিটি সেলের সভাপতি জাভেদ আখতারকে 'বিশেষ' নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'জাভেদ, দেখে নিও। জিততে হবে।' এদিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ছন্দপতন। তৃণমূলকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রবিবার বাবলু যোগ দেন মিমে। সোমবার তিনি মিম প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন।

কানাইয়ালাল যখন ভোটের ময়দানে ইসলামপুরে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন, সেই পরিস্থিতিতে মাইনরিটি সেলের এক পদাধিকারীর মিমে যোগদান তৃণমূলের জন্য নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর বিষয়। যদিও জাভেদ এই ঘটনায় ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করে

শাসকের সংখ্যালঘু সেলে ভাঙন

বাবলুকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে, বাবলু কানাইয়ালালের বিরুদ্ধে 'পরিবারতন্ত্র কায়েম' করার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে কানাইয়ালালকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

মিমে যোগদান প্রসঙ্গে বাবলু বলেন, 'অনেক হয়েছে! লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা সব ক্ষেত্রে একজনই প্রার্থী। তাঁর স্ত্রী কাউন্সিলার ছিলেন। গত পুরভোটে দল টিকিট দিলেও তিনি সিপিএম প্রার্থীর কাছে হেরে যান।' তাঁর প্রশ্ন, 'একটি পরিবার ছাড়া সাধারণ নেতা-কর্মীদের কি কোনও মূল্য নেই? তাই আমি মিমের প্রার্থী হয়েছি।' বাবলুর সংযোজন, 'তৃণমূলে যার টাকা রয়েছে, তার হাতেই ক্ষমতা থাকবে। তাই বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পালটা জাভেদ বলেন, 'বাবলু কাণ্ডে ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না। বাবলুর লোকবল বলে কিছু নেই। ওকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। দিদি আমায় দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আর কানাইয়াদা দুই ভাই এই আসন জিতে দিদিকে উপহার দেব।' বাবলুর যোগদান ও প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিমের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি মহসিন দিনাজপুরি। তিনি বলেন, 'বাবলু আমাদের দলের প্রার্থী হচ্ছেন। মানুষের সমর্থন আমাদের সঙ্গে।' একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ইসলামপুর আসনে তৃণমূল জয় পেলেও, বিগত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে ইসলামপুর শহরে শাসকদল পিছিয়ে রয়েছে। প্রতি নির্বাচনেই লিড পেয়েছে বিজেপি। ফলে এবার ইসলামপুর শহর তৃণমূলের জন্য 'প্রেস্টিজ ফাইট'। ইসলামপুরে প্রায় ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট। এখন তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের এই ভাঙন ভোট বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটাই দেখার।

নির্বাচনি সভা

চোপড়া, ৫ এপ্রিল : চুটিয়াখোর ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রবিবার তৃণমূলের নির্বাচনি সভা অনুষ্ঠিত হয় কালাগছ আলোড়নী সংঘ মাঠে। নির্বাচনি সভায় উপস্থিত ছিলেন চোপড়ার বিদায়ি বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হামিদুল রহমান, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা পম্পা সরকার, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

পলাতক অভিযুক্ত, দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস

কাকার গুলিতে 'খুন' কিশোরী

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ এপ্রিল : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ কাকার বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সাজনুর ওরফে গোলাপি (১৫)। রবিবার রাতে ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুর অঞ্চলের নন্দ লাড়ুখোয়ার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তড়িঘড়ি ওই এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। তবে অভিযুক্ত লাল মিয়াঁ পলাতক। অভিযুক্ত এবং খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

মৃতের পরিবারের দাবি, লালের মেয়ে এদিন কারও সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আর এই চলে যাওয়ার নেপথ্যে গোলাপির ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ হয় লালের। নন্দ লাড়ুখোয়ায় লালের একটি দোকান রয়েছে। সন্ধ্যার পর গোলাপি কিছু জরুরি সামগ্রী কিনতে ওই দোকানে যায়। অভিযোগ, সেখানেই গোলাপিকে তাঁর মেয়ের বাড়িছাড়ার বিষয়টি নিয়ে ধমকাতে শুরু করেন লাল। এরপর গোলাপি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলাপির বুক লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিশোরীকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক গোলাপিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালের বাইরে গোলাপির পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। গোলাপির বাবা রমজান অজ্ঞান হয়ে মাটিতে

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের আত্মীয়রা। রবিবার ইসলামপুরে।

পড়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমার সব শেষ করে দিল লাল মিয়াঁ। ওর মেয়ে কার সঙ্গে চলে গিয়েছে, সেটা তো আমার মেয়ের জানার কথা নয়। সামান্য কারণে সন্দেহের বশে নিষ্পাপ মেয়েটাকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমি খুনির ফাঁসি চাই।' হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 'সাসপেক্টেড বুলেট ইনজুরি'র কারণে গোলাপির মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, ভোটের আগে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খতেজা খাতুন। লাল কোথা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন, তা নিয়েও এলাকায় জল্পনা তুঙ্গে। গোলাপি ভদ্রকালী হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। কাকার গুলিতে কিশোরীর মৃত্যুতে খতেজা বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। খোঁজখবর না করে এইভাবে কিশোরীকে গুলি করে খুন করা হল, ভাবতেই অবাক লাগছে। যে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকার শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কঠোর পদক্ষেপ করবে।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার বলেন, 'অভিযুক্ত সম্পর্কে মৃতের কাকা। মেয়ের চলে যাওয়ার জন্য কিশোরীকে দায়ী করে সন্দেহের বশে গুলি চালিয়ে ওই ব্যক্তি গা-ঢাকা দিয়েছে। তবে আমরা অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করব। খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটিও শীঘ্রই উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবসেবা।। *কোচবিহারে ছবিটি তুলেছেন বিভূতিভূষণ নন্দী।*

চা বাগানে প্রচারে দলের প্রার্থীরা

শ্রমিক সংগঠনকে পাশে পাচ্ছে না পদ্ম

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার কেন্দ্র দুটিতে বেশ কয়েকটি চা বাগান রয়েছে। সেকারণে চা বাগান এলাকায় প্রচারে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, দুই পক্ষই। কিন্তু আর পাঁচটা এলাকার থেকে বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ভোট প্রচারের কৌশল অনেকটাই আলাদা। সেখানে স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের প্রভাব যথেষ্ট। সেকথা মাথায় রেখেই দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে চা বাগান এলাকায় প্রচারে যাচ্ছেন এই দুই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীরা। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনকে সেভাবে চা বাগান এলাকায় প্রচারে সঙ্গে পাচ্ছে না বিজেপি। এ নিয়েই বিজেপির অন্দরে শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও চা বাগান এলাকায় বিজেপি প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন বিটিডব্লিউইউ-এর সভাপতি যুগল ঝা বলছেন, 'মহকুমার ৪১টি চা বাগানেই আমাদের সংগঠন রয়েছে। প্রার্থীকে ছাড়া আমরা আলাদা করে প্রচারে যাচ্ছি। রবিবারও অর্ড চা বাগানে প্রচার চলেছে। শ্রমিক সংগঠন শক্তিশালী বলেই আলাদা করে প্রচার করছে। প্রার্থীদের নিয়ে একসঙ্গে প্রচারের সূচি তৈরি করেও আমরা নামব।' বিজেপির দাবি, ভারতীয় মজদুর সংঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠন। তবে শিলিগুড়ি মহকুমার চা বাগানগুলিতে মজদুর সংঘ সেভাবে শক্তিশালী নয় বলে খবর। সেকারণে বিজেপি একাধিক

> **চা বাগানের মানুষ বিজেপিকে চান। শ্রমিক নেতারাও আমাদের সঙ্গেই প্রচারে যাচ্ছেন। সবক্ষেত্রে থাকতে হবে সেরকম বাধ্যবাধকতা নেই।**
>
> **আনন্দময় বর্মন** বিজেপি প্রার্থী, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

শ্রমিক সংগঠন তৈরি করে। যার মধ্যে চা বাগান এলাকায় ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)-এর প্রভাব বেশি। একদা এই বিটিডব্লিউইউ-এর প্রধান নেতা ছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তিনি তৃণমূলে যোগদান করায় সংগঠনের দখলদারি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেসময় বিজেপি তাদের শ্রমিক সংগঠনের চেয়ারম্যান করে সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে। জন আবার চা শ্রমিকদের জন্য নতুন সংগঠন খোলেন। এরপর বিজেপিরই একটি অংশ বিটিডব্লিউইউ-এর অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সংগঠন নিয়ে এমন জটিলতায় তার কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। অভিযোগ, তাতেই চা বাগানগুলিতে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন প্রভাব বিস্তারে পিছিয়ে পড়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'চা বাগানের মানুষ বিজেপিকে চান। শ্রমিক নেতারাও আমাদের সঙ্গেই প্রচারে যাচ্ছেন। সবক্ষেত্রে থাকতে হবে সেরকম বাধ্যবাধকতা নেই।'

বিজেপির অন্দরে প্রশ্ন, শ্রমিকদের সঙ্গে বছরভর নানাভাবে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন শ্রমিক নেতারা। তাঁদের কথাতেই শ্রমিকদের অনেকে ভোট দিয়ে থাকেন। সেদিক থেকে বিজেপি প্রার্থীদের সঙ্গে শ্রমিক নেতারা না থাকলে শ্রমিকদের সঙ্গে দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে সমস্যা হচ্ছে।

ফাঁসিদেওয়ার বিজেপির প্রার্থী দুর্গা মুর্মুর বক্তব্য, 'সংগঠনের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। দলের শ্রমিক সংগঠন তো দলের হয়েই প্রচার করছে। আমরাও অনেক সময় থাকছি।'

আবার ভারতীয় মজদুর সংঘের রাজ্য নেতা বিশ্বজিৎ গুহ বলছেন, 'একাধিক শ্রমিক সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। মজদুর সংঘ সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামে না। প্রার্থীকে নিয়ে ভোট প্রচারের কথাও নয় মজদুর সংঘের।'

আইএনটিটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে'র বক্তব্য, 'বিজেপির শ্রমিক সংগঠন চা বাগানগুলিতে মাথা তুলতে পারেনি। সেজন্য বাগানগুলিতে শ্রমিক নেতা ছাড়াই প্রার্থীদের যেতে হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।'

৪৯০ হেক্টর ফসলের ক্ষতি ২ ব্লকে

চোপড়া, ৫ এপ্রিল : গত ২৭ মার্চ রাতে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও শিলাবৃষ্টিতে চোপড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষি দপ্তরের তরফে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ২৯ মার্চ পর্যন্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিক হিসেব বলছে, চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকে প্রায় ৪৯০ হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রের খবর, চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভুট্টা, গম, আলু চাষিরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার মধ্যে চোপড়া ব্লকেই প্রায় ৩২০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামপুরে ১৭০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভুট্টার গাছে পাতা ছিঁড়ে যাওয়া, গাছ ভেঙে পড়া এবং শিষ নষ্ট হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে চোপড়া ও ইসলামপুর ব্লকে ৩২৬৩ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। তার মধ্যে চোপড়া ব্লকেই সংখ্যাটা ২ হাজার।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া ব্লকের সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টি মৌজার মধ্যে ভোঁতামারি মৌজায় ৭২ হেক্টর ভুট্টা, ৩০ হেক্টর গম, জিয়াখুড়ি মৌজায়

ঝড়-বৃষ্টির জের

৩০ হেক্টর ভুট্টা, ১৫ হেক্টর গম, জিয়াখুড়িগছে ৫ হেক্টর ভুট্টা, ২ হেক্টর গম, পশ্চিম মকরন্দপুরে ৩ হেক্টর ভুট্টা, ২ হেক্টর গম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাপতিয়াগছের ৪টি মৌজায় পোয়াখালিতে ৯ হেক্টর ভুট্টা, ৩ হেক্টর গম, চিতলঘাটায় ৫০ হেক্টর ভুট্টা, ২১ হেক্টর গম, কৈমারিতে ৯ হেক্টর ভুট্টা, ৫ হেক্টর গম ও ঝঞ্জিরি মৌজায় ১১ হেক্টর ভুট্টা ও ৫ হেক্টর গম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবতী মৌজায় ৩২ হেক্টর ভুট্টা ও ১৬ হেক্টর গম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১০ হেক্টর আলুর ক্ষতি হয়েছে।

চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়লে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোঁতামারি মৌজার বাসিন্দা নুরি মুজাহিদ বলছেন, 'গত বছর এক বিঘা ধানের ফলনের ক্ষতি হয়। শস্যবিমা এখনও পাইনি।'

কৃষি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, ভুট্টাখেতে ক্ষতির ব্যাপারে যাতে প্রত্যেকটি কৃষককে বিমার আওতায় আনা যায়, সে ব্যাপারে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মেহেফুজ আহমেদ বলছেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা যাতে শস্যবিমার সুবিধা পান, সেজন্য ব্লকভিত্তিক কৃষি আধিকারিকরা শিবিরের মাধ্যমে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছেন।'

চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলছেন, 'ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি পৃথকভাবে কৃষি দপ্তর থেকে দেখছে।' অন্যদিকে ব্লক প্রশাসনের সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রাথমিক রিপোর্টে গোটা ব্লকে প্রায় ৪০০টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফুলবাড়িতে ধৃত বাংলাদেশি দম্পতি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে দীর্ঘ এক দশক কাটিয়ে দেওয়ার পর বিএসএফের জালে ধরা পড়লেন বাংলাদেশের এক দম্পতি। ভারতীয় নথিপত্র বানিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করে বেঙ্গালুরুতে দিব্যি বসবাস করার পাশাপাশি সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে আজম আলি কাজ জুটিয়ে

ভারতীয় পরিচয়ে এক দশক বসবাস, বেঙ্গালুরুতে চাকরি

নিলেও, ওই দম্পতি আসলে যে বাংলাদেশের নাগরিক, কেউ টের পাননি। কিন্তু বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে কাল হল তাঁদের। ফুলবাড়িতে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেন না স্বামী-স্ত্রী। আজম আলি, তাঁর স্ত্রী রিমা আখতার এবং তাঁদের নাবালিকা মেয়েকেও আটক করেছে বিএসএফ। বিএসএফ সূত্রে খবর, জেরায় তাঁরা বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে প্রত্যেককে তুলে দেয় বিএসএফ। তিনজনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

২০১৬ সালে বাংলাদেশের মঠেরগঞ্জ এলাকা থেকে চিকিৎসার জন্য বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন ওই দম্পতি। কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা আর দেশে ফিরে যাননি। পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে এপাড়েই বসবাস করতে থাকেন। বসবাস করার মধ্যেই ভারতীয় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এমনকি পাসপোর্টও তৈরি করে ফেলেন ওই দম্পতি। এমন নথি পেশ করেই কয়েক বছর আগে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে কাজ জুটিয়ে নেন আজম। হাতে ভারতীয় নথিপত্র থাকায়, আর কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না বলে তাঁরা নিশ্চিন্তে ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। সেই মতো শনিবার ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের নথিপত্র পরীক্ষা করেন। নথিতে অসংগতি নজরে পড়তেই তিনজনকে ম্যারাথন জেরা করেন বিএসএফ আধিকারিকরা। তাতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য। সূত্রের খবর, অভিবাসনকেন্দ্রের কাছে তথ্য ছিল, বাংলাদেশের কোনও নাগরিকরা ভারতে এসে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আর ফেরত যাননি। সেই তালিকায় ওই পরিবারটিও ছিল।

জেরার পর বিএসএফের তরফে তিনজনকে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রবিবার তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক আজমের বিরুদ্ধে চারদিনের পুলিশি হেপাজত এবং বাকি দুজনের ক্ষেত্রে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। কীভাবে এবং কার সাহায্যে তাঁরা ভুয়ো পরিচয়পত্রগুলি তৈরি করেছিলেন, এর পেছনে কোনও বড়সড়ো চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দুর্ঘটনায় জখম বাইকচালক

নকশালবাড়ি, ৫ এপ্রিল : পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক বাইকচালক। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত দুই নম্বর জাতীয় সড়কের বেঙ্গাইজোত এলাকায়।

এদিন মাটিগাড়া খাপরাইলের বাসিন্দা শ্রীনিবাসকুমার ঠাকুর বাইকে করে পানিট্যাঙ্কি থেকে নকশালবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারের পিছনে তাঁর বাইক ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন শ্রীনিবাসকুমার ঠাকুর। তাঁকে দ্রুত নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ডাম্পারটিকে আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাম্পারচালক পলাতক।

আকন্দ ফুলের মালার পসরা সাজিয়ে। ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

দারুণ সুযোগ দিচ্ছে ডিএইচআইটিএম

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে বসে আন্তর্জাতিক মানের পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে দার্জিলিং হিল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএইচআইটিএম)। শুধু পড়াশোনা নয়, কোর্স শেষে ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে চাকরির সুযোগও দিচ্ছে দার্জিলিংয়ের তাকদায় অবস্থিত এই ইনস্টিটিউট। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ও এনএইচপিসি-র সহযোগিতায় গত বছর চালু হয়েছে এই ইনস্টিটিউট, যার দায়িত্বে রয়েছে ওডিশা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ট্রাস্ট। উন্নত লাইব্রেরি থেকে সেমিনার হল, ডিজিটাল ক্লাসঘর সবকিছু রয়েছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পড়ুয়ারা এখানে কম্পিউটার সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হোটেল ম্যানেজমেন্ট ও কেটারিং টেকনলজি পড়ার সুযোগ পাবেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা হস্টেলেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান অমিয়রঞ্জন বাদাজেনা বলেন, 'মোটা টাকা কোর্স ফি'র ভয়ে অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট করতে ভয় পান। কিন্তু এখানে সামান্য খরচে পড়ার সুযোগ রয়েছে।' প্রিন্সিপাল ডঃ মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ৯৪৩৭৬৩৫৭৫১, ৯২৪২১৫৭১৪৪ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করা যাবে।'

সাংবাদিক বৈঠকে ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান অমিয়রঞ্জন বাদাজেনা।

এল কমিশনের ছাড়পত্র, ভোটে লড়বেন স্বপ্নাই

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও বেলাকোবা, ৫ এপ্রিল : অবশেষে আশঙ্কার অবসান। রাজগঞ্জ কেন্দ্রে স্বপ্না বর্মন শেষপর্যন্ত শাসক শিবিরের হয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারবেন কি না তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছিল। নির্বাচন কমিশনের বহু প্রতীক্ষিত শংসাপত্র (এনওসি) রবিবার স্বপ্নার হাতে আসে। ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৯ ধারা অনুসারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সচিব অমিত কুমার স্বপ্নাকে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। রেলের চাকরি থেকে স্বপ্না বরখাস্ত হওয়ার পিছনে দুর্নীতি সংক্রান্ত কোনও কারণ ছিল না বলে ওই এনওসি-তে উল্লেখ করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা সংক্রান্ত বাকি কাজ শেষ করতে স্বপ্না এদিন সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে তাঁর আইনজীবীর চেম্বারে আসেন। সোমবার তিনি মনোনয়নপত্র পেশ করবেন বলে সেখানে জানান। বেলা ১১টায় শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শামিল হয়ে তিনি জেলা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র পেশ করবেন।

এদিকে, এই কেন্দ্রে যেভাবে শাসক শিবিরের প্রার্থীপদ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলল তাতে তাঁরা হতাশ বলে তৃণমূল কর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের শংসাপত্র ছাড়া স্বপ্না মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারবেন না বলে জানা যাওয়ার পর সমস্যা আরও বেড়ে যায়। ২০০৯ সালে নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রেও একবার এমনই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। চাকরি সংক্রান্ত কারণে সেবারে বিজেপির হয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করতে মুকুটমণি অধিকারী সমস্যায় পড়েন। এবারে স্বপ্না শেষপর্যন্ত দাঁড়াতে না পারলে কী হবে তা নিয়ে নানা জায়গায় জল্পনা শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ নিয়ে ইতিবাচক কিছু শোনা যায়নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ভোট দিয়ে এলেও এমন পরিস্থিতি দেখেননি বলে পশ্চিম বালাবাড়ির বাসিন্দা ফরজন আলি, পাগলারহাটের বাসিন্দা ভবেশ রায়দের দাবি।

চাকরিরত অবস্থায় স্বপ্না বর্মন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর রেল বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে। তবে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে স্বপ্নার চাকরি থেকে বরখাস্তের ঘটনার পেছনে কোনওরকম দুর্নীতির ঘটনা ছিল না কিংবা আনুগত্য না দেখানোর মতো বিষয় জড়িয়ে ছিল না বলে নির্বাচন কমিশন শংসাপত্রে জানায়। সোমবার স্বপ্না নিশ্চিন্তে মনোনয়নপত্র পেশ করতে যাবেন বলে তৃণমূলের রাজগঞ্জের কোঅর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাস জানান।

- নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র না মিললে স্বপ্না বর্মনের ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল
- রবিবার নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র আসায় সোমবার স্বপ্না মনোনয়নপত্র জমা দেবেন
- তবে এই কেন্দ্রে শাসক শিবিরের প্রার্থীপদ নিয়ে যেভাবে জলঘোলা হয়েছে তাতে অনেকেই হতাশ

এদিকে, এদিন স্বপ্নাকে নিয়ে যতক্ষণ জটিলতা কাটেনি, তৃণমূল ততক্ষণ সমস্যায় ছিল। দু'দিন ধরে প্রচারের কর্মসূচি বুথের কর্মীদের পাঠিয়েও তারা শেষপর্যন্ত সবক'টিই বাতিল করে। স্বপ্নাকে নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে রবিবার রানিনগর শিল্পাঞ্চলের নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করা হয় বলে জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি তপন দে জানান। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রচারের জয়েন্ট কনভেনার অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'প্রতিদিন আমাকে প্রচারের শিডিউল বেঁধে দেওয়া হয়। এদিন অবশ্য কোনও শিডিউল বেঁধে দেওয়া হয়নি।'

স্বপ্না-ঘনিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বললেন, 'রবিবার কমিশনের ছাড়পত্র হাতে এসেছে। সোমবার বর্ণাঢ্য মিছিল করে স্বপ্নাকে নিয়ে মনোনয়নপত্র পেশ করতে যাওয়া হবে।' সোমবার থেকে তৃণমূলের প্রচারে দম ফেলার সুযোগ থাকবে না বলে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রচারের আরেক জয়েন্ট কনভেনার বিধান রায় জানিয়েছেন।

কোনও কারণে স্বপ্না শেষপর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা না দিতে পারলে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে প্রস্তুত থাকতেও বলা হয়েছিল। খগেশ্বর সেইমতো প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিলেন। বর্ষীয়ান ওই রাজনীতিবিদ বললেন, 'দল বলায় আমি তৈরি ছিলাম। তবে এখন তো আর কোনও সমস্যা থাকল না। স্বপ্নাকে জেতানো আমার দায়িত্ব। ওকে জেতাব বলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথাও দিয়েছি।'

অবসরপ্রাপ্তদের দাবি

বাগডোগরা, ৫ এপ্রিল : দেশের তিন বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যাতে সরকারি সুযোগসুবিধা পান, অবসরপ্রাপ্ত কোটায় সরকারি চাকরি পান, সেই দাবি তোলা হল। রবিবার বাগডোগরা বুড়িবালাসন সৈনিক ভবনে ইন্ডিয়ান এক্স সার্ভিসেস লিগের শিলিগুড়ি ইউনিটের সভায় এই দাবি তোলেন সংগঠনের শিলিগুড়ি ইউনিট সভাপতি কর্নেল (অবঃ) মহম্মদ গফফর। এদিন মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কোচবিহার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, শিলিগুড়ি, কার্সিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং সহ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৪০০ জন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বিভাগের কর্মী এবং আধিকারিক যোগ দেন।

রবিবার কোচবিহারে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের সমস্যা নিয়ে সরব হন নরেন্দ্র মোদি। এদিকে, মঞ্চে দেখা গেল এক রাজনৈতিক সমীকরণ। ২১ বছর পর এক মঞ্চে বসলেন নগেন রায় ও বংশীবদন বর্মন। দুই নেতা মঞ্চে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়নি। তবু এই যোগসূত্র সামনের বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আলুচাষিদের আশ্বাস মোদির

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল : আলু উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। তবে এবারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই চাষ বেশ মার খেয়েছে। দাম না পেয়ে আলুচাষিরা সমস্যায় পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পাশের দাঁড়ালেন। রবিবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে দলের নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আলুচাষিদের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে লক্ষ্য করে রীতিমতো তোপ দাগেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কৃষকদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে ও তাঁদের জন্য ভালো কাজ করতে একমাত্র বিজেপিই পারে। আমরা ইতিমধ্যেই আড়াই লাখ কৃষককে ৬৫০ কোটি টাকার পিএম কিষান সম্মান নিধি সম্মান দিয়েছি। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন। আপনাদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় ৪ মে'র পরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন হবে। তারপর কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গে আপনাদের সমস্যা আমরা দূর করব। এটা মোদির গ্যারান্টি।' কোচবিহার জেলায় বর্তমানে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। প্রতি হেক্টরে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ মেট্রিক টন করে আলুর উৎপাদন হয়। এই চাষে লক্ষাধিক মানুষ জড়িত। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে জেলার আলুচাষিরা এবার ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এদিন নির্বাচনি জনসভায় আলুচাষিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের দুঃখ আমি বুঝি। দুটো পয়সা লাভের আশায় কৃষকরা দিনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আলু চাষ করেন। কোচবিহারে তাঁরা রেকর্ড

মোদির সভায় ভিড় মহিলাদের। রবিবার কোচবিহারে। -ভাস্কর সেহানবিশ

> **৪ মে'র পরে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন হবে। তারপর আপনাদের সমস্যা আমরা দূর করব।**
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

পরিমাণ আলু উৎপাদন করেন। অথচ বাজারে তা বিক্রি করতে গিয়ে ন্যায্য দাম পান না। খুবই অল্প দামে তাঁদের সেই আলু বিক্রি করতে হয়।' তৃণমূল সরকার কৃষক তথা আলুচাষিদের নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা না করার কারণেই তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন বলে মোদির দাবি। তাঁর কথায়, 'এখানে আলু সংরক্ষণে পর্যাপ্ত হিমঘর নেই। কৃষকদের কাছ থেকে আলু কিনে চিপস তৈরির মতো পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই।' বাজারের অভাবে আলু পড়ে থেকে নষ্ট হয় বলে তাঁর দাবি।

তৃণমূল বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। দলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'কোচবিহারে আগে ক'টা হিমঘর ছিল আর এখন ক'টা হয়েছে সেটা আগে মোদি তথ্য সহকারে বলুন। তারপর এ নিয়ে কথা হবে।' তবে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেওয়ার পরও আলুচাষিদের আশঙ্কা যাচ্ছে না।

কোচবিহার-২ ব্লকের ঢাংঢিংগুড়ি এলাকার আলুচাষি বীরেন রায় বললেন, 'কোন সরকার কী করবে জানি না। তবে যারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পাশে দাঁড়াবে, আমরা তাদেরই সমর্থন করব।' রমেন রায়, দিলীপ বর্মনের মতো আলুচাষিদেরও একই বক্তব্য।

রবিবার রাসমেলা মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় বংশীবদন বর্মন ও সাংসদ নগেন রায়। -জয়দেব দাস

এক মঞ্চে নগেন-বংশী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ এপ্রিল : তিনি মেলালেন। রবিবার রাসমেলা মাঠে ২১ বছর পর গ্রেটারের দুই বিপরীত মেরুর নেতাকে একমঞ্চে বসিয়ে দিলেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। এদিন একই মঞ্চে দুই গ্রেটার নেতা নগেন রায় ও বংশীবদন বর্মন উপস্থিত থাকায় রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই বদলে যেতে পারে বলে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

সময়টা ২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নগেন ও বংশীবদন। সেই আন্দোলনে দুজন গ্রেটার কর্মী ও এক আধিকারিক সহ তিন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়। এরপর এই পাঁচজনের মৃত্যু ঘিরে তোর্ষা দিয়ে অনেক রাজনীতির জল গড়িয়ে যায়। মতবিরোধের জেরে পৃথক হয়ে যান নগেন-বংশী। দুজনেই একই সংগঠনের নামে পৃথকভাবে নানা কাজকর্ম করছেন। কিন্তু ওই দুই গ্রেটার নেতা আর কখনও এক হননি।

২১ বছর পর কোচবিহারে নির্বাচনি জনসভার সূত্রে মোদিই মিলিয়ে দিলেন তাঁদের। দুই দশকেরও বেশি সময় পর তাঁদের একসঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গেল। যদিও গোটা অনুষ্ঠানে দুই নেতার মধ্যে কথা বলতে বা সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায়নি। কয়েকদিন ধরেই কোচবিহারের রাজনীতিতে দুই গ্রেটার নেতাকে নিয়ে জোর চর্চা চলছে। সভা শেষে নগেন রায় বলেছেন, 'আমি বিজেপির সাংসদ। আমাকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাই এসেছি।' আবার বংশীবদনের কথা, 'নগেন রায়ের সঙ্গে ২০০৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর শেষবার একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম। তারপর আর কোনও সম্পর্ক নেই। এদিন দুজনকেই সভায় ডাকা হয়েছিল। তবে কোনও কথা হয়নি।' তবে, এদিন সভামঞ্চে থাকলেও তাঁদের ভাষণ দিতে দেওয়া হয়নি। বসানোও হয়েছিল মঞ্চের দ্বিতীয় সারিতে।

উত্তরের ভোট-আয়না

নগেন রায় গ্রেটার নেতা হলেও তাঁকে বিজেপির তরফে রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আবার তাঁকে রাজ্য সরকার বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেয়। মাঝেমধ্যে তিনি পদ্মশিবিরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলেও রাজবংশী ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে তাঁকেও এদিন মোদির সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওদিকে বংশীবদন বর্মন সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করেছেন। ফলে দুই পক্ষকেই খুশি রাখতে বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে। রবিবার রাসমেলা মাঠে মোদির সভায় বেশকিছু গ্রেটার কর্মী-সমর্থককেও দেখা যায়। তবে তাঁরা নগেনপন্থী নাকি বংশীপন্থী তা স্পষ্ট নয়। কোচবিহারের নির্বাচনে রাজবংশী ভোটব্যাংক একটি অন্যতম বড় ফ্যাক্টর। এই পরিস্থিতিতে নগেন ও বংশী দুজনেই বিজেপির পক্ষে থাকলে তা পদ্ম শিবিরের প্রতি বাড়তি অ্যাডভান্টেজ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিখার বিরুদ্ধে প্রার্থী পদ্ম নেতা

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : প্রার্থী হতে না পেরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির অন্দরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে। দীর্ঘ ১৫ বছর দলের সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে থেকেও প্রার্থী হতে না পেরে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা অলোক সেন। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, তাঁর এই লড়াই যতটা নিজের জয়ের জন্য তার চেয়েও বেশি ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করার জন্য। বহু বছর ধরে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করার পর অলোকের দাবি, দল তাঁকে একাধিকবার বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষপর্যন্ত কথা রাখেনি। আবার দলের অপর অংশের বক্তব্য, অলোক ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পর রাজনীতির ময়দান থেকে কার্যত হারিয়ে গিয়েছিলেন। ভোটের মুখে এসে দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এ নিয়ে শিখার সঙ্গে সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রবিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন অলোক। তাঁর অভিযোগ, '২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দল টিকিট দেওয়ার কথা বলেও দেয়নি। ২০২১ সালে দলের তৎকালীন নেতা মুকুল রায়ের কথা মতো মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমাকে মনোনয়নপত্র তুলে নিতে বাধ্য করা হয়।' তাঁর দাবি, সে সময় মুকুলের অনুগামী শিখা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কৈলাস বিজয়বর্গীয়, রাজু বিস্ট, অরবিন্দ মেনন সবাই বাড়িতে এসে বলেছিলেন, বিজেপিই সরকারে আসছে। এমনকি তাঁকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান করা হবে বলেও কথা দেওয়া হয়েছিল। দলের কথায় মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়া ভুল হয়েছিল বলেও এদিন অলোক মন্তব্য করেছেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, 'বিধায়ক হওয়ার পর শিখা বাড়িতে এসে বলেছিলেন, আমি উন্নয়নের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করব। পরে আর যোগাযোগ রাখেননি। এলাকাতেও তাঁকে সেভাবে দেখা যায়নি।' তাই এমন পরিস্থিতিতে দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অলোক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ভোটে জেতা নয়, শিখাকে হারানোই মূল লক্ষ্য।

নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : আমরা সবাই নতুন দিশা সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিনের দাগাপুরের সভা থেকে আগামী বছরের জন্য পার্থ দত্ত বিশ্বাসকে সভাপতি এবং বিভাসবরণ দে-কে সম্পাদক করে ১১ জনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিনের সভায় বিগত বছরের কর্মকাণ্ড নিয়েও আলোচনা হয়।

লাখ পাঁচেক টাকা হাতানোয় গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির কেনাবেচার সংস্থায় সেলস ম্যানেজার পদে চাকরি পেয়ে গ্রাহকদের লাখ লাখ টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। সংস্থার অডিটে সেই চুরির পর্দা ফাঁস হতেই ওই সংস্থার এক মহিলা পার্টনারকে মোবাইলে অশ্লীল মেসেজ ও ভিডিও পাঠিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় শনিবার রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত তরুণ রোহিত আগরওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃত রোহিত খালপাড়া নয়াবাজার এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে সংস্থার অজান্তেই দুটি গাড়ি অবৈধভাবে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আদালতে রোহিতের পক্ষের আইনজীবী সিন্টু ঘোষ বলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ করা হলেও কোনও প্রমাণ নেই।' অন্যদিকে, সংস্থার ওই মহিলা পার্টনারের পক্ষের আইনজীবী অনুপ সরকার ও মণীশ বারির বক্তব্য, অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশের তরফে অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। অভিযুক্ত থানায় না গেলেও তাঁদের মক্কেলকে বিভিন্নভাবে মানসিক হেনস্তা করা হচ্ছিল। মানসিক হেনস্তার পরিপ্রেক্ষিতেও আলাদা করে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

২০২৫ সালে ওই সংস্থায় সেলস ম্যানেজার হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রোহিত। বিগত তিন মাস ধরে সংস্থার টাকা তছরুপ করতে শুরু করেন। সবমিলিয়ে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮০ টাকা তছরুপ করার অভিযোগ রয়েছে। এর মাঝেই সংস্থার আরেক পার্টনারের কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে নেন রোহিত। সব জানাজানি হওয়ার পর গত ১৬ মার্চ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন সংস্থায় কাজে ঢুকে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে।

খুনশুটি।। রবিবার কোচবিহারে খাপাইডাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন অপর্ণা গুহ রায়।

তৃণমূলে অন্তর্দ্বন্দ্ব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে দলীয় প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার প্রচারে নামাকে কেন্দ্র করে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন্দল প্রকাশ্যে। ওয়ার্ডের প্রাক্তন ও বর্তমান কাউন্সিলারের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত আকার নিয়েছে।

প্রাক্তন কাউন্সিলার সত্যজিৎ অধিকারী গত পুর নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে দল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় ওই ওয়ার্ডে কাউন্সিলার হয়েছেন রাজেশ প্রসাদ শা। তবে, বিধানসভা ভোটে রঞ্জন প্রার্থী হওয়ার পরেই ৪০ নম্বর ওয়ার্ড সহ সংযোজিত এলাকায় সত্যজিৎ সক্রিয় হয়ে উঠছেন। প্রার্থীর ছায়াসঙ্গী হয়ে প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এদিকে, দলীয় নির্দেশে প্রার্থীর হয়ে নিজের মতো করে প্রচার করছেন বর্তমান কাউন্সিলার মুন্নাও। আর এতেই প্রাক্তন এবং বর্তমানের দ্বন্দ্ব এখন ওয়ার্ডে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

২০১৫ সালের পুরভোটে জিতে কাউন্সিলার হন সত্যজিৎ। কিন্তু, ২০২২-এর পুরভোটে দল তাঁকে আর টিকিট দেয়নি। সেই জায়গায় রাজেশ প্রসাদকে প্রার্থী করা হয়। সেই থেকে এই দুই নেতার মধ্যে কার্যত রেষারেষি শুরু হয়েছে। ভোটে জিতে রাজেশ মেয়র পারিষদ হতেই সত্যজিৎ দলের কাজ থেকে সরে আসেন। কিন্তু, রঞ্জন প্রার্থী হওয়ায় সত্যজিৎকে ফের এলাকায় দেখা যাচ্ছে। এরপর থেকেই সত্যজিতের আমলে হাউজিং ফর অল প্রকল্পে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ পুরনিগমে আসতে শুরু করেছে। ওয়াকিবহাল মহলের কথায়, প্রাক্তনকে কোণঠাসা করতে দলের একাংশ ছক কষে এসব করাচ্ছেন।

রাজেশের বক্তব্য, 'আমার সময় দুর্নীতি হয়নি। আগে কী হয়েছে জানা নেই।' তাঁর সংযোজন, 'গত পুরভোটে আমাদের দলের যে টিম কাজ করেছিল, বিধানসভা ভোটেও সেই টিমই কাজ করছে।' যদিও পালটা নিশানা করতে ছাড়ছেন না সত্যজিৎ। তাঁর কথায়, 'যাঁরা আমার বদনাম করেছিলেন, তাঁরাই এখন কাউন্সিলারের সঙ্গে থাকছেন। আসলে রাজেশ নিজের পদ বাঁচানোর জন্য এমনটা করছেন। তবে, এখন দলের প্রার্থী রঞ্জনকে জেতানোই মূল লক্ষ্য।' রঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'এখন সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যদিও অভিযোগ বেশ বড়। তাছাড়া এ ধরনের দ্বন্দ্ব বা দুর্নীতির অভিযোগ আমি পাইনি।'

গৌতমের 'রাতে'র আগে শংকরের 'দিন'

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : রাজনীতিতে লড়াইটা শুধু মতাদর্শের নয়, বরং নিখুঁত জনসংযোগ কৌশলেরও। আর সেই লক্ষ্যেই এবার শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ময়দানে মুখোমুখি দুই যুযুধান পক্ষ। একই ওয়ার্ড, তবে দিন আলাদা। শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব 'রাত যাপন' কর্মসূচি আগেই ঘোষণা করেছিলেন। এবার 'দিন যাপন' কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নামছেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড দিয়েই শুরু হচ্ছে। বুধবার তৃণমূল প্রার্থীর পৌঁছানোর ঠিক একদিন আগে মঙ্গলবার সেখানে ঘাঁটি গাড়বেন শংকর।

তৃণমূলের দাবি, রাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে এবং সমস্যার সমাধান খুঁজতেই প্রার্থীর এই 'রাত যাপন'। তবে বিজেপির কটাক্ষ, ভোট এলে রাত কাটানো আসলে রাজনৈতিক গিমিক বা নাটক। এর জবাবেই দীর্ঘস্থায়ী জনসেবার প্রতিশ্রুতি হিসেবে 'দিন যাপন'-কে তুলে ধরছে তারা। যদিও শংকর নিজে তাঁর কর্মসূচিকে গৌতমের পালটা হিসাবে দেখছেন না। তাঁর দাবি, গুরুং বস্তির এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে দোষীর শাস্তির দাবিতে তিনি রাস্তায় টানা পাঁচ রাত কাটিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'দিনের আলোয় মানুষের কাজ করা বেশি জরুরি। রাতে অনেকেই নাটক করতে পারেন।' বিজেপির দাবি, শংকরের সেই লাগাতার আন্দোলনের পালটা হিসেবেই মেয়র এবার রাত কাটানোর চেষ্টা করছেন। এদিকে গৌতমের কটাক্ষ, 'মানুষের থেকে এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন বিধায়ক। এখন আর দিন কাটিয়ে কোনও লাভ হবে না।' শংকর জানিয়েছেন, আপাতত চারটি ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি শুরু হবে। মঙ্গলবার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত তাঁর দিন যাপন কর্মসূচির বড় অংশজুড়ে থাকবে মিছিল, পদযাত্রা এবং পথসভা। অন্যদিকে, বুধবার ওই একই ওয়ার্ডে রাত কাটাবেন গৌতম দেব। ধীরে ধীরে বাকি ওয়ার্ডগুলিতেও যাবেন তিনি।

বিজেপির দাবি, দিনের আলোতেই শহরের যানজট, আবর্জনা, বেহাল রাস্তা বা নিকাশি ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা সশরীরে খতিয়ে দেখা সম্ভব। মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরতে চাইছেন বিজেপি প্রার্থী। দিনে জমায়েতের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করা এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিও তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, তৃণমূলের 'রাত যাপন' যদি মাটির কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা হয়, তবে বিজেপির 'দিন যাপন' হল চলমান ব্যবস্থার ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং রাজপথের লড়াই। তৃণমূল লক্ষ্য করছে মানুষের আবেগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আর বিজেপি জোর দিচ্ছে প্রশাসনিক জবাবদিহি এবং অনুন্নয়নের ছবিতে। শিলিগুড়ির সচেতন মানুষ কোন কৌশলে ভরসা রাখবেন, তা বোঝা যাবে ফলাফলের পরেই।

বাড়িতে আগুন

নকশালবাড়ি, ৫ এপ্রিল : চা শ্রমিকের বাড়িতে আগুন! পুড়ে ছাই বাড়ির আসবাবপত্র। যদিও প্রাণে বেঁচেছেন পরিবারের সকলে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত অটল চা বাগানের দমদমাবড়া লাইনে।

এই লাইনে পরিবার নিয়ে শ্রমিক কোয়ার্টারে থাকেন সন্দীপ টিগ্গা। শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ তাঁর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সেই সময় ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী পরিবারের সকলে বাড়িতে ছিলেন। সন্দীপ বলেন, 'বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটার থেকে শর্টসার্কিট হয়ে আগুন ধরে যায়।' এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে নকশালবাড়ি দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপিকে সমর্থন জিএনএলএফের

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের তিনটি আসনে বিজেপিকে সমর্থনের কথা জানাল জিএনএলএফ। রবিবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শেষে জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং একথা জানিয়েছেন।

মন ঘিসিংয়ের কথায়, 'জিএনএলএফ বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) শরিকদল। শুধু ভোটের দিকে তাকিয়ে নয়, পাহাড়বাসীর কথা মাথায় রেখে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেই বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, সিপিআরএম কালিম্পং এবং কার্সিয়াংয়ে বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিলেও, দার্জিলিং আসন নিয়ে কিছু জানায়নি।

দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট জিএনএলএফের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। মন ঘিসিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিস্ট বলেন, 'জিএনএলএফ পাহাড়ে বিজেপি জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিক।' ২০১৪ সাল থেকে জিএনএলএফ এনডিএ জোটে রয়েছে। '১৪-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে মন ঘিসিংরা বিজেপিকে সমর্থন করেছেন। বিজেপি দার্জিলিং আসনে জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক নীরজ জিম্বাকে পরপর দু'বার বিধায়ক করেছে। তবে এবারের বিধানসভা ভোটে এককভাবে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

অভিযোগ, প্রার্থী ঘোষণার আগে বিজেপি পাহাড়ের জোটসঙ্গীদের সঙ্গে একবারও আলোচনা করেনি। দার্জিলিংয়ের বর্তমান বিধায়ক নীরজ জিম্বাকে যে আর প্রার্থী করা হবে না সেটাও দলকে জানানো হয়নি। বরং বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে মিলে দার্জিলিং আসনে বিজেপির প্রতীকে মোর্চা নেতা নোমন রাইকে প্রার্থী করা হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই জিএনএলএফের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছিল।

এই ঘটনার পর দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াং আসনে দলীয় প্রার্থী দেওয়ার দাবিতে সরব হন জিএনএলএফ নেতারা। তাঁদের দাবি ছিল, এমনিতেই বারবার নির্বাচনে না লড়ায় দলের স্বীকৃতি নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিয়েছে। এবার বিজেপিও তাঁদের অগ্রাহ্য করে এককভাবে প্রার্থী দিয়েছে। এবার এককভাবে তিনটি আসনে প্রার্থী দিয়ে তাদের সমস্ত ভোট এককাট্টা হবে।

এরই মধ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিংকে চিঠি দিয়ে সমর্থন চান বলে দাবি। মন ঘিসিংয়ের কথায়, 'নীতিন নবীন চিঠি দিয়ে পাহাড়ের তিনটি আসনে বিজেপিকে সমর্থনের অনুরোধ করেছেন। তার ভিত্তিতেই রবিবার দার্জিলিংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে।' তিনি জানান, গোর্খা জাতির স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এবারও বিজেপিকেই সমর্থন করা হচ্ছে।

এদিকে, এনডিএ জোটের অপর শরিক সিপিআরএমের মুখপাত্র অরুণ ঘাতানি বলেন, 'দার্জিলিংয়ে বিজেপির প্রতীকে মোর্চা নেতাকে প্রার্থী করা হয়েছে। সেই আসনে আমরা প্রার্থীকে সমর্থন করব কি না সিদ্ধান্ত হয়নি।'

ভোট উৎসব

কংগ্রেস অফিসে মারামারিতে রক্তারক্তি

আলিপুরদুয়ার, ৫ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেস নেতা বিশ্বরঞ্জন সরকারের ছবি নিয়ে শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের পাঁচ কংগ্রেস প্রার্থী। মনে করা হয়েছিল, জনপ্রিয় নেতা বিশ্বরঞ্জনকে নিয়ে যে আবেগ কাজ করে জেলার হাত শিবিরে, তার জেরে হয়তো কোন্দল মিটবে নেতাদের মধ্যে। আর রবিবার ওই নেতার জন্মদিনেই আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ঝরল রক্ত। কংগ্রেসেরই দুই গোষ্ঠীর মারামারিতে কারও মাথা ফাটল, কারও নাক ফাটল। দুই পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছেন। সবাই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি। আরও কয়েকজনের অল্প চোট লেগেছে। তাঁরা অবশ্য হাসপাতালে যাননি। জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের বাইরে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। হাতাহাতির ঘটনার পর তাঁদের আটক করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেসের অন্দরে কোন্দল চলছে বহুদিন থেকেই। তবে প্রার্থী নিয়ে আবার নতুন করে কোন্দল শুরু হয়েছে বর্তমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার এবং প্রাক্তন জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার বিধানসভা আসনে এই দুজনই দাবিদার ছিলেন। দল টিকিট দেয় মৃন্ময়কে। এরপরই জেলা কার্যালয়ে তালা মেরে দেন শান্তনু সহ তাঁর গোষ্ঠীর নেতারা। চারদিন কার্যালয় বন্ধ থাকার পর রবিবার সকালে মূল গেটের তালা খুলে শান্তনু গোষ্ঠীর নেতারা কার্যালয়ের বাইরে বিশ্বরঞ্জনের জন্মদিন পালন করেন। সন্ধ্যায় মৃন্ময় সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতারা কার্যালয়ে পৌঁছান। তাঁরা ভবনের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে বিশ্বরঞ্জনের জন্মদিন পালন করেন। ছবিতে মাল্যদান করা হয়। কিছুক্ষণ পরই সেখানে পৌঁছান শান্তনু সহ তাঁর অনুগামীরা। এরপরই শুরু

মারপিটের জেরে ফেটেছে মাথা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে।

হয় বিবাদ। প্রথমে বাদানুবাদ এবং পরে হাতাহাতি। এমনকি বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়।

দুই গোষ্ঠীর নেতারাই একে অপরকে দোষারোপ করছে। এই ঘটনায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'ওই ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এটা চাইনি। এদিন বিশ্বরঞ্জনের জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনে জেলা কার্যালয় বন্ধ থাকতে পারে না। অনেক কর্মী শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। আমরাও আসি। ওরা আক্রমণ করে।' অন্যদিকে শান্তনু বলেন, 'প্রার্থী বদলের দাবিতে আন্দোলন চলছে। কার্যালয় সেজন্য বন্ধ ছিল। জেলা সভাপতি বাইরে থেকে লোক এনে কার্যালয়ে ঢোকে। সেই নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের উপর আক্রমণ হয়।'

এদিন শান্তনু কার্যালয়ে আসার পরই বাদানুবাদ শুরু হয়। সেখানে বসে ছিলেন মৃন্ময়। পাশেই ছিল বিশ্বরঞ্জনের ছবি। প্রথমে শান্তনুর সঙ্গে ও মৃন্ময়-ঘনিষ্ঠ নেতা তথা আইএনটিইউসি'র মাদারিহাট ব্লক সভাপতি দীপক সুরির বিবাদ শুরু হয়। ওই দুজনের মধ্যে প্রথমে হাতাহাতি হয়। পরে বাকিরাও তাতে জড়িয়ে পড়েন। প্রথমে কার্যালয়ের ভিতরে মারামারি হয়। পরে বাইরেও একই ছবি দেখা যায়। জেলা সদরের কলেজ হল্ট এলাকার বাসিন্দারাও সেখানে ভিড় করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছায় পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আহত

বাগডোগরা, ৫ এপ্রিল : রবিবার সন্ধ্যায় বাগডোগরা থানার ত্রিহানা চা বাগানের কাছে একটি চার চাকার ছোট গাড়ির সঙ্গে একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চার চাকার গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুরুতর আহত বাইকচালককে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১৬ সংখ্যা, সোমবার, ২২ চৈত্র ১৪৩২

ফিকে উৎসব

ভোটকে উৎসব বলা হয়ে থাকে। উৎসব মানে তার একটা আলাদা মেজাজ হয়। উচ্ছ্বাস, উল্লাস, উদযাপন... ইত্যাদি। সেসব ছাপিয়ে ছাব্বিশের ভোটে বাংলায় যেন পৃথক মেজাজ। মালদার মানিকচকে গিয়ে যেন মানুষের সেই মেজাজ টের পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের রাজনীতিবিদ। মানুষের নাড়ি বোঝেন না- এমন বদনাম তাঁর নেই। মানিকচকের সভায় জনতার নাড়ি বুঝে প্রচারের অভিমুখটাই বদলে দিলেন।

প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে প্রচার নয়, ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর তৎপরতাই বড় হয়ে উঠল তাঁর কাছে। মানিকচক ও গাজোলের দুটি জনসভাতেই উপস্থিত যাঁদের নাম নেই ভোটার তালিকায়, তাঁদের হাত তুলতে বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দুটি সভাতেই উপস্থিত জনতার অর্ধেকের বেশি হাত ওঠায় স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি যা বলেছিলেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর হতাশা বেরিয়ে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, তাহলে আর ভোট দেবে কে!

এই প্রশ্নটা সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। যেকারণে কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ- নাম না থাকা মানুষের বিক্ষোভ, পথ অবরোধ দেখা যাচ্ছে। মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে থাকা নিয়ে এত হইচই হল বলে হয়তো অন্যত্র সেই অসন্তোষে কিছুটা লাগাম পরেছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষের একাংশের কাছে ভোটের চেয়েও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে ভোটাধিকার হারানোর উদ্বেগ। মানুষ কোনও দলের উন্নয়নের ফিরিস্তির চেয়েও ভোটাধিকার নিয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ জানতে বেশি আগ্রহ।

জনতার সেই মুড বুঝে মালদায় প্রচারের অভিমুখ বদলে দিয়েছিলেন মমতা। মালদাতেই ভোটাধিকার হারানো মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তিনি নির্বাচনি প্রচারের বদলে দলীয় নেতা-কর্মীদের ওইসব মানুষের নাম ভোটার তালিকায় তোলানোর জন্য সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। ট্রাইবিউনালে আর্জি জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া যাতে ঠিকঠাকভাবে হয়, তা দেখার দায়িত্ব দেন এমনকি দলের প্রার্থীদেরও। গোটা দলকে একাজে নেমে পড়তে বলেন তিনি।

এই কাজটি না করলে যে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তা মালদায় গিয়ে পুরো মাত্রায় টের পেয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। গণহারে উদ্বেগের কারণে মোথাবাড়িতে বিডিও অফিসে জমায়েত হয়েছিলেন বহু মানুষ। হয়তো স্বার্থান্বেষী কিছু মহল ওই জমায়েতে উসকানি দিয়ে বিপথে পরিচালিত করেছিল। কিন্তু তাতে ভোটাধিকার হারানো মানুষের উদ্বেগের বাস্তবতাকে গোপন করা যায় না। বিশেষ করে বাংলায় ভোটাধিকার হারানোর সঙ্গে নাগরিকত্ব খোয়ানোর বিপদ মানুষের মনে গেঁড়ে বসায় উদ্বেগ ক্রমে আতঙ্কের চেহারা নিয়েছে।

এই আতঙ্ক শুধু ভোটার তালিকা থেকে বাতিলদের নয়, তাঁদের স্বজন, প্রতিবেশী ও সহানুভূতিশীল আরও অনেকের। কোনও পরিবারে যদি স্ত্রী বা সন্তানের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে স্বামী বা বাবা-মায়ের আতঙ্কিত হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের উদ্বেগ থাকলে সেখানে ভোটকে উৎসব মনে করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে রতুয়ায় কংগ্রেসের মোত্তাকিন আলমের মতো কোনও কোনও প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকা থেকে পাকাপাকি বাদ হয়ে গিয়েছে। গোয়ালপোখরের তৃণমূল বিধায়ক গোলাম রব্বানির মতো কেউ কেউ এখনও বিচারাধীন অবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে আছেন। ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখকে অবশ্য বাতিলের তালিকা থেকে রেহাই দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। কিন্তু এই রেহাই দেওয়ার সংখ্যাটি মোট বাতিলের তুলনায় নগণ্য।

বিপুল সংখ্যক লোক, যাঁদের অনেকে বংশপরম্পরায় ভারতের বাসিন্দা। যাঁদের নাম বাতিলের তালিকায় থেকে যাবে, তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নীরবতা সাধারণ মানুষের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। সমস্যাটির সমাধান হওয়ার আগে দলগুলিও ভোটে নেমে পড়েছে। মমতা এখন দলকে ওই সমস্যায় নজর দিতে বললেন বটে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মানুষের অসন্তোষকে সঙ্গী করে ভোট কখনও উৎসব হতে পারে না। প্রহসন হয়ে ওঠে গণতন্ত্রও।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

অপসংস্কৃতির কালিমায় ডুবছে বাংলা

বাংলা সহ পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনি পর্ব চললেও ভোট-সন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির কদর্য রূপ দেখিয়ে খোদ সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে আজ গোটা দেশের সামনে বাংলার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছে।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব নির্বাচন, অথচ এই বঙ্গে তা যেন এক বিভীষিকাময় রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে এখন নির্বাচনি পর্ব চলছে। সেখানেও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আছে, সভাসমিতির চমক আছে, কিন্তু কোথাও বাংলার মতো এমন নগ্ন অপসংস্কৃতি এবং লাগামহীন অরাজকতার ছবি চোখে পড়ছে না। ভোটের আগেই রাজ্যজুড়ে যে তাণ্ডব, রক্তপাত এবং শিষ্টাচারহীনতার মহোৎসব শুরু হয়েছে, তা দেখে প্রবাসী বাঙালিরাও আজ বিস্মিত, লজ্জিত। তাঁদের একটিই প্রশ্ন— বাঙালির সেই গর্বের বাংলা, মননশীলতার বাংলা আজ এই অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল কীভাবে? গত বুধবার মালদায় ভোটার তালিকা সংশোধন পর্বকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন কুনাট্য অভিনীত হল, তা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার কঙ্কালসার চেহারাটাকেই দেশের সামনে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন এক লজ্জাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টকেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অভাবনীয় কড়া পর্যবেক্ষণ দিতে হয়েছে।

মালদার কালিয়াচক ও মোথাবাড়িতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। নাগরিক অধিকার খর্ব হওয়ার আতঙ্কে মানুষ রাস্তায় নামতেই পারেন। কিন্তু সেই ক্ষোভের আবরণে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিডিও অফিস ঘেরাও এবং খোদ বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখার মতো যে ভয়ংকর স্পর্ধা দেখানো হল, তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করার মতো নয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ির ধাক্কায় সাধারণ মানুষের আহত হওয়ার অভিযোগ— সব মিলিয়ে এক চরম নৈরাজ্যের সাক্ষী থাকল গোটা রাজ্য। এই চূড়ান্ত গাফিলতি এবং খোদ সুপ্রিম কোর্টের কড়া চাবুকের পরই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের এডিজি কে জয়রামন জানিয়েছেন, মালদার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৯টি মামলা দায়ের হয়েছে এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন মোট ৩৫ জন। শুক্রবার সকালেই সিআইডি এবং শিলিগুড়ি পুলিশের যৌথ তৎপরতায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই তাণ্ডবের 'মূল চক্রী', পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামকে। সুপ্রিম কোর্ট ও কমিশনের জারি করা পরোয়ানা এড়িয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেঙ্গালুরুতে পালানোর ছক কষেছিলেন তিনি। পালানোর ঠিক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভালো থাকুন আপনারা' লিখে তিনি যে নির্লজ্জ আস্ফালন দেখিয়েছেন, তাতেই স্পষ্ট যে, এই ধরনের অপরাধীদের মনে আইনের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই। আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরি থেকে শুরু করে মোফাক্কেরুলের মতো চক্রীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি রাজ্যের সম্মান একবিন্দুও ফিরবে? এই রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যে

মোথাবাড়ির ঘটনায় তদন্তে এনআইএ।

ভাষায় রাজ্য প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন, তা রাজ্যের শাসকদলের কাছে এক বিরাট চপেটাঘাত। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মতো এতটা 'রাজনৈতিক মেরুকরণ' তারা আগে কখনও দেখেনি, যেখানে প্রায় সবকিছুই রাজনৈতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয় এবং আদালতের নির্দেশ পালন নিয়েও রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট। প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা এবং শ্লথ গতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষোভ প্রমাণ করে, শাসনযন্ত্র হিসেবে বাংলা আজ কতটা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, যাঁর কাঁধে এই রাজ্যের প্রশাসনিক অভিভাবকত্বের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুকৌশলে পুরো দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। অথচ, ক'দিন আগেই এই মুর্শিদাবাদেই এক সভা থেকে তিনি যেভাবে মহিলাদের কার্যত উসকে দেওয়ার মতো মন্তব্য করেছিলেন, তারপর প্রতিবেশী জেলা মালদায় এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাওয়াটা কি নেহাতই কাকতালীয়? এই হিংসার পরোক্ষ দায় তিনি কোনওভাবেই এড়াতে পারেন না। উলটে, এখন সেই মুর্শিদাবাদের সভা থেকেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অভিযোগের তির ঘুরিয়ে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। তাঁর দাবি, তিনি নাকি কিছুই জানতেন না! নির্বাচন কমিশন তাঁর হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, আর বিজেপি টাকা ছড়িয়ে বাইরে থেকে লোক এনে বিচারকদের ঘেরাও করাচ্ছে। তিনি এমন তত্ত্বও খাড়া করেছেন যে, এসবই নাকি নির্বাচন বাতিল করে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির এক গভীর 'গেম প্ল্যান'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন অভিজ্ঞ প্রশাসকের মুখে এই ধরনের যুক্তি নেহাতই ছেলেমানুষি এবং দায়িত্ব এড়ানোর চরম নিদর্শন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা যখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, বিচারকরা যখন উন্মত্ত জনতার হাতে ঘেরাও হচ্ছেন, তখন 'আমার হাতে ক্ষমতা নেই, আমি কিছু জানি না' বলে হাত গুটিয়ে নেওয়াটা অন্তত কোনও দায়িত্বশীল শাসকদলের নেত্রীকে মানায় না। মানুষ যখন আতঙ্কে, তখন তাঁদের আশ্বস্ত করে প্রশাসনের প্রতি আস্থা ফেরানোর বদলে, সিবিআই বা এনআইএ-র জুজু দেখিয়ে ভয় দেখানো কতটা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়, তা নিয়েও গম্ভীর প্রশ্ন উঠছে।

মালদার আগুন নিভতে না নিভতেই খোদ কলকাতার বুকে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় কালীঘাট ও আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং চত্বরে যে দৃশ্য দেখা গেল, তা বাংলার রাজনৈতিক শিষ্টাচারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলনেতা এবং ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী যখন তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে তীব্র বচসা, ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি শুরু হয়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মতো একটি সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি বিরোধী নেতাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মারামারি করতে হয়, তবে সেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তো ক্ষোভ উগরে দেবেই। গত কয়েকদিনে রাজ্যের আরও কয়েকটি জেলায় যেভাবে প্রধান বিরোধী দল এবং শাসকদলের কর্মীরা মনোনয়নপত্র পেশের সময় বচসা ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছেন, তা প্রমাণ করে যে, এই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা আজ রাজ্যের প্রতিটি কোনায় ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে এই সার্বিক ডামাডোলের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনও কোনওভাবেই তাদের নিজেদের দায় এড়িয়ে সাধু সাজতে পারে না। এসআইআর-এর নামে কোনওরকম যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বা স্বচ্ছতা ছাড়াই রাতারাতি লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া একটি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। একজন নাগরিকের সবচেয়ে বড় সাংবিধানিক অধিকার হল তাঁর ভোটাধিকার। কমিশন যদি সেই অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তবে মানুষের মনে গভীর ক্ষোভ বা অস্তিত্ব সংকটের আতঙ্ক তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভোটার তালিকার এই ত্রুটিপূর্ণ সংশোধনী প্রক্রিয়াই যে সাধারণ মানুষের মনে বারুদ জমিয়েছিল এবং মালদার মতো ঘটনায় ইন্ধন জুগিয়েছে, তা কমিশনকে মানতেই হবে। কোনও অবস্থাতেই কোনও বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না, এই নিশ্চয়তা কমিশনকেই দিতে হবে। কিন্তু সেই প্রশাসনিক ত্রুটির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটা বা বিচারকদের আটকে রেখে প্রশাসনকে পঙ্গু করে দেওয়াও কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

হানাহানি এবং পেশিশক্তির আস্ফালনের পাশাপাশি বাংলার রাজনীতিতে আজ সবচেয়ে বেশি দূষিত হয়েছে নেতাদের মুখের ভাষা। শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা ভোটের প্রচারে একে অপরের বিরুদ্ধে যে ধরনের কদর্য, শালীনতাহীন এবং অমার্জিত শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন, তা বাংলার সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত কালিমালিপ্ত করছে। রাজনৈতিক বিরোধিতাকে ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে নামিয়ে এনে যেভাবে রাস্তার ভাষায় আক্রমণ চলছে, তা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী শিখবে?

এই রাজনৈতিক অসভ্যতা, হুজ্জতি এবং একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপানোর খেলায় আখেরে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে বাংলার সাধারণ মানুষের। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলার ভাবমূর্তি আজ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সত্যি বলতে কী, উনিশ এবং বিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের হাত ধরে যে 'বাঙালি ভদ্রলোক' শ্রেণির উত্থান ঘটেছিল— যাঁদের প্রাথমিক পরিচয় ছিল শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি, শালীনতা, বইয়ের তাক এবং মননশীলতায়— তা আজ সত্যিই এক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। আগে রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত মতানৈক্য হলেও একটা ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বা 'ভদ্রতা' বজায় থাকত। এখন পাড়ার রকের আড্ডা থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া বা রাজনীতির ময়দান— সর্বত্রই পেশিশক্তি এবং কদর্য ভাষার আস্ফালন। যুক্তির বদলে এখন ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং গলাবাজিই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সাবেকি 'ভদ্রলোক' সংস্কৃতির ঠিক বিপরীত।

সময় এসেছে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মবিশ্লেষণ করার। গণতন্ত্র মানে পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, গণতন্ত্র মানে প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন নয়; গণতন্ত্র মানে হল সহনশীলতা, রাজনৈতিক সৌজন্য এবং মানুষের রায়ের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। এই সহজ সত্যটা বাংলার রাজনীতিকরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, এই রাজ্যের এবং বাঙালির অস্মিতার পক্ষে ততই মঙ্গল। তা না হলে, ভোট আসবে আর যাবে, কিন্তু অপসংস্কৃতির যে গাঢ় দাগ বাংলার বুকে বসে যাচ্ছে, তা কোনওদিনও মুছে ফেলা সম্ভব হবে না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন।

১৯৫৬

ভারতীয় ব্যাটার দিলীপ বেঙ্গসরকার জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

কালিয়াচকের ঘটনা তৃণমূলের নির্মম সরকারের মহাজঙ্গলরাজের উদাহরণ। তৃণমূলের শাসনে বিচারকরাও রেহাই পান না। গোটা দেশ দেখেছে, কীভাবে বিচারকদের আটকে রাখা হয়েছিল। ভোটের পর এদের সব পাপের হিসেব হবে বেছে বেছে। বাংলা থেকে ভয়ে তৃণমূল পালাবে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

বুকিং করেও সিলিন্ডারের দেখা নেই। ধৈর্য হারিয়ে এজেন্সির গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন রায়বরেলির এক মহিলা। কর্মীদের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি হয়। শেষে গ্যাস সিলিন্ডার ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন তিনি।

ভাইরাল/২

ডিভোর্সের পর মেয়েকে ব্যান্ড বাজিয়ে ঘরে ফেরালেন বাবা। উত্তরপ্রদেশের মিরাটে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ডিভোর্স হওয়া মেয়েকে ফুলের মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানালেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বাবা। মেয়েটির আত্মীয়স্বজনরা আদালতের বাইরে আনন্দে মিষ্টিমুখ করেন।

জনমন জনমত

আশার খোঁজে

২৩ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের জনমত বিভাগে প্রকাশিত শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়ের মাঝেও বড্ড একা' শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। সত্যি শঙ্কা জাগে। বর্তমানে চিঠির আদানপ্রদানের জন্য পাড়ার উল্লেখ থাকলেও এক-একটি আবাসনই একেকটি পাড়া। কিন্তু বন্ধ দরজার ওপাশে পড়শির সঙ্গে প্রাণের যোগ নেই। তার ওপর উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের সুবাদে ছেলেমেয়েরা ভিনরাজ্য এবং ভিনদেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে অভিভাবকরা হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ। বর্তমান প্রজন্ম স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বিবাহবন্ধনের দায় ও দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও কর্মক্ষেত্রের প্রবল চাপ ও উচ্চাশার কারণে দেখা যায় সন্তান গ্রহণে অনীহা। ফলে অণু পরিবার কথাটির যথার্থতাও উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য হচ্ছে। পরিচিত জগতের বৃত্ত ছোট হতে হতে বিন্দুতে পরিণত হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মন এবং মানসিকতার পরিবর্তন মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটাতে অন্তরায় হচ্ছে। সন্তান ভিনদেশে বসবাস করার জন্য বাবা-মায়ের প্রয়াণে আইনি পথ অতিক্রম করে আসা সময়সাধ্য ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কখনও বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত। হয়তো আমাদের খুঁজে নিতে হবে আপনার চেয়ে আপন যে জন তাকে।

শান্তি সুধা ঘোষ
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

পচা আলু থেকে দূষণের আশঙ্কা

সাম্প্রতিককালের প্রচণ্ড বৃষ্টির জেরে তুলতে না পারায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শত শত বিঘার আলু জমিতেই এখনও পড়ে রয়েছে। ফলে এই পচে যাওয়া আলুগুলি থেকে যেমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তেমনই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মশামাছির উপদ্রব। কিছু কিছু জায়গায় এই পচা আলু থেকে এতটাই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যে, এলাকায় টেকাই দায়। অন্যদিকে, রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই প্রশাসনের তরফে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা দরকার। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

রাজনীতির বাজারে নীতিহীনতার লেনদেন

নেতা ও ভোটার, উভয়ের সুবিধাবাদী মানসিকতায় আজ রাজনীতি পরিণত হয়েছে নিছক ব্যবসায়।

কল্যাণময় দাস

বাংলার ভোট এবং সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই মেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান রাজনীতি আর কোনওভাবেই চিরাচরিত নীতির ধার ধারে না। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি বাজার অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত অভিযোগ ওঠে, রাজনৈতিক নেতারা ধান্দাবাজ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটি একপ্রকার অবধারিত। যে সমাজের মানুষ দৈনন্দিন বাজারে গিয়ে ন্যূনতম মূল্যে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট বস্তুটি পেতে চান, সেই সমাজের জনপ্রতিনিধিরা যে জনস্বার্থের চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে সামান্য বেশি উদ্যোগী হবেন, তা বিবর্তনবাদের নিয়মেই অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়।

এই সমীকরণে সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্নটি কিন্তু সাধারণ ভোটারদের ভূমিকা নিয়ে। যাঁরা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক অবক্ষয়ের আক্ষেপ করেন, তাঁরা নিজেরাও সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নন। বর্তমান সময়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভোটদান এখন আর পবিত্র নাগরিক অধিকার নেই; এটি ক্রমশ বার্ষিক লভ্যাংশ তোলার কুপনে পর্যবসিত হয়েছে। যে দল চালের প্যাকেটে বেশি ওজন দেবে কিংবা শহর থেকে গ্রামগঞ্জে নানা ভাতার ডালি সাজিয়ে দেবে, মানুষের হাত স্বাভাবিকভাবেই সেদিকে চলে যায়। সমাজে এই যে সুযোগসন্ধানী শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, তার দায় কেবল নেতাদের নয়। জোগান তখনই বাড়ে, যখন চাহিদা থাকে। আমরা যখন সস্তায় বিক্রি হতে প্রস্তুত থাকি, তখন নেতারাও আমাদের কিনে

নেওয়ার ক্ষমতা দেখান।

বিধানসভা নির্বাচনের পর এই পরিস্থিতির কি কোনও গুণগত পরিবর্তন হবে? বাঙালির রাজনৈতিক চরিত্রে কি রাতারাতি কোনও অলৌকিক রূপান্তর ঘটবে? বাস্তব বলছে, এমন সম্ভাবনা নেই। নির্বাচনের পর চরিত্রের বদল বলতে যা বোঝায়, তা হল আরও চৌকস হয়ে ওঠা। যে ভোটার আজ কেবল ভাতা এবং নগদ লাভের আশায় নির্দিষ্ট দলের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, কাল তিনিই নির্দ্বিধায় অন্য পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে 'ইনকিলাব', 'জয় শ্রীরাম' বা 'জয় বাংলা' জপবেন। উদ্দেশ্য একটাই—যাতে পরবর্তী দফার সুবিধাগুলো কোনওভাবেই হাতছাড়া না হয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বারবার অবস্থান বদলাতে গিয়ে মানুষের শিরদাঁড়া আজ ডারউইনের তত্ত্ব মেনে বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

তবে একটি পরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই পরিলক্ষিত হবে। আগামীদিনে এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ আরও বেশি মাত্রায় পেশাদার ও কর্পোরেট রূপ ধারণ করবে। আমরা সমাজগতভাবে আরও সুচারু রূপে শিখব কীভাবে কোনও নীতি না মেনেও নীতিবাগীশ সাজার অভিনয় করা যায়। কীভাবে ছল ও চাতুরির তত্ত্বকে আরও নিখুঁতভাবে রপ্ত করা যায়, তা আজকের রাজনীতি আমাদের শেখাচ্ছে। আজকের দিনে নেতা এবং ভোটার, উভয়েই সমান মাত্রায় সুযোগসন্ধানী। দেশের প্রকৃত উন্নতির কথা এখন আর কারও ভাবনায় নেই। সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে কেউ আর রাজনীতিতে আসছেন না। এখন সকলের একটাই পন্থা—যেভাবেই হোক শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ বুঝে নেওয়া।

নির্বাচনের পর বাংলার মানুষ যে পরিবর্তিত হবেন, তা একশো শতাংশ নিশ্চিত। তাঁরা আগামীদিনে আরও দক্ষ অভিনেতায় পরিণত হবেন, যাঁরা দেশের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের আসল চেহারাটা দেখে আত্মতুষ্টিতে হাসবেন এবং ভাববেন, তাঁরাই সর্বেসর্বা। রাজনীতি যখন চূড়ান্তভাবে একটি নিছক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থ দালালচক্রের হাতে বন্দি হওয়ার উপক্রম হয়। এই রূঢ় সত্যটি আমরা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু তা টের পাওয়ার পরও কোনও লাভ নেই, কারণ নেতা ও জনতার এই পারস্পরিক সুবিধাবাদী লেনদেনই এখন আমাদের সমাজের সবচেয়ে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে।

(লেখক নাট্যশিল্পী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪১২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মেয়েদের কপালে ঝুলে থাকা চুল ৪। মেয়েদের গয়নার শব্দ ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ ৭। দাম দিয়ে কেনা জিনিস ৮। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম ৯। পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। যে ঘরে মিটিং হয় ১৪। মাত্রাতিরিক্ত, অনেক ১৫। দিনের প্রথম ভাগ।

উপর-নীচ : ১। কুঁড়ে প্রকৃতির, উদ্যমহীন বা কর্মবিমুখ ব্যক্তি ২। কাপড়ে সুতোর কাজ ৩। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ ৬। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের আর এক নাম ৯। সমঝে চলা বা মান্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ১০। সমুদ্রের জল যেমন হয় ১১। জলচর পাখি ১২। ঢালু বা নিচু জায়গা।

সমাধান ■ ৪৪১১

পাশাপাশি : ১। তামরস ৩। বাতাপি ৫। কলমকারি ৭। টনক ৯। বাতাস ১১। বিষপাথর ১৪। দস্তুরি ১৫। মনোহর।

উপর-নীচ : ১। তাম্রকূট ২। সড়ক ৩। বাদাম ৪। পিউরি ৬। কামতা ৮। নহুষ ১০। সহোদর ১১। বিবাদ ১২। পাথুরি ১৩। রকম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইরানি ডেরায় মার্কিন ফৌজ, পাইলটকে উদ্ধার

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৫ এপ্রিল : তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ইরানের ধূসর আর রুক্ষ পাহাড়ের খাঁজে পাথরের আড়ালে ওত পেতে আছেন মার্কিন বায়ুসেনার এক ফাইটার পাইলট। হাতে শুধু সার্ভিস পিস্তল, পকেটে একটি সিগন্যাল বিকন। ৪৮ ঘণ্টা ধরে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চক্কর কাটছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডসের হেলিকপ্টার, আর পাহাড়ের নীচে হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজছে কয়েকশো ইরানি সেনা।

শুক্রবার তাঁর এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল যুদ্ধবিমানটি যখন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আগুনের গোলায় পরিণত হয়েছিল, তখনই শুরু হয় এই লুকোচুরির খেলা। বিমানে থাকা এক পাইলটকে কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার করা গেলেও, কো-পাইলট তথা ওয়েপনস অফিসার এই কর্নেল ছিলেন নিখোঁজ। ইরান সরকার তাঁর মাথার জন্য ৬৬ হাজার ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। লক্ষ্য ছিল তাঁকে জ্যান্ত ধরে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু হোয়াইট হাউসে ততক্ষণে অন্য এক পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, ঠিক তখনই গর্জে ওঠে একের পর এক মার্কিন যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি নির্দেশে শুরু হয় আধুনিক সামরিক ইতিহাসের অন্যতম রোমহর্ষক উদ্ধার অভিযান। গভীর অন্ধকারে শত্রুদেশের কয়েক মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ে আমেরিকার কয়েকশো স্পেশাল ফোর্স কমান্ডো। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল কয়েক ডজন অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। উদ্ধারকারী দল যখন কর্নেলের অবস্থানের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন কয়েক মাইল দূর থেকে ছুটে আসছিল ইরানি সেনার বিশাল কনভয়। মার্কিন বোমারু বিমানগুলি আকাশ থেকে নিখুঁত নিশানায় বোমা ফেলে সেই কনভয় আটকে দেয়। পাহাড়ি উপত্যকায় শুরু হয় প্রবল গুলির লড়াই। তবে সেই নরক গুলজারের মাঝখান থেকেই জখম কর্নেলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন কমান্ডোরা।

অভিযান শেষ করে ফেরার পথটি অবশ্য মসৃণ ছিল না। উদ্ধারকাজে ব্যবহৃত একটি সি-১৩০ পরিবহণ বিমান ইরানের ভিতরেই যান্ত্রিক গোলযোগের শিকার হয়। প্রযুক্তির গোপনীয়তা বজায় রাখতে কমান্ডোরা নিজেরাই সেই কোটি টাকার বিমানটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দেন। ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, এই সংঘাতের সময় বেশ কয়েকটি মার্কিন কপ্টার ও বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। যদিও ট্রাম্প গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'আমরা ওঁকে পেয়ে গিয়েছি!' তাঁর দাবি, এই দুর্ধর্ষ অভিযানে একজন মার্কিন সেনারও প্রাণ যায়নি। এমনকি কুয়েত সীমান্তে একটি এ-১০ ওয়ারথগ বিমান বিধ্বস্ত হলেও তার পাইলটকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মার্কিন পাইলট এখন কুয়েতের এক সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম হলেও তিনি বিপন্মুক্ত। সফল অভিযানের পর ট্রাম্পের গলা আরও চড়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন বায়ুসেনার শক্তি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি, এই উদ্ধার অভিযান তারই প্রমাণ। অন্যদিকে, এই ঘটনার ফলে দু-দেশের যুদ্ধ এখন ষষ্ঠ সপ্তাহে পা রাখল। তেলের দাম আকাশছোঁয়া আর বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল হলেও ওয়াশিংটন পিছু হটতে নারাজ। দুর্ধর্ষ উদ্ধার অভিযানের মধ্য দিয়ে আমেরিকা বার্তা দিল, তারা তাদের যোদ্ধাদের শত্রুর ডেরায় ফেলে আসবে না।

এদিকে ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চতুর্থবার মার্কিন-ইজরায়েলি হামলার পর রবিবার মধ্যপ্রাচ্যে তেজস্ক্রিয় বিপর্যয়ের সতর্কতা জারি করেছেন ইরানি বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। তিনি জানান, এই হামলায় একজন নিহত হয়েছেন এবং এর ফলে সৃষ্ট 'রেডিওঅ্যাক্টিভ ফলআউট' শুধু তেহরান নয়, বরং উপসাগরীয় আরব দেশগুলির রাজধানীতেও প্রাণহানি ঘটাতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘকে লেখা চিঠিতে আরাঘাচি একে 'মারাত্মক পরিবেশগত ঝুঁকি' হিসেবে বর্ণনা করে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া কেন্দ্র নিয়ে সরব হওয়া দেশগুলি এখন নীরব। আইএইএ প্রধান রাফায়েল গ্রোসি ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি।

অসমের জোরহাটে ভোট প্রচারে রাহুল গান্ধি। রবিবার।

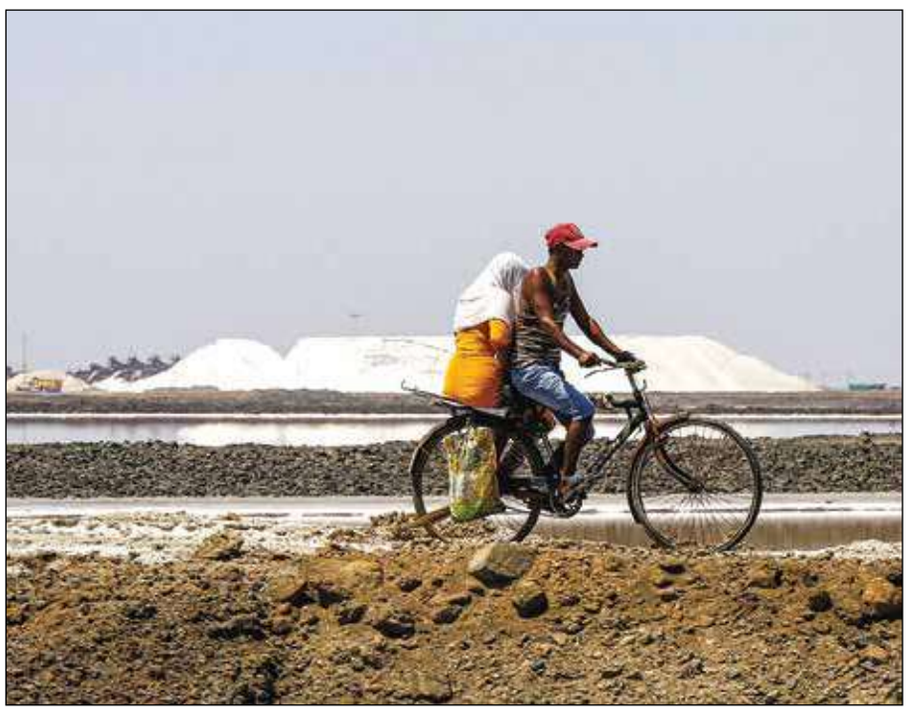

নুনের পাহাড়ের মাঝে বিচরণ। রবিবার গুজরাটের কাড্ডলায়।

কংগ্রেসের নিশানায় মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮১৬ করার সরকারি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ক্রমশ বাড়ছে। ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার লক্ষ্যেই এই আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে কেন্দ্র দাবি করেছে। যদিও ওই পদক্ষেপকে কংগ্রেস একটি 'গণবিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অস্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছে। দলের নেতা জয়রাম রমেশের অভিযোগ, এই পরিকল্পনার আড়ালে উত্তর ভারতের জনবহুল রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক আধিপত্য আরও বাড়ানোর এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার একটি সুগভীর কৌশল লুকিয়ে আছে। কেন্দ্রের প্রস্তাবকে 'জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

রমেশ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পুরোনো চালাকির মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর সব মন্তব্য করছেন, যার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে প্রতারিত করা। তিনি বলছেন যে, লোকসভার মোট আসন সংখ্যা যদি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই অনুপাতে প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যাও ৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়, তবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এটা দেশের মানুষকে ধোঁকা

লোকসভার আসন বৃদ্ধির ভাবনা

দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই ধোঁকা দেওয়ার কাজে প্রধানমন্ত্রীর এক অনন্য দক্ষতা রয়েছে।' তাঁর যুক্তি, যদি প্রতিটি রাজ্যের আসন সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে রাজ্যগুলোর মধ্যে শক্তির ভারসাম্য ও ব্যবধান চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে। উত্তরপ্রদেশ ও কেরলের মধ্যে লোকসভা আসনের পার্থক্য ৬০টি, যা আসন বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকর হলে বেড়ে ৯০-এ দাঁড়াবে। একইভাবে উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর মধ্যে আসনের ব্যবধান ৪১ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৬১। এর ফলে জাতীয় রাজনীতিতে কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোর আপেক্ষিক ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বর অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রমেশ।

সম্প্রতি কেরলে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন যে, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলো এই প্রক্রিয়ায় একটিও আসন হারাবে না। তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালে পাশ হওয়া ১০৬ তম সংবিধান সংশোধনী বা মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করতে হলে সীমানা পুনর্নির্ধারণ ও আসন বিন্যাস জরুরি। কংগ্রেসের পালটা অভিযোগ, দেশের অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতি যখন সংকটে, তখন প্রধানমন্ত্রী জনমত যাচাই বা বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই প্রস্তাব 'বুলডোজ' করে কার্যকর করতে চাইছেন।

মধ্যবিত্তের জীবনে মুদ্রাস্ফীতির কোপ

মুম্বই, ৫ এপ্রিল : যুদ্ধ চলছে হাজার মাইল দূরে পশ্চিম এশিয়ায়, কিন্তু তার আঁচ এসে লাগছে ভারতীয় আমজনতার পকেটে। ইরান ও আমেরিকার বিধ্বংসী সংঘাতের জেরে নাজেহাল দশা ভারতের অর্থনীতির। আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা 'মুডি'স' বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ থেকে কমে থমকে যেতে পারে মাত্র ৬ শতাংশে। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ শতাংশ লাফিয়েছে। মনে রাখতে হবে, আমাদের তেলের অর্ধেকের বেশি এবং রান্নার গ্যাসের ৯০ শতাংশই আসে ওই মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ফলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি পরিবহণ খরচ আকাশছোঁয়া হবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে আলু-পেঁয়াজ থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দামে।

বিপদ শুধু তেলের বাজারে নয়, যুদ্ধের কালো ছায়া ঘনিয়েছে দেশের অন্নদাতার ওপরেও। ভারত তার সারের চাহিদার একটা বড় অংশ বিদেশ থেকে আনে। জোগান ব্যাহত হলে চাষবাসে ধস নামার আশঙ্কা প্রবল, যা খাদ্যদ্রব্যের দামকে সাধারণের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। মুডি'স-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী অর্থবর্ষে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৪.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এখানেই শেষ নয়, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারেও বড় ধাক্কা লাগতে চলেছে। উপসাগরীয় দেশগুলিতে কাজ করা ভারতীয়দের পাঠানো টাকার (রেমিট্যান্স) ওপরেই দেশের অর্থনীতির অনেকটা নির্ভর করে। যুদ্ধের আবহে সেই আয়ে টান পড়লে রাজকোষের ওপর চাপ বাড়বে পাহাড়প্রমাণ। বিশেষজ্ঞ সংস্থা আইসিআরএ এবং ইওয়াই-ও সতর্ক করে বলেছে, এই রণদামামা ভারতের প্রবৃদ্ধির গতি অন্তত ১ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। যুদ্ধ থামার লক্ষণ নেই, এই পরিস্থিতিতে সরকার ও আরবিআই শেষ পর্যন্ত কী 'রক্ষাকবচ' নিয়ে আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ।

ভোটের প্রচারে বিফ বিতর্ক

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল : অসমের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোমাংস বিতর্কে পারদ চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি সেন্ট্রালে অসম জাতীয় পরিষদের তরুণ তুর্কি প্রার্থী কুঙ্কি চৌধুরী ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে গোমাংস ভক্ষণের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। হিমন্তের হুঁশিয়ারি, 'অসমে বিফ কালচার চলবে না। যারা আইন ভাঙবে, তাদের তিন বছরের জেল হবে।' পালটা জবাবে কুঙ্কি চৌধুরী দাবি করেছেন, বিজেপির আইটি সেল এআই প্রযুক্তির সাহায্যে ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়েছে তাঁকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। গুয়াহাটির প্রচারে বিক্ষোভের মুখে পড়েও কুঙ্কির চ্যালেঞ্জ, 'এত মরিয়া কেন? ভিডিও বানাতে চাইলে আমার বাড়িতে আসুন, আমি নিজেই বয়ান দেব।' ৯ এপ্রিল ভোটের আগে এই লড়াই এখন গুয়াহাটির অলিতে-গলিতে চর্চার বিষয়।

কাঠগড়ায় হিমন্তের স্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : ভোটের মুখে অসমের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনটি বিদেশি পাসপোর্ট রাখার অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা। পাশাপাশি দুবাইয়ে রিনিকির নামে সম্পত্তিও রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'হিমন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে যে হলফনামা দাখিল করেছেন তাতে স্ত্রীর ওই সম্পত্তির বিষয়ে কোনও উল্লেখ করা হয়নি।' এই অভিযোগের জবাবে পবন খেরের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হবে বলে পালটা সুর চড়িয়েছেন হিমন্ত। অসমে ৯ তারিখ ভোট।

পনিরের নামে জালিয়াতি

আহমেদাবাদ, ৫ এপ্রিল : গুজরাটে সম্প্রতি অভিযান ভেজাল পনিরের হদিস মিলল। ওই পনির খাওয়ানোর অভিযোগে ১৭টি রেস্তোরাঁকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং প্রায় ৬১৫ কেজি নিম্নমানের খাবার নষ্ট করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অনেক জায়গাতেই আসল দুগ্ধজাত পনিরের বদলে সস্তা ভেজিটেবল ফ্যাট দিয়ে তৈরি অ্যানালগ পনির খাওয়ানো হচ্ছিল।

সত্যিটা জানান, মোদিকে চিঠি স্বজনহারাদের

আহমেদাবাদ, ৫ এপ্রিল : বছর ঘুরতে চললেও আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ক্ষতে প্রলেপ পড়েনি। গত বছরের ১২ জুন লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান (এআই-১৭১) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬০ জনের। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি আজও। সেই 'আসল সত্যি' জানতেই এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হলেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

৩০টি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ কেবল বিমানের ব্ল্যাকবক্স-ই বলতে পারে। সেই তথ্য কেন এখনও জনসমক্ষে আনা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। পরিবারের আর্জি, তথ্য যদি প্রকাশ্যে আনা সম্ভব না হয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে অন্তত জানানো হোক। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে ডিজিসিএ এবং

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। ২৪ বছরের তরতাজা ছেলেকে হারানো এক শোকাতুর বাবা চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার ঘর আজ শূন্য। আমরা কোনও ক্ষতিপূরণ চাই না, শুধু জানতে চাই সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল?' অন্য এক স্বজনহারা ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, উদ্ধার হওয়া জিনিসের ছবি বিমান সংস্থা ওয়েবসাইটে দিলেও তা এতটাই ঝাপসা যে প্রিয়জনের স্মৃতিচিহ্ন শনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটির ইঙ্গিত মিললেও ১০ মাস পেরিয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্বজনহারাদের মধ্যে। সত্যের খোঁজে এখন মোদির হস্তক্ষেপই শেষ ভরসা তাঁদের কাছে।

তেহরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

'মঙ্গলবারই হবে শেষ দিন'

ওয়াশিংটন, ৫ এপ্রিল : ইরান-যুদ্ধের পারদ চড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক নজিরবিহীন পোস্ট দিয়েছেন। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে খুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প লিখেছেন, 'হরমুজ প্রণালী খুলে দাও, নয়তো তোমরা নরকে বাস করবে, শুধু দেখতে থাকো!'

আগামী মঙ্গলবারকে হামলার সময়সীমা হিসেবে নির্দিষ্ট করে তিনি একে 'পাওয়ার প্ল্যান্ট ডে' এবং 'ব্রিজ ডে' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতুগুলিতে ভয়াবহ হামলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ট্রাম্প আরও বলেন, '১০ দিন সময় দিয়েছিলাম, এখন মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি। এরপর ওদের ওপর নরক নেমে আসবে।'

ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করেছে থাইল্যান্ডের ইরানি দূতাবাস। তারা এক্স-এ লিখেছে, 'একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিশ্ব দরবারে এ কেমন প্রতিনিধিত্ব?' মূলত মার্কিন যুদ্ধবিমান ভূপতিত করা এবং হরমুজ প্রণালী বন্ধ রাখা নিয়ে দু-দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন চূড়ান্ত পর্বে।

'চিঙ্কি' বলে কটাক্ষ শিল্পীদের

পাটনা, ৫ এপ্রিল : এদেশ বৈচিত্র্যময় হলেও, বর্ণবিদ্বেষের কালো ছায়ায় প্রায়ই জেরবার হতে দেখা যাচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে। তাঁরা প্রায়শই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। এবার অরুণাচলপ্রদেশের একদল শিল্পী পাটনায় ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের শিকার হলেন। অভিযোগ, স্থানীয়রা তাঁদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ২ এপ্রিলের ঘটনা। সেদিন তাঁরা পাটনায় অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন। অভিযোগ, শিল্পীরা স্টেশনে অপেক্ষা করার সময় তাঁদের 'মোমো', 'চিঙ্কি', 'চাইনিজ' বলে কটাক্ষ করা হয়।

এক শিল্পী শৌচাগার ব্যবহার করতে গেলে তাঁকে ঢুকতে বাধা দিয়ে তিনি ভারতীয় কি না সেই প্রমাণপত্র চাওয়া হয়। শিল্পীরা এই ঘটনায় তাঁরা জানিয়েছেন, নিজের দেশেই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, এ তাঁদের কল্পনার বাইরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ছড়াতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। রেলপুলিশ ভিডিও ফুটেজ থেকে অভিযুক্তদের সন্ধান চালাচ্ছে। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ওদেরও ভালোবাসুন। রবিবার মুম্বইতে 'রান ফর অটিজম' অনুষ্ঠানে।

বদলে যাবে জিএমটি

ভোপাল, ৫ এপ্রিল : বিশ্বের ঘড়ি এবার চলবে উজ্জয়িনীর হিসেবে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রস্তাব দিয়েছেন, ব্রিটিশদের তৈরি গ্রিনউইচ মিন টাইম এর বদলে এবার মহাকাল স্ট্যান্ডার্ড টাইম চালু করা হোক। তাঁর যুক্তি, প্রাচীনকালে সময় গণনার মূল কেন্দ্র ছিল ভারত।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেক বেশি নির্ভুল। তবে বিরোধীরা এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি। কংগ্রেসের দাবি, আসল উন্নয়নের কাজ না করে শুধু নাম বদলে বিশ্বাসী বিজেপি।

ফের তোপ রাঘবের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : পঞ্জাব থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হলেও রাঘব চাড্ডা পঞ্চনদের রাজ্য নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি বলে অভিযোগ করেছিল আপ। রবিবার তৃতীয় ভিডিওবার্তায় সেই অভিযোগের জবাব দিলেন রাঘব চাড্ডা। তিনি বলেন, 'আমি সংসদে পঞ্জাবের বিষয়গুলি তুলতে ব্যর্থ হয়েছি বলে আপে আমার কিছু সহকর্মী যে অভিযোগ তুলেছেন, তাঁদের জন্য একটি ছোট ট্রেলার দেখাচ্ছি। পিকচার এখনও বাকি আছে।' রাঘবের দাবি, 'পঞ্জাব শুধু ভাষণের বিষয়বস্তু নয়, এটা আমার বাড়ি, আমার কর্তব্য, আমার মাটি, আমার আত্মা।' তাঁর অভিযোগ, আমার কণ্ঠরোধ করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে।

২ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডের ওই ভিডিওয় রাজ্যসভায় তিনি পঞ্জাবের কৃষকদের জন্য এমএসপি, নানকানা সাহিব পর্যন্ত করিডর, ক্যানসার আক্রান্তদের জন্য বিশেষ ট্রেনের বন্দোবস্ত, বায়ুদূষণ, জলের সংকটের প্রমুখ তুলে ধরার কথা জানিয়েছেন। খুলেছিলেন, তা ওই ভিডিওবার্তায় তুলে ধরেছেন রাঘব। যদিও তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন আপ নেতৃত্ব। শনিবার এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেছিলেন, 'ঘায়েল হুঁ, ইসলিয়ে ঘাতক হুঁ।'

মুসলিম নয়, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বিজেপি

অসম, বাংলা দখলে বার্তা গড়করির

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : ভরা চৈত্রে অসম, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পারদ ক্রমশ চড়ছে। একদিকে অনুপ্রবেশ অন্যদিকে মেরুকরণ, দুই অস্ত্রে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের ভোটে বাজিমাতের সংকল্প নিয়েছে গেরুয়াশিবির। তবে অনুপ্রবেশ নিয়ে সুর চড়ালেও বিজেপি কখনও মুসলিম বিরোধী নয় বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি।

রবিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ধর্ম যাই হোক, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলাটা বিজেপির নীতি। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে নই।' গড়করির দাবি, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ, উভয় রাজ্যেই এবার সরকার গড়বে বিজেপি। ৯ এপ্রিল ২৯ এপ্রিল। তার আগে গড়করির এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তাঁর মতে, ভারত কোনও 'ধর্মশালা' নয়। কেউ অবৈধভাবে এখানে ঢুকে পড়বে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। সিএএ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন, বিপন্ন সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের দায়িত্ব, কিন্তু অনুপ্রবেশ বরদাস্ত করা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভোটার তালিকায় অদৃশ্য রিগিং'-এর অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন গড়করি। তাঁর পালটা তোপ, জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। বাংলার মানুষ যে পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছে, তা গড়করির আত্মবিশ্বাসী সুরেই স্পষ্ট। গড়করি জানিয়েছেন, উত্তর-পূর্ব ভারত ও অসমে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞই বিজেপির বৈতরণি পার করবে বলে তিনি আশাবাদী। ভোটের ঠিক আগে মুসলিম সমাজকে আশ্বস্ত করা এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা কতটা কাজ করল সেটা বোঝা যাবে ৪ মে।

পৃথিবীর পাঠশালা

অটুট প্রেম

কুকুর মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় গ্রেফ্রায়ার্স ববি নামের একটি স্কাই টেরিয়ার কুকুর এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ রেখে গিয়েছে। তার মালিক জন গ্রে মারা যাওয়ার পর তাঁকে গ্রেফ্রায়ার্স নামের এক কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। মালিকের মৃত্যুর পর ওই ছোট্ট কুকুরটি টানা চোদ্দো বছর ধরে শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেই কবরের পাশেই বসে থাকত। স্থানীয় মানুষ তাকে খাবার খেতে দিত। ১৮৭২ সালে মৃত্যুর পর তাকেও তার মালিকের সমাধির কাছেই কবর দেওয়া হয়। আজ ওই শহরের রাস্তায় ববির একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি মানুষের প্রতি প্রাণীর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বুদ্ধিমান কাকাতুয়া

পাখিরা গাছের ফল বা পোকা খায়, কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কেয়া নামের কাকাতুয়ারা মানুষের গাড়ি ভাঙতে বড্ড ভালোবাসে। এরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং দুষ্টু স্বভাবের হয়। পর্যটকরা রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে গেলে এরা দলবেঁধে এসে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের রাবার, অ্যান্টেনা, আয়নার ফ্রেম এমনকি টায়ারের ভালভও ঠোঁট দিয়ে খুলে নষ্ট করে দেয়। নিজেদের বুদ্ধির জোরে এরা ছোট ছোট ডাস্টবিন খুলে খাবার চুরি করতেও ওস্তাদ। এদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রশাসন বহু জায়গায় সতর্কবার্তা লিখে রেখেছে। তবে এই পাখিরা এতটাই কিউট যে মানুষ এদের শাস্তি দেওয়ার বদলে এদের কাণ্ডকারখানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে।

ঘামের মতো ঝরে দুধ

অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপাস প্রাণীটি যেন বিভিন্ন প্রাণীর জোড়াতালি দিয়ে বানানো। এর ঠোঁট হাঁসের মতো, লেজ বিভারের মতো, আবার এদের পায়ে বিষাক্ত কাঁটাও আছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পর তাদের দুধ খাওয়ার পদ্ধতি আরও অদ্ভুত। স্ত্রী প্লাটিপাসের কোনও নির্দিষ্ট স্তনবৃন্ত থাকে না। তাদের পেটের লোমকূপ দিয়ে দুধ অনেকটা ঘামের মতো চুইয়ে চুইয়ে বের হয়। বাচ্চারা সেই দুধ চেটে চেটে খায়। প্রকৃতির বিবর্তনের এমন আজব এবং জগাখিচুড়ি প্রাণী প্রাণী বিজ্ঞানীদের কাছে আজও এক চরম বিস্ময়।

কেকের জন্য যুদ্ধ

১৮৩৮ সালে ফ্রান্স এবং মেক্সিকোর মধ্যে এক যুদ্ধ বেধেছিল যার কারণ ছিল নিছকই একটি কেকের দোকান। মেক্সিকোর এক দাঙ্গার সময় ফরাসি এক শেফের পেস্ট্রি বা কেকের দোকান লুট হয়ে যায়। ওই শেফ মেক্সিকো সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ চান, কিন্তু সরকার তা পাত্তা দেয়নি। শেষে তিনি সোজা ফ্রান্সের রাজার কাছে নালিশ ঠোকেন। রাজা এর প্রতিশোধ নিতে বিশাল নৌবাহিনী পাঠিয়ে মেক্সিকোর বন্দর আটকে দেন এবং বোমাবর্ষণ শুরু করেন। কয়েক মাস ধরে চলে এই পেস্ট্রি ওয়ার বা কেকের যুদ্ধ। অবশেষে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপে মেক্সিকো সরকার ওই ফরাসি শেফকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হলে যুদ্ধ থামে।

সিকিমে ধস, পথে আটকে পর্যটকরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : রোদ-বৃষ্টিতে শুরু পাহাড়পথে ধস। ফের বিচ্ছিন্ন উত্তর সিকিমের লাচেন এবং যথারীতি আটকে পর্যটকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কবে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার সম্ভব হবে, স্পষ্ট করতে পারছে না সিকিমের মংগন জেলা প্রশাসন। এরই মধ্যে নতুন দফায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল উত্তরবঙ্গে। এর মধ্যে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে মঙ্গল ও বুধবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে তেলেঙ্গানা পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় তার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায়, হঠাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন।

পরিবর্তনেও প্রত্যাবর্তন। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টির পর আবহাওয়ার পরিবর্তনে রোদ উঠতেই স্বস্তি পেয়েছিল উত্তরবঙ্গ। কিন্তু তা স্থায়ী হচ্ছে না বেশিদিন। ভোট আবহে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের চিন্তায় ফেলে ফের উত্তরের দুয়ারে বৃষ্টি। একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে নতুন করে ভিজতে চলেছে পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি। শিলিগুড়িতে শনিবার বিকেলের বৃষ্টি স্থানীয় স্তরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির জেরে হলেও, কার্যত তাতেই ছিল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। রবিবার আবহাওয়া দপ্তরের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই অঞ্চলে নতুন করে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটাচ্ছে বঙ্গোপসাগর। যার জেরে রবিবারের মতো সোমবারও কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায়

■ চুংথাং-লাচেন রোডের তারুন চু সেতুর কাছে বড় ধরনের ধস, বন্ধ যান চলাচল

■ বৃষ্টি ও তুষারপাতের জেরে লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করা যায়নি রবিবার

■ মঙ্গল ও বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ, কালবৈশাখীর পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে

সূর্যের তেজ যত বাড়বে, ততই বৃদ্ধি পাবে বজ্রপাতের তীব্রতা। মঙ্গলবার মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া বইতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে। এই তিন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই তিন জেলার পাশাপাশি বুধবার ভারী বৃষ্টি, শিল পড়া, কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। মঙ্গল ও বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা ও দুই দিনাজপুরেও। বৃহস্পতিবারের পর পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

নতুন দফায় বৃষ্টি শুরুর আগেই অবশ্য সিকিম পাহাড়ে ধস পড়া শুরু হয়ে দিয়েছে। সিকিমের মূল ভূখণ্ড থেকে লাচেনকে নতুন করে বিচ্ছিন্ন করতে রবিবার বড় ধরনের ধস নামে তারুন চু সেতুর মুখে চুংথাং-লাচেন রোডে। যে কারণে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। লাচেনে আটকে পড়েন পর্যটকরা। তবে কত পর্যটক সেখানে আটকে পড়েছেন, তা এদিন স্পষ্ট করতে পারেনি মংগন জেলা প্রশাসন।

একেই ধস, তার ওপর ভারী তুষারপাত শুরু হওয়ায় এদিন পর্যটকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অনুকূল আবহাওয়া থাকলে এবং তুষারপাত না হলে আটকে থাকা পর্যটকদের সোমবার লাচেন-ডোংখা লা-লাচুং হয়ে গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা হবে বলে এদিন জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক নির্দেশ ছাড়া যাতে কোনও পর্যটক কোথাও না যান, সে ব্যাপারেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।

অবরোধ তুলতে মোফাক্কেরুলকে ফোন পুলিশের

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৫ এপ্রিল : মোথাবাড়ি কাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যে মোফাক্কেরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, সেই আইনজীবীর কাছেই নাকি অবরোধ তুলতে সেই রাতে রীতিমতো কাকুতিমিনতি করেছিল পুলিশ। সম্প্রতি একটি ফোনালাপের অডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও সেই অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তাতেই শোনা যাচ্ছে কালিয়াচকের এক পুলিশ আধিকারিক মোফাক্কেরুলের কাছে অনুরোধ করছেন অবরোধ তুলতে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

ফোনের এক প্রান্তে শোনা যাচ্ছে মোফাক্কেরুলের গলা। আরেক প্রান্তে যিনি কথা বলছেন, তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন কালিয়াচক থানার এসআই কৌশিক সরকার হিসেবে। 'সাহেব প্রণাম নেবেন। সুজাপুরের বিষয়টা তো মিটমাট হল। কিন্তু যদুপুরের লোকজন অবরোধ তুলতে চাইছে না। তাঁদের অগাধ বিশ্বাস আছে আপনার প্রতি। আপনার সঙ্গে কথা বলার পরেই আন্দোলন তুলবে। কাইন্ডলি একটু কথা বলে নিন ওঁদের সঙ্গে।' কৌশিকের এই বাক্য দিয়ে শুরু হচ্ছে কথোপকথন।

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ধৃত মোফাক্কেরুলের দাবি, বিচারকদের আটকে বিক্ষোভ ও হামলার সঙ্গে তাঁর যোগ নেই। কিন্তু অডিওতে তাঁর সঙ্গে ওই পুলিশ আধিকারিকের কথোপকথন রয়েছে। রেকর্ডিংটি সুজাপুরের হাসপাতাল মোড় এলাকার আন্দোলন উঠে যাওয়ার পর বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ আধিকারিক কৌশিক নিজে কথা বলেছেন। তারপর আন্দোলনকারীদের একজনকে ফোন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বিক্ষোভকারী মোফাক্কেরুলকে ঘটনাস্থলে আসতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ততক্ষণে সেই আইনজীবী রায়গঞ্জের দিকে চলে গিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। আরও দাবি করেছেন যে তিনিই নাকি জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ উঠিয়ে দিয়েছেন। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার সমস্যার সমাধান না হলে চারদিন পর আবার আন্দোলনে যোগ দিতে আসবেন তিনি। আপাতত যাতে বিক্ষোভ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তেমনটাই বলেছেন মোফাক্কেরুল।

এরপর দুজনের আরও কিছু কথা হওয়ার পর বিক্ষোভকারী ফোনটা ধরিয়ে দেন পুলিশ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া সেই কৌশিককে। তিনি মোফাক্কেরুলকে অনুরোধ করেন যাতে স্থানীয়দের বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। আর মোফাক্কেরুল 'পরামর্শ' দেন যে, ফোন লাউডস্পিকারে দিয়ে

> সেদিন প্রচুর যাত্রী বিপাকে পড়েছিলেন। কান্নাকাটি করছিলেন। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে আমি ওই আইনজীবীকে ফোন করেছিলাম।
>
> **কৌশিক সরকার**
> এসআই, কালিয়াচক থানা

তা মাইক্রোফোনের সামনে ধরতে। তারপর তিনি অবরোধ উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেন।

আর এই অডিও রেকর্ডিং নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত। তবে মোফাক্কেরুলকে ফোন করার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে এসআই কৌশিক বলছেন, 'সেদিন প্রচুর যাত্রী বিপাকে পড়েছিলেন। কান্নাকাটি করছিলেন। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে আমি ওই আইনজীবীকে ফোন করেছিলাম। তার আগে তিনি সুজাপুর হাসপাতাল মোড় এলাকায় অবরোধ তোলার জন্য কথা বলেছিলেন। কিন্তু যদুপুর স্ট্যান্ড থেকে অবরোধ তুলতে চাইছিল না। তাই ফোনে কথাবার্তা বলেছি।'

খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘ

ফাঁসিদেওয়া, ৫ এপ্রিল : রবিবার ঘোষপুকুর সংলগ্ন ফৌদিজোত গ্রামে বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। এই ঘটনার পর গত কয়েক মাস ধরে আতঙ্কে থাকা কয়েকশো গ্রামবাসীর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। গত এক সপ্তাহে এলাকা থেকে অন্তত চারটি গবাদিপশুকে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে দাবি গ্রামবাসীর। এর আগে একটি আনারস বাগান থেকে চিতাবাঘের শাবকও উদ্ধার হয়েছিল। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও-র কাছে খাঁচা পাতার আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রামবাসী। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে দু'দিন আগে ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা ফৌদিজোত এলাকায় একটি বটলিফ চা বাগানে খাঁচা পাতেন। রবিবার সেই খাঁচাতেই বন্দি হয় পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি। গ্রামবাসীরা খাঁচায় চিতাবাঘকে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন। এরপর ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। চিতাবাঘটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : রবিবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার ১২তম দ্বিবার্ষিক শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ ঘোষ কক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনের শুরুতেই শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়। পেনশনার্স যুক্ত মঞ্চের অন্যতম সম্পাদক ভজন চৌধুরী, কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক পুরঞ্জয় লাহিড়ি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মণি ছেত্রী

প্রথম পাতার পর

সেই অবস্থায় রবিবার তাঁর মৃত্যু হল।

তিনি দীর্ঘদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের অধিকর্তা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯২০ সালের ২৩ মে দার্জিলিঙের তিস্তা ভ্যালি চা বাগানে মণিকুমার ছেত্রীর জন্ম। দার্জিলিং মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষায় হাতেখড়ি। পরে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চলে যান কলকাতার সেন্ট পল মিশন ক্যাথিড্রাল কলেজে।

এমবিবিএস পাশ করেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে। তরুণ বয়সেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অসামান্য মেধার পরিচয় দেন এবং নিজের অদম্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে নিজেকে রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আধুনিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল এককথায় অনস্বীকার্য।

ছয়ের দশকে তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে এসএসকেএম হাসপাতালে কার্ডিওলজি, এন্ডোক্রিনোলজি, নেফ্রোলজি এবং রিউমাটোলজির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক বিভাগগুলি চালু হয়। রাজ্যে প্রথম ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট বা আইটিইউ পরিকাঠামো গড়ে তোলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁরই। দীর্ঘসময় ধরে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সুদীর্ঘ চিকিৎসা জীবনের পাশাপাশি তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মনে রাখার মতো। রোগীদের প্রতি তাঁর গভীর দায়বদ্ধতা ও শিক্ষাদানের প্রতি নিষ্ঠার কারণে চিকিৎসক মহলে তিনি 'টিচার অফ টিচার্স' হিসেবে পূজিত হতেন। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে বিশেষ ট্রেন

মালিগাঁও, ৫ এপ্রিল : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন যশবন্তপুর জংশন–কাটিহার–যশবন্তপুর জংশন ট্রেনটি উভয় দিকেই আরও ১৫টি অতিরিক্ত ট্রিপ করবে। এই কারণে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ মজবুত হবে। এছাড়াও ১২টি ট্রিপের জন্য স্পেশাল ট্রেন সাঁতরাগাছি-নাহরলগুন– সাঁতরাগাছি রুটে চলবে।

যশবন্তপুর জংশন- কাটিহার সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটির ৭ এপ্রিল থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার চলবে। ফিরতি পথে ট্রেনটি ১০ এপ্রিল থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার চলবে। অন্যদিকে, সাঁতরাগাছি– নাহরলগুন ১০ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টায় সাঁতরাগাছি থেকে যাত্রা করবে। ফিরতি পথের ট্রেনটি ১১ এপ্রিল থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত প্রতি শনিবার ১১টা ৫৫ মিনিটে যাত্রা করবে। যাত্রাপথে বর্ধমান, মালদা টাউন, শিলিগুড়ি জংশন, কোকরাঝাড় স্টেশনগুলিতে থামবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ধুন্ধুমার

প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (সদর) তন্ময় সরকারের বক্তব্য, 'যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এদিন আদালত চত্বরে স্পেশাল ফোর্স মোতায়েন ছিল।'

এদিনের এই নজিরবিহীন ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আইনজীবীরা। আইনজীবী মণীশ বারির কথায়, 'আদালত চত্বরের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতে করে আমরা সবাই সমস্যার মধ্যে পড়ছি। আইনি প্রক্রিয়াতেও এসবের প্রভাব পড়ছে। অভিযুক্ত পাকড়াও হয়েছে। এবারে আইনি লড়াই হবে। এখন গ্রেপ্তারির পরেও আদালতে এসে এধরনের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৈরি করাটা দুর্ভাগ্যজনক।'

এদিনের বিক্ষোভের খবর পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য আদালত চত্বরে এসেছিলেন বামফ্রন্ট প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'আমি এখানে রাজনীতি করতে আসিনি। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এই বিক্ষোভের মূল কারণও সেটাই।'

শুনানি শেষে বিচারক রাজেশকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। এরপর তাঁকে যখন কড়া নিরাপত্তায় বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়িটিকে ধাওয়া করে। গাড়িটি কোনওমতে ভেনাস মোড়ের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

তবে প্রকাশ্য দিবালোকে আদালতের সামনে এই রণক্ষেত্রের মতো পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ পথচারীরাও। প্রত্যক্ষদর্শী বিভাস দাসের কথায়, 'আদালতের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় যদি এই দৃশ্য দেখতে হয়, তাহলে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।'

চিকেন নেকের

প্রথম পাতার পর

যে কারণেই ৪০ কিলোমিটারের পরিবর্তে ৬২ কিলোমিটার লম্বা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরির সিদ্ধান্ত। রেল সূত্রে খবর, গাইসাল থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত মূল প্রকল্পটিতে থাকছে তিনটি পথ। সুড়ঙ্গ দিয়ে যেমন ট্রেন ছুটবে, তেমনই চলাচল করবে ট্রাক, বাস সহ অন্য যান। তৃতীয় পথটি থাকবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি ব্যবহারের জন্য। এই প্রকল্পে রাঙ্গাপানিতে অতিরিক্ত ৮ কিলোমিটারের একটি স্পার লাইন তৈরি হবে। অন্যদিকে, ধুমডাঙ্গি থেকে রাঙ্গাপানি ২২ কিলোমিটার রেল সুড়ঙ্গপথ তৈরির পাশাপাশি রাঙ্গাপানি থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত নতুন একটি সারফেস লাইন তৈরি করা হবে। অর্থাৎ চিকেন নেকের নিরাপত্তায় সবমিলিয়ে ১০৫ কিলোমিটার রেললাইন পাতা হচ্ছে। যার মধ্যে মাটির গভীরে থাকবে ৮৪ কিলোমিটার। যে দ্রুততার সঙ্গে ফাইনাল লোকেশন সার্ভে সহ প্রথম পর্যায়ের কাজ হয়েছে, তাতে স্পষ্ট, ২ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পটির কথা রেলমন্ত্রী ঘোষণা করলেও রেল প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল অনেক আগেই। চিকেন নেকের সুরক্ষায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি একাধিক সময়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠানোর পাশাপাশি সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবও দিয়েছে। যার প্রেক্ষিতেই মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে উপগ্রহ চিত্র ও ড্রোনের সাহায্যে প্রতিপক্ষ দেশের সামরিক গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ রাখা সহজ। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে চিকেন নেকের ওপর শত্রু দেশের নজর রয়েছে অনেকদিন থেকেই। রেলের নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শত্রু দেশ চিকেন নেকে মিসাইল হামলা ঘটালেও, ভূগর্ভস্থ ট্রেন বা অন্য যান চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হবে না। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারত অবিচ্ছিন্ন থাকবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেহেতু গুরুত্ব পাচ্ছে রাঙ্গাপানি ও বাগডোগরা, ফলে সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন বলে মনে করছে শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরাম।

সংগঠনের সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলেন, 'ভৌগোলিক দিক দিয়ে চিকেন নেকের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধু প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র সুরক্ষিত থাকবে না, উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষও।'

একা গৌতমের সঙ্গী

প্রথম পাতার পর

তারপর শরীরচর্চা করতেন। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে একাধিক সংবাদপত্র পড়ার অভ্যেস ছিল। এখন সকালসকাল বেরিয়ে যেতে হয়। ব্রেকফাস্ট বলতে আখরোট, ভেজানো মুগ, ডিমের সাদা অংশ, সেদ্ধ সবজি, ফল। তাড়াহুড়ো থাকলে অবশ্য শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে যান প্রচারে। কখনও আবার সেই সময়টুকুও পান না। প্রচারের মাঝেই সারেন প্রাতরাশ।

দুপুরের খাবার সাধারণত পুরনিগমে খেতেন আগে। এখন বেশিরভাগ দিন বাড়িতেই ফেরেন। পছন্দের খাবারের তালিকায় মাছ-ভাত কিংবা চাইনিজ থাকলেও, শরীর ঠিক রাখতে হালকা খাবারেই ভরসা রাখছেন। দিন শেষে বাড়িতে ঢোকেন ক্লান্ত শরীর নিয়ে। ভারী খাবার এড়িয়ে চলেন। কোনও কোনও দিন জল-বিস্কুট বা মুড়ি খেয়েই রাত কাটিয়ে দেন।

তাঁর পরিবারের কেউ রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেননি। বাড়ির বড়দের ইচ্ছে ছিল, গৌতম ডাক্তার বা আইনজীবী হবেন। পরিবারের প্রায় সকলেই ছিলেন আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত। গৌতম সে পথে হাঁটেননি। কলেজ জীবনেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি। সেই পথকেই আঁকড়ে ধরেন।

একাধিক পোষ্য সারমেয় রয়েছে বাড়িতে। একসময় প্রচুর পাখিও ছিল। সময় পেলে নাকি একা একাই সিনেমা দেখেন। কখনওবা পরিচিতদের ডেকে আড্ডা জমান। বলছিলেন, 'একা থাকলে মনের, মাথার অনেক জট কাটে। স্মৃতিচারণ করা যায়।' ক্লান্তি কাটাতে অল্প সময় ঘুমিয়েও নেন।

রাজনীতিবিদ, প্রশাসকের ভূমিকায় কঠোর হতে হয়। বিরোধীদের তোপ দাগতে হয়। দলের নেতা-কর্মী, সরকারি আধিকারিকদের বকাঝকাও করেন। কিন্তু পরিবার পাশে না থাকার এক প্রচ্ছন্ন অভাব বোধ গৌতমের মনেও যে ক্ষত তৈরি করেছে, সেটা তাঁর কথায় স্পষ্ট। বিশেষ করে মেয়ের প্রতি টান অপরিসীম। বলছিলেন, 'আমার মেয়ে শ্রেয়ার কথা খুব মনে পড়ে। ফোনে ওর সঙ্গে কথা হয়। স্ত্রী আর ছেলের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ফোনে যোগাযোগ করি।'

এরপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন, 'পরিবার সঙ্গে থাকলে ভালো হত ঠিকই, কিন্তু রাজনীতির চাপে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার অপরাধবোধও সইতে হত। তিন-চারজন বিশ্বস্ত গৃহসহায়কের ওপরই সংসার ছেড়ে দিয়েছি। থামতে তো হবেই একদিন, তখন আবার এই ব্যস্ততা ভীষণরকম মিস করব।'

এই বলে মুচকি হেসে কোলে থাকা পোষ্যটির গালে চুমু খেলেন আলতো করে, লেজ নাড়িয়ে উঠল সে।

মহাজঙ্গলরাজ, গর্জন মোদির

প্রথম পাতার পর

রাজ্যের শিল্পপতিরা বাইরে চলে যাচ্ছেন বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যের অসহযোগিতায় মেখলিগঞ্জে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হয়নি।' ডুয়ার্সের আদিবাসী ও জনজাতির মানুষদের পাশে রাজ্য সরকার থাকে না বলেই অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ, 'উত্তরকন্যার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বিকাশের কথা থাকলেও এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছে।'

কোচবিহারের জনসভায় জনসমাগম দেখে তাঁর কথা, 'এই জনপ্লাবন দেখে আমি আপ্লুত। তৃণমূলের সিন্ডিকেটরাজ এই জনপ্লাবনে ভেসে যাবে।' সন্দেশখালি কাণ্ডের উদাহরণ টেনে রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মোদি। মোদির কটাক্ষ, 'একসময় বাংলা বিকশিত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলেও এখন তাতে গ্রহণ লেগেছে। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বাম এখন তৃণমূলের গ্রহণ। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এসে সুশাসন ও আত্মনির্ভর বাংলা গড়বে।' ভোটের দিন তৃণমূল বাধা তৈরি করতে পারে এই আশঙ্কা করে মোদি বলেছেন, 'ভোটদানের দিন তৃণমূলের গুন্ডারা যতই ভয় দেখাক আপনারা আইনের উপর ভরসা রেখে ভোট দেবেন।'

এদিন কোচবিহার বিমানবন্দরে বেশকিছু বিজেপি কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় মোদিকে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মোদি লিখেছেন, 'বিজেপির কর্মীরা জয়ের জন্য আত্মবিশ্বাসী। তাদের জন্য গর্বিত।' এদিনের জনসভায় গোটা কোচবিহার শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি যথাক্রমে অভিজিৎ বর্মন ও মিঠু দাস সহ ১৩ জন প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হন শীতলকুচির প্রার্থী সাবিত্রী বর্মন। নার্সিংহোম থেকে তিনি এদিন সভায় এসে যোগ দেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোদির জনসভার পর কিছুটা হলেও বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে পদ্ম শিবিরে। ভোটবাক্সে তার প্রভাব কতটা পড়বে তা বোঝা যাবে ৪ মে।

শ্রীরূপায় ক্ষোভ, বিরক্তি শাসকে

প্রথম পাতার পর

বারোদুয়ারির পাশের শৌচালয়টি তালাবন্ধ। দরবারি ঘোষ ওই পর্যটককে জানালেন, কিছুই নেই গৌড়ে। কত লোক আসেন এখানে। তাঁদের জন্য না আছে থাকার ব্যবস্থা, না আছে বিশ্রামের জায়গা। তাঁর আক্ষেপ, 'কেউ কিছু করেন না গৌড়ের জন্য।'

সাইকেলে বসেই দুধ বিক্রেতা সুভাষ ঘোষ বলে উঠলেন, 'আস্তে আস্তে গৌড়টা শেষ।' প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। মালদা জেলায় ইংরেজবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকায় আম বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে এখন প্রাচীন সেই নগরীর বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ। গঙ্গা-মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়ালেও এসবের সংরক্ষণ, পর্যটনের পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেই বাংলার অতীতের রাজধানীতে।

পর্যটক আসবেন কী, ছিটেফোঁটা বৃষ্টিতেও গৌড়ের রাস্তায় জল জমে। নেই নিকাশিনালা, পানীয় জলের ব্যবস্থা। রাস্তা থাকলেও সংস্কার নেই। স্থানীয়দের বসবাসই কঠিন হয়ে উঠছে। পার্বতী মণ্ডলের বাড়ির সামনে জমে রয়েছে বৃষ্টির জল। ক্ষোভ ঝরে পড়ল তাঁর গলায়, 'বুঝলেন তো মশাই, কেউ আসেন না দেখতে।' ভোটের কথায় তাঁর নিরাসক্ত জবাব, 'জানিই তো না কে বা কারা প্রার্থী! তবে ভোট দেব। কিন্তু কাজ যেন হয়।' মালদা জেলা সদরের বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ইংরেজবাজার। লাগোয়া গ্রামীণ এলাকাও আছে এই কেন্দ্রে। তৃণমূল ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকলেও উপনির্বাচন ছাড়া আর কখনও ইংরেজবাজারে জেতেনি। ২০১১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। ২০১৩ সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়ে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে পর্যটনমন্ত্রী হয়েছিলেন।

কিন্তু ২০১৬ সালে আবার পরাজিত হন নির্দল প্রার্থী নীহাররঞ্জন ঘোষের কাছে। নীহারও পরে তৃণমূলে যোগদান করেন। কৃষ্ণেন্দু-নীহারের সম্পর্ক কোনওদিনই মসৃণ নয়। নীহার তৃণমূলে যোগ দিলে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ে। সেই সময় কৃষ্ণেন্দুকে সরিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান করা হয়েছিল নীহারকে। তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবার কৃষ্ণেন্দুকে প্রার্থী করে তৃণমূল। নীহারকে চাঁচল বিধানসভায় কেন্দ্রে টিকিট দেয়।

কিন্তু বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর কাছে হেরে যান কৃষ্ণেন্দু। উন্নয়নের শিকে ছেঁড়ার আশায় ঘোর তৃণমূল জমানায় পদ্মের ফুল ফুটিয়েছিলেন ইংরেজবাজারের বাসিন্দারা। সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। ইংরেজবাজার শহরের গৌড় রোড মোড়ে চায়ের ঠেকে নৃপেন দাস বলছিলেন, পাঁচ বছরে বিধায়ককে সেভাবে দেখাই যায়নি। কাজ তো দূরের কথা। বিজেপি ভালো করেছে এবার প্রার্থী বদলে দিয়ে।

শ্রীরূপাকে নিয়ে এমন ক্ষোভ ইংরেজবাজারের আনাচে-কানাচে। এবার বিজেপির প্রার্থী দাপুটে নেতা অম্লান ভাদুড়ি। এই কেন্দ্রে এবার আর টিকিট পাননি কৃষ্ণেন্দু। আশিস কুণ্ডুকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। যাঁর কথা প্রার্থী ঘোষণার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কারও মনে আসেনি। তাঁকে প্রার্থী করায় তৃণমূলের একাংশের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সিপিএম প্রার্থী অম্বর মিত্র ইংরেজবাজারের প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন হলেও নির্বাচনি লড়াইয়ে এই প্রথম। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী পেয়েছিলেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭৫৫ ভোট। তৃণমূলের কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের ঝুলিতে গিয়েছিল ৮৭৬৫৬। তৃতীয় স্থানে ছিলেন সিপিএম প্রার্থী কৌশিক মিশ্র। গত লোকসভা নির্বাচনেও ইংরেজবাজার বিধানসভা আসনে এগিয়েছিল বিজেপি। বিধানসভা ভোটের তুলনায় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট বেড়েছিল ইংরেজবাজারে।

অতীতে কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি ইংরেজবাজারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হত গনি খানের পারিবারিক আবাস কোতুয়ালি ভবন থেকে। সেই ভবনের সঙ্গে ইংরেজবাজারের সম্পর্ক ক্রমশ ফিকে হয়েছে। প্রবীণ হাসমাত শেখ বলেন, 'আমাদের জন্য অনেক কাজ করেছেন বরকতদা। এখন আর সেদিন নেই।'

কংগ্রেসের প্রার্থী মাসুদ আলম! গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ ভোটাররা যাঁকে কমই চেনেন। ইংরেজবাজারের লড়াইটা এবার দ্বিমুখী। কংগ্রেস কতটা ভোট কেটে কার যাত্রাভঙ্গ করে, তার ওপর ফলাফল অনেকটা নির্ভর করছে। কিন্তু কার্যত কান্ডারিহীন তৃণমূল। শ্রীরূপার ওপর ক্ষোভ থাকলেও বিজেপি কিছুটা এগিয়ে থেকেই শুরু করেছে। গৌড় রোড মোড়ের সেই চায়ের দোকানে সবাই একমত, 'তৃণমূল কতটা মেকআপ করতে পারে, তার ওপর নির্ভর করছে হারজিত।

আন্দোলনে কারা, খুঁজছে এনআইএ

প্রথম পাতার পর

আমলিতলা এলাকার এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'আমাদের এখানে মহিলা বিচারকের গাড়ি ঘেরাও করে রাখার পেছনে যে সমস্ত মানুষ ছিল, তাঁদের মধ্যে একটা অংশ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দা। তবে সেখানে বহু অপরিচিত মুখও দেখা গিয়েছে।' সেই সমস্ত তরুণ কি আশপাশের গ্রামের বাসিন্দা? নাকি বিশেষ কোনও কারণে তাঁদের সেখানে প্রোজেক্ট করা হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছেন না ওই ব্যবসায়ী।

একই বক্তব্য কালিয়াচক-২ ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীদেরও। তাঁদের কথায়, বুধবার দুপুর থেকে ব্লক অফিস সংলগ্ন রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। ওই ভিড় ছিল এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষের। তবে ওই ভিড়ের মধ্যে যদি বাইরে থেকেও কেউ কেউ এসে মিশে যায়, তবে কোনওভাবেই কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আন্দোলন শান্তিপূর্ণ চলছিল। কিন্তু বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোথা থেকে উসকানি এল, তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

প্রশ্ন আরও রয়েছে। সুজাপুর হোক কিংবা মোথাবাড়ি, সেদিনের সেই আন্দোলন চলাকালীন রাস্তার ওপর দফায় দফায় খিচুড়ি রান্না করা হয়েছে। কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের সামনে মুড়ি দিয়ে 'টিফিন' সেরেছেন কয়েকশো মানুষ। বিডিও অফিসের ভেতরে যে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তাঁদের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। বোতলের পর বোতল ঠান্ডা পানীয় সরবরাহ করা হয়েছে। এসব খাদ্য-পানীয়ের টাকার জোগান এল কোথা থেকে? সেই বিনিয়োগের উৎস খুঁজতে শনিবার থেকে বিভিন্ন অছিলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে এনআইএ'র তদন্তকারী অফিসারদের। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদের আগুনে ঘি ঢালতে পারেন বহিরাগতরা।

অন্যদিকে, কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে বিচারকদের ঘেরাও করে রাখা ও পথ অবরোধ করে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে আরও ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। কালিয়াচক-২ ব্লক অফিস ঘেরাও করে রাখার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকে। বাকি চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাতালডাঙা এলাকায় অবরোধ করার জন্য। ধৃতদের একজনের বয়স ৬০ বছর হলেও বাকি সকলের বয়স ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে, ইংরেজবাজারের কমলাবাড়ি যদুপুর এলাকায় পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর সহ অবরোধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও চারজনকে। সব মিলিয়ে ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ও মোথাবাড়ি থানা এলাকায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৯।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সোমবার বিচারকদের হেনস্তার অভিযোগের ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করবে এনআইএ। জাতীয় তদন্তকারী এই সংস্থার একাধিক দল একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখছে। ঘটনার রাতে আটক হয়ে থাকা বিচারকদের বয়ানও রেকর্ড করেছে এনআইএ। বয়ান নেওয়া হয়েছে গাড়ির চালক সহ ব্লক অফিসের কর্মীদের। ঘটনার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ফান্ডিং কোথা থেকে হল সেদিকে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কথা কাটাকাটি, সেতু থেকে ঝাঁপ প্রেমিকের

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : বেড়াতে গিয়ে বিপত্তি! ঘুরতে বেরিয়ে কথা কাটাকাটি প্রেমিক ও প্রেমিকার। সেই কথা কাটাকাটিতেই সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল বছর চব্বিশের এক তরুণের। শনিবার রাতে সেবকের করোনেশন সেতুতে ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার সকাল থেকে ওই তরুণের খোঁজে এনডিআরএফ নামানো হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে, তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় ওই তরুণের পরিবারের হদিস পেয়েছে সেবক ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়া ওই তরুণের নাম অশোক বেসরা। তিনি মিলন মোড় এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার সকালেই অশোকের পরিবার করোনেশন সেতুতে ছুটে যান। তরুণের বাবা তারা বেসরা হতাশার সুরে বললেন, 'শনিবার সকালে ছেলে আর পাঁচটি দিনের মতোই কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। সন্ধ্যার পর থেকেই আর ফোনে পাচ্ছিলাম না। এমন কী ঘটনা হল, সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।'

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানান, শনিবার রাতে ফাঁড়ি থেকে ঘটনাটির ব্যাপারে জানানোর পরেই ওই তরুণের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণ পেশায় গাড়ি চালানোর কাজে যুক্ত। গত কয়েকবছর ধরে চালসার এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ওই তরুণের।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসে করে এসে ওই দুজন সন্ধ্যার দিকে মংপংয়ে নামে। এরপর পায়ে হেঁটে গল্প করতে করতে তাঁরা করোনেশন সেতুতে আসে। এরপর হঠাৎ করেই, ওই তরুণী করোনেশন সেতু সংলগ্ন এলাকায় থাকা ট্রাফিক কর্মীদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যান এবং ট্রাফিককর্মীদের কাছে প্রেমিকের ঝাঁপ দেওয়ার কথা জানান। তরুণী দাবি করেন, কথা কাটাকাটির কারণেই প্রেমিক ঝাঁপ দিয়েছেন। পরে চালসা থেকে তরুণীর পরিবার এসে তাঁকে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জমির বেআইনি কারবারে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : শনিবার রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ শ্যামল রায় নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে বেআইনি জমির কারবার সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। গত মাসের ১২ তারিখ মাটিগাড়া থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুম আদালতে তোলা হলে তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের আবহে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এলাকায় প্রায় ৮০০ ঝামেলাবাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বেরঙিন ছিল চৈত্র সেল। তবে সূর্যের দেখা মিলতেই জমে উঠল বাজার। রবিবার মহাবীরস্থানে। -সঞ্জীব সূত্রধর

পয়লা বৈশাখের দিন নিয়ম মেনে পুজো সেরে, খাতায় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে শুরু হত সারাবছরের হিসেবনিকেশ। খাতার প্রথম পাতায় পুরোনো বছরের হিসেবের জের টেনে নতুন হিসেব শুরু হত। তবে সময়ের বিবর্তনে সেই রঙিন দিনগুলো আজ শুধুই মায়াবী অতীত।

আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বেহালখাতার হিসেবনিকেশ

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, দরজায় কড়া নাড়ছে চৈত্র সংক্রান্তি। কিন্তু শহরের বাতাস থেকে যেন উধাও হয়ে গিয়েছে নতুন হালখাতার সেই চিরন্তন সুবাস। ডিজিটাল বিপ্লবের প্রবল জোয়ারে আজ বড় বেশি ম্লান বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যের প্রতীক, লাল কাপড়ে বাঁধানো সেই খাতা। কম্পিউটারের চকচকে স্ক্রিন আর সফটওয়্যারের ভিড়ে এখন আর হাতেকলমে হিসেব রাখার চল নেই বহু দোকানেই।

একসময় চৈত্র সংক্রান্তির সময় ঘনিয়ে এলেই শহরের বাজারগুলোতে এই খাতা কেনার ধুম পড়ে যেত। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ভিড়ে সরগরম থাকত দোকানগুলো। প্রতিদিনের বেচাকেনা, মহাজনের সঙ্গে লেনদেন এবং বাকিতে জিনিস কেনা ক্রেতাদের হিসেব রাখার জন্য আলাদা আলাদা খাতা কেনা হত তখন। এখন তো ব্যবসায়ীরা কয়েক ক্লিকেই সারাবছরের জমা-খরচের হিসেব মিলিয়ে ফেলেন ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে। ফলে সেই মোটা লাল খাতাগুলোর প্রয়োজনীয়তা এখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কিছু পুরোনো ব্যবসায়ী সংস্কৃতির টানে এই খাতা কেনেন বটে, তবে তা কেবলই প্রথা রক্ষার খাতিরে। পয়লা বৈশাখের দিন নিয়ম মেনে পুজো সেরে খাতায় সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু উৎসবের রেশ কাটতেই সেই খাতা ঠাঁই পায় ড্রয়ারে অথবা অন্ধকার তাকে।

হায়দরপাড়ায় একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে একমনে কাজ করছিলেন প্রবীর নন্দী। হালখাতার কথা শুনে একটু অবাক হয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বললেন, 'বেশ কয়েকবছর হল সে সব আর কেনা হয়নি। আগে প্রতিবছরই নববর্ষের আগে লাল কাপড়ে বাঁধানো সেই খাতা কেনা হত। দোকানে কম্পিউটার আসার পরও তা অব্যাহত ছিল। কয়েকবছর খাতাগুলো আনার পর ব্যবহার হত না। তাই এখন আর লাল খাতা কেনা হয় না।'

সুভাষপল্লিতে বাবার মুদির ব্যবসা এখন সামলাচ্ছেন দীপ সূত্রধর। তিনি বলছিলেন, 'ছোটবেলায় এই দোকানেই বাবাকে দেখতাম নববর্ষের খাতা কিনতাম। ৩৬৫টা পাতা রয়েছে এমন খাতা কিনতাম। তারিখ দিয়ে প্রতিদিনের পাতা ব্যবহার করতাম। এখন তো লাল খাতাটাই কেনা হয় না। ব্যালেন্স শিট, ডেইলি শিট সব এখন কম্পিউটারেই ঢুকে যায়।'

রেলগেটের কাছে হালখাতার দোকানে আয়োজন থাকলেও ক্রেতা নেই।

একই সুর শোনা গেল বিধান মার্কেটের প্রবীণ বস্ত্র ব্যবসায়ী অশোক সাহার কণ্ঠেও। তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'একটা পাতলা খাতা এখনও কিনি তবে সেটা পুজোয় দেওয়ার জন্য। পুজোর পর খাতার তেমন কোনও কাজ থাকে না। নতুন উদ্যমে আগে যেভাবে সেই খাতাটিকে ব্যবহার করা হত সেটা এখন আর হয় না। আগে দু'-তিনটে দিনে নতুন খাতা খুলতে। সেই খাতাটাকে জাদুর খাতা মনে হত। পুরোনো খাতা থেকে নতুন খাতায় হিসেব তুলব বলে আমিও বায়না করতাম। এখনও পুজো হয় তবে সেই খাতা আনা হয় না।'

লাল খাতার বিক্রি যে তলানিতে ঠেকেছে, তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন বিক্রেতারাও। মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী আনসারুল হকের কথায়, 'একসময় এই দোকান থেকেই হাজার হাজার হালখাতা বিক্রি হত। এখন অর্ধেকেরও বেশি কমে গিয়েছে বিক্রি। খাতাগুলো একই আছে তবে ক্রেতা নেই।' ফাঁকা পড়েছিল সেবক রোডের অমিত আগরওয়ালের দোকানও। সেখানে এক কর্মীকে একমনে খাতা সেলাই করতে দেখা গেল। অমিতের কথায়, 'দোকানভর্তি খাতা। বিগত বছরগুলোতে যেগুলো বিক্রি হয়নি সেগুলোও রয়ে গিয়েছে। এখন তো হালখাতার বিক্রি খুবই কমে গিয়েছে।'

একসময়ে হালখাতার প্রতিটি পাতার গন্ধে মিশে থাকত নতুন বছরের নতুন আশার কথা। আর এখন তা ডিজিটাল দুনিয়ায় শুধুই সহজ আর নির্ভুল হিসেবনিকেশ।

- পয়লা বৈশাখে কেউ কেউ একটা পাতলা খাতা এখনও কেনেন পুজো দেওয়ার জন্য
- আগে যেভাবে হিসেবের খাতা ব্যবহার করা হত সেটা এখন আর হয় না
- একসময় বাজারে হাজার হাজার হালখাতা বিক্রি হলেও এখন বিক্রি কমে গিয়েছে

৩৩ ওয়ার্ডে লিড পেতে কী দাওয়াই

অভিষেকের বার্তায় আজ নজর নেতাদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : শিলিগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে সোমবার শিলিগুড়িতে জনসভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকে বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ডগুলিতে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে লিড পেতে অভিষেক কী 'দাওয়াই' দেন সেদিকেই তাকিয়ে শহরের নেতারা।

'২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে অভিষেক বলেছিলেন, যে সমস্ত এলাকায় দলীয় প্রার্থী লিড পাবে না, সেখানে সেখানে দল এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে বদল আনা হবে। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'পঞ্চায়েত, পুরসভার ভোটে নিজের জন্য পরিশ্রম করবেন, আর বিধানসভা, লোকসভা ভোট এলে গা এলিয়ে বেড়াবেন এটা চলবে না।' বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসন জিততে অভিষেক দলের নেতা-নেত্রীদের একই বার্তা দেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্কুয়াল অবশ্য বলছেন, 'এবার পুরনিগমের প্রায় সবক'টি ওয়ার্ড থেকেই আমরা লিড নেব এবং আমাদের প্রার্থীই জিতবেন। মানুষ রাজ্যের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আমাদের ভোট দেবেন।' এদিকে, শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব জানালেন, অভিষেকের সভা নিয়েও দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ থেকে ৩০ এবং ৪৫, ৪৬, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি বিধানসভা। অন্যদিকে, ৩১ থেকে ৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ড ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত। '২২-এর পুরভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভার মধ্যে থাকা ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টিতে তৃণমূলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এমনকি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মধ্যে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের প্রতিটিই তৃণমূলের দখলে। তবে, দু'বছরের মাথায় '২৪-এর লোকসভা ভোটে পুরনিগমের দুটি ওয়ার্ড বাদে বাকি সব ওয়ার্ডেই তৃণমূল প্রচুর ভোটে পিছিয়ে যায়। বিধানসভার নিরিখে শিলিগুড়িতে ৬৬ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডেই প্রায় ২৫ হাজার ভোটে তৃণমূল পিছিয়ে গিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে এবারও পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ক'টিতে লিড নেওয়া সম্ভব হবে তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই সংশয় রয়েছে। মহানন্দা নদীর উত্তর পাড়ের ওয়ার্ডগুলিই শুধু নয়, শিলিগুড়ি বিধানসভার মধ্যে থাকা বাকি একাধিক ওয়ার্ড নিয়েও খুব বেশি নিশ্চিত নন দলের নেতা-নেত্রীরা। এর মূলেই রয়েছে, ভোটে জেতার পর থেকে কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশের কার্যত মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। এমনকি পুকুর চুরি, বেআইনি নির্মাণে কাউন্সিলাররা মদত দেওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই শহরবাসীর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। তাছাড়া সব কাউন্সিলার যে কোমড় বেঁধে ভোট প্রচারে নেমেছেন তেমন নয়। দলের জেলা কমিটির নেতা-নেত্রীদের সকলকে সেভাবে ভোটের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে না।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড শিলিগুড়িতে সভা করবেন। শিলিগুড়ি এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি জিততে তিনি পুরনিগমের কাউন্সিলারদের পাশাপাশি দলের নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেবেন সেটা নিয়েই এখন বড় কৌতূহল শাসকদলের নেতাদের মধ্যেই।

- সোমবার গৌতম দেবের সমর্থনে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
- শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় লিড পেতে অভিষেক কী বার্তা দেবেন সেদিকে তাকিয়ে নেতারা
- '২৪-এর লোকসভা ভোটের নিরিখে দুটি বাদে সব আসনেই পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল

ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন নিয়ে দুই ফুলের লড়াই

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বাড়ির দেওয়ালে বিজেপির দেওয়াল লিখনে নতুন বিতর্ক বাধল শহরে। একই ওয়ার্ডে অন্য একটি বাড়িতে বিনা অনুমতিতে দেওয়াল লিখনেরও অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। যথারীতি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৃথক দুটি ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। অভিযোগ পেতেই কমিশনের তরফে ওই দুটি দেওয়াল লিখন ঢেকে দেওয়া হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। অন্যদিকে, এই ঘটনার রেশ না কাটতেই রবিবার রাতে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের উধম সিং সরণির কালীবাড়ি রোডে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের ফ্লেক্সের ওপর নরেন্দ্র মোদির স্টিকার সেঁটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার নিন্দা করেন গৌতম।

বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট বাড়িতে নির্বাচনি প্রচার সংক্রান্ত দেওয়াল লিখন, ফ্লেক্স লাগানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এমন নিষেধাজ্ঞাকে আমল দেয় না। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপিও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। এমনই একটি বাড়ির মালিক তৃণমূল কর্মী বাবলু ভদ্র বলেন, 'আমি বাড়িতে ছিলাম না। সেসময় বিজেপির লোকজন পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত কিছু না জানিয়েই দেওয়াল লিখন করে। বিষয়টি নজরে আসতেই তা দলীয় নেতৃত্বকে জানাই।' তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রত্যুষ চক্রবর্তী বলেন, 'নির্দিষ্ট ওই দেওয়ালটি প্রচারের কাজে ব্যবহারের জন্য বাড়ির মালিক তথা দলীয় কর্মী বাবলু ভদ্রের কাছ থেকে আমাদের অনুমতি নেওয়া ছিল। কিন্তু হঠাৎই প্রার্থীর প্রচারের জন্য বিজেপি দেওয়ালটি দখল করে নেয়।' অভিযোগ, অন্ডারপাস সংলগ্ন এলাকাতেও বিনা অনুমতিতে দেওয়াল লিখন করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তৃণমূল অভিযোগ জানায় কমিশনকে। তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ করে কমিশন। তবে বিষয়টি তাঁর জানা নেই এবং এ ব্যাপারে খোঁজ নেবেন বলে জানান বিজেপি প্রার্থী শংকর।

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে ফ্ল্যাগ ও ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ তোলেন গৌতম। তিনি বলেন, 'বিজেপি টাকা দিয়ে এসব করাচ্ছে। এই কাজে নম্বরবিহীন টোটো ও মোটরবাইক ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের কাছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ রয়েছে। এনিয়ে কমিশনে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। পুলিশও কোনও পদক্ষেপ করছে না।' গৌতমের অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকরের দাবি, 'বিজেপির লোক যদি ছিঁড়ে থাকে, তবে পুলিশে অভিযোগ জানাক। ফুটেজ প্রকাশ করুক।'

অন্যদিকে, নির্বাচনি কার্যালয় থেকে তাঁদের দলীয় পতাকা খুলে তৃণমূলের পতাকা লাগানোর অভিযোগে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএম প্রার্থী সমন পাঠক। এর আগেও শহরের ২ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা পুলিশের নজরে এনেছিল সিপিএম। শরদিন্দু বলেন, 'আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। তবে আমরা ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকব না।' অভিযোগ-পালটা অভিযোগের মাঝে নিউ সিনেমা রোড এলাকার একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। যাতে দেখা যাচ্ছে, রাত ১২টা নাগাদ এক ব্যক্তি রাস্তার ধারে লাগানো বিজেপির একটি ফ্ল্যাগ খুলে নিকাশিনালায় ফেলছে।

ঝান্ডা বদল

ইসলামপুর, ৫ এপ্রিল : ভোটের আগে রবিবার বিজেপির কাউন্সিলার যোগদান করলেন তৃণমূলে। ইসলামপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানিক দত্ত গত পুরভোটে তৃণমূল ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। তারপর দল তাঁকে বহিষ্কার করে। এমনকি পুরভোটের দিন তৃণমূলের কর্মীরা মানিককে বেধড়ক মারধর করে ছাপ্পা ভোট করানোর অভিযোগ তোলেন। সেই সময় এ নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল শহরে। মানিকের স্ত্রী ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার। গত লোকসভা ভোটে মানিক বিজেপির ঝান্ডা ধরেন। এদিন পুর বাস টার্মিনাস এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে মানিকের যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মানিকের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল প্রার্থী তথা ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

আজ দেব-শো

ইসলামপুর, ৫ এপ্রিল : সোমবার ইসলামপুর আসনে তৃণমূল প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়ালের সমর্থনে রোড শো করবেন দলের সাংসদ তথা সুপারস্টার দেব। উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি কৌশিক গুন বলেন, 'দেবের হেলিকপ্টার সকাল সাড়ে ১১টায় স্টেট ফার্ম কলোনির মাঠে নামবে। সেখান থেকে তিনি রোড শো শুরু করবেন। শহরের মিলনপল্লি এলাকায় রোড শো শেষ হবে।' দেবের রোড শো ঘিরে তৃণমূলে যেমন সাজোসাজো রব উঠেছে। তেমনি শহরে তৈরি হয়েছে দেবকে দেখার উন্মাদনা।

বার্ষিক মহোৎসব

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : ভারত সেবাশ্রম সংঘের বার্ষিক মহোৎসব শনিবার থেকে শুরু হয়েছে সুভাষপল্লিতে। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। রবিবার অন্নকূট উৎসব ছিল। আয়োজকরা জানান, এদিন কমবেশি সাত হাজার মানুষের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়েছে। অনেকে এদিন দীক্ষা নিয়েছেন। এদিন সেখানে শিলিগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল এবং বিজেপি দুই দলের প্রার্থীরা গিয়েছিলেন।

ভোটে পরিবেশ যুক্ত করার উদ্যোগ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : ভোটের আবহে জোরদার প্রচার চলছে। যে দলই প্রচারে বের হচ্ছে সবার বেশ নজর কাড়ছে। কেমন হয় যদি এই প্রচারে পরিবেশ রক্ষার বার্তাকেও জুড়ে দেওয়া যায়! উত্তরবঙ্গের অন্যতম পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) এবং রাজ্যের বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনের যৌথ প্ল্যাটফর্ম সবুজ মঞ্চ এ নিয়েই উদ্যোগী হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের হাতে একগুচ্ছ দাবি সংবলিত একটি বিশেষ দাবিসনদ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রার্থীরা যেন তাঁদের নির্বাচনি প্রচারে পরিবেশের সংকটের কথা তুলে ধরেন এবং তা সমাধানের আশ্বাস দেন বলে পরিবেশপ্রেমীদের দাবি। জয়ী হওয়ার পর বিধানসভাতেও তাঁরা এ নিয়ে উদ্যোগী হবেন বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিবেশকর্মীদের এই দাবিসনদে প্লাস্টিক দূষণ রোধ, মহানন্দা সহ বিভিন্ন নদী বাঁচানো, বর্জ্য ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বায়ু দূষণ রোধ এবং ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রয়েছে। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত এই সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত। পাশাপাশি, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। ভোট প্রচারের সময় তাঁরা যেন কোনওভাবেই প্লাস্টিক, থার্মোকিল বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কোনও প্রচারসামগ্রী ব্যবহার না করেন বলে পরিবেশপ্রেমীদের তরফে প্রার্থীদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। বিশেষ করে গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে ব্যানার লাগানোর বিষয়ে কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

রবিবার ন্যাফের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ন্যাফের সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার বলেন, 'পরিবেশের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর তার সমাধানের অপেক্ষা করা বোকামি। বহু প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যা অবশিষ্ট আছে তাকে রক্ষা করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ। কারণ নদী বা অরণ্য একবার হারিয়ে গেলে তা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।' ন্যাফের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তথা সবুজ মঞ্চের রাজ্য সহ সভাপতি অনিমেষ বসু বললেন, 'রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারে যে হাজার হাজার প্লাস্টিকের পতাকা ও ফেস্টুন ব্যবহার করে তা বন্ধ করতে আমরা প্রত্যেক প্রার্থীর কাছে আবেদন রাখছি।' প্রার্থীদের অনেকেই সেই আবেদনে সাড়া দিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ির স্থানীয় সমস্যার পাশাপাশি গোটা রাজ্যের জন্য হিমালয় সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন, ক্রমবর্ধমান শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সহ আরও বেশকিছু দাবিও এই সনদে জোরালোভাবে রাখা হয়েছে। যে প্রার্থীরা সংগঠনের কার্যালয়ে আসছেন তাঁদের হাতে সরাসরি এই দাবিসনদ তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং যাঁরা আসতে পারছেন না তাঁদের কাছেও দাবিসনদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে অনিমেষ জানান। এদিনের সম্মেলনে ন্যাফের সভাপতি শংকর মজুমদার, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শৈবাল মিত্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাফের অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে কর্তারা। রবিবার।

- পরিবেশ রক্ষার আর্জি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার সমস্ত প্রার্থীর হাতে একগুচ্ছ দাবি সংবলিত বিশেষ দাবিসনদ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ
- পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ এবং রাজ্যের বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনের যৌথ প্ল্যাটফর্ম সবুজ মঞ্চ এ নিয়েই উদ্যোগী হয়েছে
- বেশ কয়েকজন প্রার্থীর হাতে এই দাবিসনদ তুলে দেওয়া হয়েছে, দ্রুত ফল মিলবে বলে পরিবেশপ্রেমীরা আশাবাদী

যান নিয়ন্ত্রণে শিলিগুড়িতে আজ কড়াকড়ি

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে কেন্দ্র করে সোমবার একাধিক বিধিনিষেধ জারি করতে চলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। অভিষেকের যাতায়াতের পথে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় সেজন্য দুপুর থেকেই হিলকার্ট রোডের দু'পাশের পার্কিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার সময় সভা হওয়ায় এনজেপি স্টেশনগামী যাত্রীদের যাতায়াতের বিষয় মাথায় রেখে গোরাপ মোড়ের বদলে গেটবাজার থেকে গাড়ি ঘোরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া হেলিপ্যাড থেকে মাল্লাগুড়ির বিলাসবহুল হোটেলে যাওয়ার সময় চম্পাসারি ও দাগাপুরের রাস্তায় সাময়িকভাবে যান চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, হিলকার্ট রোড ধরে অভিষেকের যাওয়া-আসার সময় কোর্ট মোড় এবং বিধান রোড থেকে ভেনাস মোড়ের দিকে আসা গাড়ির ওপরও বিধিনিষেধ জারি থাকবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'ট্রাফিকের বিষয় মাথায় রেখে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, পুলিশের তরফে সকাল থেকেই বিশেষ নজরদারি রাখা হবে। ড্রোনে নজরদারি রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশের বিশেষ টিম মোতায়েন থাকবে।

অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : ভক্তিনগর থানার পুলিশ শনিবার গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে দেশি পিস্তল ও কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সুলতান আলি নামে ওই ব্যক্তিকে শালুগাড়া বাজার পোস্ট অফিসের কাছে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ কাউকে পাচার করার উদ্দেশ্যেই সে ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক একাধিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ধৃত অপরাধমূলক কোনও কাজ সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল কি না, তা নিয়েও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

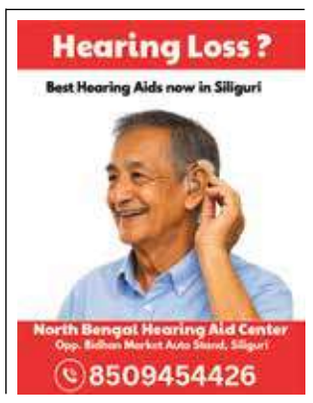

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার খুঁটিনাটি

মোনালিসা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, এনবিএস কলেজ অফ এডুকেশন, জলপাইগুড়ি*

উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করতে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। যারা একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রবেশ করতে চলেছ, তারা এখন থেকেই তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য পড়াশোনা শুরু করে দাও। আজকে প্রস্তুতির সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।

নির্দেশ : প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো।

১। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী?
A) মেধাবী শিক্ষার্থীদের আলাদা শিক্ষা
B) সকল শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষা প্রদান
C) অক্ষম শিক্ষার্থীদের পৃথক রাখা
D) শুধুমাত্র পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে একই শিক্ষা ব্যবস্থায় শেখার সুযোগ প্রদান করে।

২। ভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন শিশু বলতে কী বোঝায়?
A) অসুস্থ ব্যক্তি
B) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি
C) দরিদ্র ব্যক্তি
D) অশিক্ষিত ব্যক্তি
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হল তারা, যাদের শারীরিক, মানসিক বা বৌদ্ধিক কারণে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন হয়।

৩। অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী কারা?
A) যারা কম নম্বর পায়
B) যাদের শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে
C) যারা দুষ্টুমি করে
D) যারা অনিয়মিত
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : শারীরিক, মানসিক বা সংবেদনগত সীমাবদ্ধতার কারণে যাদের বিশেষ সহায়তা দরকার হয়, তারা অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী।

৪। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কী?
A) শাস্তি প্রদান
B) শুধু পাঠদান
C) সহায়ক ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করা
D) কেবল পরীক্ষা নেওয়া
সঠিক উত্তর : C
ব্যাখ্যা : শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করে সমতাভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করেন।

৫। অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য কোনটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?
A) আলাদা রাখা
B) উপেক্ষা করা
C) সহায়ক উপকরণ ও সহানুভূতি
D) কঠোর নিয়ম
সঠিক উত্তর : C
ব্যাখ্যা : সহায়ক উপকরণ ও সহানুভূতিশীল আচরণ তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

৬। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?
A) বৈষম্য
B) সমতা ও অধিকার
C) প্রতিযোগিতা
D) বিচ্ছিন্নতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : এটি সকলের সমান অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

৭। ভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত?
A) অবহেলাপূর্ণ
B) সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতামূলক
C) কঠোর
D) উপহাসমূলক
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সহানুভূতিশীল আচরণ তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

৮। অক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কোথায় হওয়া উচিত?
A) শুধুমাত্র বিশেষ বিদ্যালয়ে
B) সাধারণ বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থায়
C) বাড়িতে
D) আলাদা কক্ষে
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সাধারণ বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা তাদের সমাজের মূল ধারায় যুক্ত রাখে।

৯। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত?
A) একরকম
B) নমনীয় ও উপযোগী
C) কঠোর
D) সীমিত
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় পরিকল্পনা শেখাকে কার্যকর করে।

১০। বৈষম্যমুক্ত শিক্ষা কী নিশ্চিত করে?
A) আলাদা শ্রেণি
B) সমান মর্যাদা ও সুযোগ
C) কঠোর নিয়ম
D) সীমাবদ্ধতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : বৈষম্যমুক্ত শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

১১। সংবেদনগত প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ কোনটি?
A) দৃষ্টিহীনতা
B) অলসতা
C) অনিয়ম
D) দারিদ্র্য
সঠিক উত্তর : A
ব্যাখ্যা : দৃষ্টি বা শ্রবণজনিত সীমাবদ্ধতা সংবেদনগত প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্ত।

১২। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ কোনটি?
A) চলাফেরায় অক্ষমতা
B) লজ্জাশীলতা
C) ভুলে যাওয়া
D) অনিয়ম
সঠিক উত্তর : A
ব্যাখ্যা : চলাচলে অসুবিধা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার একটি উদাহরণ।

১৩। মানসিক প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝায়?
A) দারিদ্র্য
B) বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা
C) অলসতা
D) অনিয়ম
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : জ্ঞানীয় বিকাশে সীমাবদ্ধতা থাকলে তা মানসিক প্রতিবন্ধকতা।

১৪। সহায়ক প্রযুক্তির উদাহরণ কী?
A) খাতা
B) ব্রেইল লিপি
C) কলম
D) ব্ল্যাকবোর্ড
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ব্রেইল লিপি দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়তা করে।

১৫। অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ের পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত?
A) প্রতিযোগিতামূলক
B) সহযোগিতামূলক ও সহানুভূতিশীল
C) কঠোর
D) বিভাজিত
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সহযোগিতামূলক পরিবেশ সকল শিক্ষার্থীর বিকাশে সহায়ক।

১৬। সহপাঠীদের ভূমিকা কী?
A) উপহাস করা
B) সহযোগিতা করা
C) দূরে থাকা
D) প্রতিযোগিতা করা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সহপাঠীদের সহযোগিতা সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ।

১৭। পরিবার কেন গুরুত্বপূর্ণ?
A) নিয়ন্ত্রণের জন্য
B) মানসিক সমর্থনের জন্য
C) বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য
D) শাস্তির জন্য
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : পরিবার শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

১৮। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
A) একই শিক্ষা
B) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা
C) কঠোর নিয়ম
D) প্রতিযোগিতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : এটি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ দেয়।

১৯। নমনীয় মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?
A) শাস্তি
B) প্রকৃত দক্ষতা যাচাই
C) আলাদা করা
D) সীমাবদ্ধতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : নমনীয় মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বাস্তব অগ্রগতি নির্ণয় করে।

২০। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কী নিশ্চিত করে?
A) বিভাজন
B) সমান অংশগ্রহণ
C) বৈষম্য
D) সীমাবদ্ধতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : এটি সকলকে সমাজে সমানভাবে যুক্ত করে।

২১। ইতিবাচক মনোভাব কেন প্রয়োজন?
A) ভয় দেখাতে
B) শেখার আগ্রহ বাড়াতে
C) নিয়ন্ত্রণ করতে
D) আলাদা করতে
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : ইতিবাচক মনোভাব শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে।

২২। সচেতনতা কী বৃদ্ধি করে?
A) বৈষম্য
B) গ্রহণযোগ্যতা
C) প্রতিযোগিতা
D) বিভাজন
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সচেতনতা সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি করে।

২৩। সহায়ক প্রযুক্তির উদ্দেশ্য কী?
A) জটিল করা
B) সহজ করা
C) আলাদা করা
D) নিয়ন্ত্রণ করা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : এটি শিক্ষাকে সহজ ও প্রাপ্তিযোগ্য করে।

২৪। সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য কী?
A) বিভাজন
B) সমান সুযোগ প্রদান
C) কঠোর নিয়ম
D) প্রতিযোগিতা
সঠিক উত্তর : B
ব্যাখ্যা : সমান অধিকার বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করে।

ব্যাখ্যা : অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সমতা, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যাকরণে কারক সম্পর্কিত আলোচনা

গায়ত্রী রায়, *শিক্ষক বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি*

তোমরা সকলেই জানো মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণে বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর থাকে যার পূর্ণমান ১ নম্বর। তাই ব্যাকরণের অংশগুলো ভালো করে বুঝে, প্রশ্নোত্তর সহ নিয়মিত অনুশীলন করলে তোমরা সকলেই ভালো নম্বর তুলতে পারবে।

● কারক কাকে বলে?

বাক্যে অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় নামপদের যে সম্বন্ধ তাকেই কারক বলে।

● বিভক্তি কাকে বলে?

যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ কিংবা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ ও ধাতুকে পদে পরিণত করে কারক, অকারক ও ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করতে সাহায্য করে তাকেই বিভক্তি বলে।

● বিভক্তি শব্দের অর্থ কী?

বিভক্তি শব্দের অর্থ হল- বিভাজন বা বণ্টন।

● তির্যক বিভক্তি কী?

যে বিভক্তি একাধিক কারকে প্রযুক্ত হয় তাকে তির্যক বিভক্তি বলে। এ, য়, য়ে, তে, কে- এই বিভক্তিগুলি প্রতিটি কারকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- গড়তে জানে সে চির সুন্দর এখানে 'গড়তে' পদটির সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। (এ বিভক্তি প্রয়োগে)

● শব্দ বিভক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দটিকে পদে পরিণত করে বাক্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলে তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন- সবাই চমকে গেল। -এখানে 'চমক' পদটির সঙ্গে 'এ' শব্দ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

● শূন্য বিভক্তি কী?

যে বিভক্তি শব্দের পরে যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে পরিণত করে কিন্তু নিজে অপ্রকাশিত থাকে তাকে শূন্য বিভক্তি বলে। যেমন- শিল্পা বালিগঞ্জ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। এখানে 'বালিগঞ্জ' পদটি শূন্য বিভক্তির উদাহরণ।

● অনুসর্গের অপর নাম কী?

অনুসর্গের অপর নাম হল 'পরসর্গ' বা 'কর্মপ্রবচনীয়' বা 'সম্বন্ধীয়'।

● বিভক্তি ও অনুসর্গের একটি পার্থক্য লেখো?

বিভক্তির নিজস্ব কোনও অর্থ নেই। উদাঃ 'এ' (ঘরে) অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে। উদাঃ 'দিয়ে' (মন দিয়ে)

● শব্দজাত অনুসর্গের একটি উদাহরণ দাও।

শরৎচন্দ্র কর্তৃক 'পথের দাবী' উপন্যাস রচিত হয়। এখানে 'কর্তৃক' পদটি শব্দজাত অনুসর্গের উদাহরণ।

● বাংলায় কী দেখে কারক নির্ণয় করা হয়?

বাংলা ভাষায় বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক দেখে কারক নির্ণয় করা হয়।

● প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তার উদাহরণ দাও?

প্রযোজক কর্তা- শিক্ষক ছাত্রকে বাংলা লেখা শেখালেন। এখানে 'শিক্ষক' প্রযোজক কর্তার উদাহরণ। কারণ শিক্ষক নিজেই কাজটি করছে।

প্রযোজ্য কর্তা- মা মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন। এখানে 'মেয়েকে' প্রযোজ্য কর্তার উদাহরণ। কারণ মার প্রেরণায় মেয়ে কাজ করছে।

● নির্দেশক কী?

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোনও ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদের শেষে যুক্ত হয়ে তার সংখ্যা একবচন না বহুবচন নির্ণয় করে, তাকে নির্দেশক বলে। যেমন- ছেলেটি, ফুলগুলো। এখানে 'টি' আর 'গুলো' পদদ্বয় নির্দেশকের উদাহরণ।

● নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?

কোনও বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া দুই ধরনের কর্তা থাকলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক কর্তাটিকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে। যেমন- তুমি এলে আমি যাব। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'তুমি' হল নিরপেক্ষ কর্তা।

● অকারক পদগুলি কারক নয় কেন?

অকারক পদ অর্থাৎ সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যে অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক থাকে না। তাদের সম্পর্ক থাকে বাক্যে অন্তর্গত নামপদের সঙ্গে, তাই তারা কারক নয়।

● শূন্য বিভক্তি কোন বিভক্তির নামান্তর?

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, শূন্য বিভক্তি আসলে 'অ' বিভক্তির নামান্তর।

● কালাধিকরণের উদাহরণ দাও?

বিকেল পাঁচটায় বাস ছাড়বে।

এখানে 'পাঁচটায়' পদটি কালাধিকরণের উদাহরণ।

● বাক্যের শুরুতে নির্দেশকের ব্যবহার দেখাও।

খান দুই আম নিয়ে এসো।

এখানে 'খান' শব্দটি নির্দেশককে নির্দেশ করছে।

● অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দাও।

ট্রেনটি রানাঘাট ছাড়ল।

এখানে 'রানাঘাট' অপাদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তির উদাহরণ।

● 'উহ্য' কর্তা কাকে বলে?

যে বাক্যে ক্রিয়া দেখে কর্তার উপস্থিতি বোঝা যায়, কিন্তু মূল বাক্যে কর্তাটি একেবারেই অনুপস্থিত থাকে তাকে উহ্য কর্তা বলে। যেমন---(তুমি উহ্য) কোথায় যাবে?

● বিভক্তি ও অনুসর্গ উভয়ের ব্যবহার ঘটে এমন দুটি কারকের নাম লেখো।

করণ ও নিমিত্ত কারকের উদাহরণ।

● সমধাতুজ কর্তা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়া যদি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন-গাজনের বাজনা বাজা। এখানে 'বাজনা বাজা' একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

● সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের একটি পার্থক্য লেখো।

সম্বন্ধ পদগুলি সাধারণত 'র' 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন- তার তুলির আঁচড় অসামান্য। এখানে 'তুলির' পদটি সম্বন্ধ পদকে নির্দেশ করছে।

সম্বোধন পদ সাধারণত শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন- ও মা, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। এখানে 'ও মা' পদটি সম্বোধন পদকে নির্দেশ করছে।

● নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো--

ক. মন্দিরে বাজছিল পুজোর ঘণ্টা। এখানে 'মন্দিরে' অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।

খ. 'কহ দাসে লঙ্কার কুশল'। এখানে 'কুশল' কর্মকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

গ. 'সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন বৈরাগী'। এখানে 'সিঁড়ি থেকে' অপাদান কারকে 'থেকে' অনুসর্গ, যা বিভক্তির কাজ করেছে।

ঘ. করণ কারকের বীপ্সার একটি উদাহরণ দাও। পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ সিনেমা হলের দেওয়াল। এখানে 'পোস্টারে পোস্টারে' করণে বীপ্সার উদাহরণ।

ঙ. পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে। এখানে 'পৃথিবী' কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।

চ. অন্ধজনে দেহ আলো। এখানে 'অন্ধজনে' নিমিত্তি কারকে 'এ' বিভক্তি।

● বাংলা ব্যাকরণে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয় কেন?

অনুসর্গ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে অন্বিত হতে সাহায্য করে আর তার সঙ্গেই ক্রিয়ার কারক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

হরমোন বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক তপসিখাতা হাইস্কুল আলিপুরদুয়ার*

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

১. হরমোনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখো।

উঃ গ্রিক শব্দ 'হরমাও' থেকে হরমোন কথাটি এসেছে, যার অর্থ হল 'আমি জাগ্রত করি'।

২. ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

উঃ যখন কোনও গ্রন্থির ক্ষরণ অন্য আরেকটি গ্রন্থির ক্ষরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সে পদ্ধতিকে ফিডব্যাক নিয়ন্ত্রণ বলে।

৩. কাকে প্রথম দূত ও কাকে দ্বিতীয় দূত বলা হয়?

উঃ হরমোনকে সাধারণত প্রথম দূত বা প্রথম বার্তাবহ বলা হয়। যা বহু ক্ষেত্রে কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের বার্তা সরাসরি বহন করে DNA অণুর ট্রান্সক্রিপশন ঘটায়; আবার অনেক ক্ষেত্রে অ্যাডিনাইলেট সাইক্লেজ (AC)-কে সক্রিয়করণের মাধ্যমে cAMP এর দ্বারা বার্তাকে সঞ্চারিত করে DNA অণুর ট্রান্সক্রিপশন ঘটায়। তাই cAMP বা সাইক্লিক অ্যাডিনোসিন মনো ফসফেটকে দ্বিতীয় দূত বা দ্বিতীয় বার্তাবহ বলা হয়।

৪. ট্রপিক হরমোন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ যে সকল হরমোন অন্যান্য অন্তক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ/উদ্দীপিত করে তাদের ট্রপিক হরমোন বলে। যেমন- TSH, ACTH, STH ইত্যাদি

৫. ক্যালরিজেনিক হরমোন কাকে বলে?

উঃ যে হরমোন কলাকোষে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে অধিক তাপ উৎপন্ন করে ও তৎসহ BMR বৃদ্ধি করে, তাকে ক্যালরিজেনিক হরমোন বলে। যেমন- থাইরক্সিন হরমোন।

৬. থাইরক্সিন হরমোনের অগ্রদূত অণু বা প্রিকারসার মলিকিউলটি কী?

উঃ থাইরক্সিন হরমোনের প্রিকারসার মলিকিউলটি হল টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড।

৭. টাইপ ওয়ান (Type I) ও টাইপ টু (Type II) ডায়াবিটিস মেলিটাসের একটি মুখ্য পার্থক্য লেখো।

উঃ টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস মেলিটাস ইনসুলিনের অভাবে হয়, এক্ষেত্রে কোষে ইনসুলিন গ্রাহকের যথাযথ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

টাইপ টু ডায়াবিটিস মেলিটাস মূলত ইনসুলিন গ্রাহকের ধ্বংস অথবা নিষ্ক্রিয়তার জন্য হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে দেহে ইনসুলিনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না।

৮. হাইপার গ্লাইসিমিক হরমোন বলতে কী বোঝো?

উঃ যখন কোনও ব্যক্তি উপবাস করে থাকেন তখন তাঁর রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজ ব্যবহৃত হয়ে, গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন,

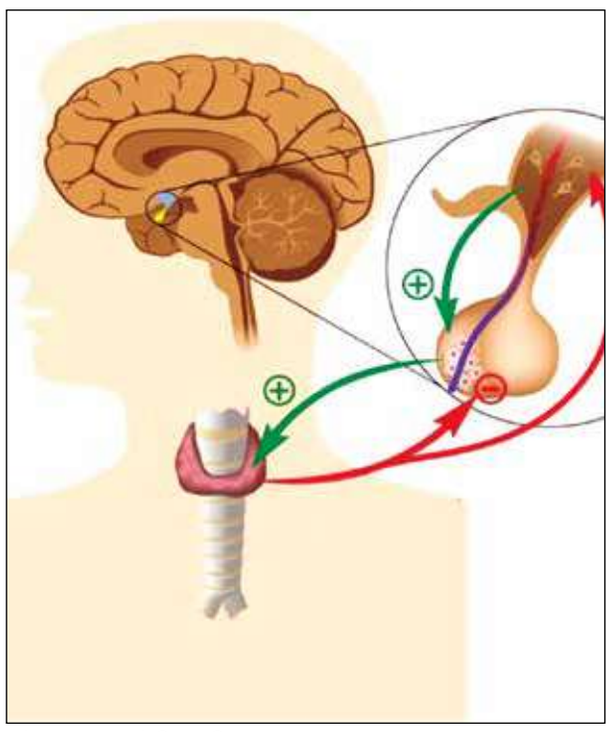

গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ভেঙে আরও বেশি করে গ্লুকোজ সৃষ্টি করে এবং রক্তে গ্লুকোজের ঘাটতি পূরণ করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করে গ্লুকাগন হরমোন, তাই একে হাইপারগাইসিমিক হরমোন বলা হয়।

৯. কোন হরমোন রক্তে LDL -এর পরিমাণ কমিয়ে HDL -এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে?

উঃ ইস্ট্রোজেন।

১০. দুগ্ধ উৎপাদন, নিঃসরণকারী, দুগ্ধে ফ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী হরমোনের নাম লেখো।

উঃ দুগ্ধ উৎপাদনে সাহায্যকারী হরমোনটি হল প্রোল্যাক্টিন এবং দুগ্ধ নিঃসরণকারী হরমোনটি হল অক্সিটোসিন। দুগ্ধে ফ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী হরমোনের নাম হল থাইরক্সিন।

১১. মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম লেখো।

উঃ মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থটি হল পিনিয়াল গ্রন্থি।

১২. ইনসুলিন শক কী?

উঃ কোনও কারণে ডায়াবিটিস মেলিটাস রোগীকে বাড়তি ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়া হলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, একে ইনসুলিন শক বলে।

১৩. অ্যাড্রিনালিন হরমোনের কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো।

উঃ i) হাঁপানির টান উঠলে অ্যাড্রিনালিন প্রয়োগ করে শ্বাসতন্ত্রের প্রসারণ ঘটানো হয়, যার ফলে হাঁপানির টান কমে যায়।

ii) চক্ষু পরীক্ষার সময় অ্যাড্রিনালিন প্রয়োগ করে তারারন্ধ্র বড় করা হয়।

iii) হৃৎস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

১৪. মানবদেহের বৃহত্তম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নাম কী?

উঃ মানবদেহের বৃহত্তম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থটি হল থাইরয়েড গ্রন্থি।

১৫. অ্যাড্রিনাল ভিরিলিজম বলতে কী বোঝো?

উঃ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অতিরিক্ত বৃদ্ধি বা টিউমার হওয়ার জন্য পরিণত মহিলার দেহে অ্যান্ড্রোজেন জাতীয় স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়; যার ফলে মহিলাদের দাড়ি, গোঁফ, পেশি বৃদ্ধি, পুরুষালি গলার স্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। একে অ্যাড্রিনাল ভিরিলিজম বলে।

পায়েল সাহা, *প্রাক্তন শিক্ষক নারায়না স্কুল শিলিগুড়ি*

১. কোন হরমোনের ক্ষরণ ডায়াবিটিস মেলিটাস আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ঘটে না?
উত্তর : ইনসুলিন।

২. মহিলাদের ক্ষেত্রে, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলকে উদ্দীপিত করে যে হরমোনটি নিঃসরণ করে তা হল _____।
উত্তর : ইস্ট্রোজেন।

৩. জিব্বেরেলিন হরমোন উদ্ভিদের পাতার অকাল মোচন রোধ করে। সত্য না মিথ্যা।
উত্তর : মিথ্যা।

৪. আয়োডিনের অভাবে _____ হরমোনের সংশ্লেষ ব্যাহত হয়।
উত্তর : থাইরক্সিন।

৫. অক্সিন বীজের সুপ্তাবস্থা ভেঙে অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে। সত্য না মিথ্যা।
উত্তর : মিথ্যা।

৬. নীচের কোনটি ADH হরমোনের কাজ?
উত্তর : ADH হল এমন একটি হরমোন যা ধমনীকে সংকুচিত করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৭. 'হরমোন' শব্দটির প্রবর্তক কারা?
উত্তর : বিজ্ঞানী বেলিস ও স্টারলিং।

৮. ফাইটোহরমোন কাকে বলে?
উত্তর : উদ্ভিদ হরমোনগুলিকে ফাইটোহরমোন বলে।

৯. একটি নাইট্রোজেনযুক্ত আম্লিক উদ্ভিদ হরমোনের নাম লেখো।
উত্তর : অক্সিন।

১০. একটি নাইট্রোজেনবিহীন আম্লিক উদ্ভিদ হরমোনের নাম লেখো।
উত্তর : জিব্বেরেলিন।

১১ একটি গ্যাসীয় হরমোনের উদাহরণ দাও।
উত্তর : ইথিলিন।

১২. উদ্ভিদের বংশগত খর্বতা রোধে কোন হরমোন সাহায্য করে?
উত্তর : জিব্বেরেলিন।

১৩. BMR বৃদ্ধিকারী হরমোন হল-
উত্তর : থাইরক্সিন।

১৪. মাস্টার গ্রন্থি কাকে বলে?
উত্তর: পিটুইটারি।

আইয়ার কাঁটার সঙ্গে বোলার গ্রিন নিয়ে ধোঁয়াশাই আজ বৃষ্টিরও ভ্রূকুটি

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : দুপুর থেকে হালকা বৃষ্টি।

এপ্রিলের গোড়ায় তীব্র দহনে জেরবার শহর কলকাতায় স্বস্তির ছোঁয়া। যদিও সেই স্বস্তির বৃষ্টি, আবহাওয়া অস্বস্তির কারণ সোমবার ইডেন গার্ডেন্সের পাঞ্জাব কিংস-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ ঘিরে। বৃষ্টির পূর্বাভাস সোমবারের সন্ধেতেও। ম্যাচে প্রভাব কতটা পড়বে জল মাপা শুরু।

গত মেগা লিগেও পাঞ্জাব-কেকেআর ইডেন ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। শত অভিমান নিয়ে নাইট শিবির ছাড়ার পর পাঞ্জাবের জার্সিতে নন্দনকাননে খেলার সুযোগ, জবাব দেওয়ার মঞ্চ হাতছাড়া হয় শ্রেয়স আইয়ারের। এবারও কি সেই পথে শ্রেয়স বনাম টিম শাহরুখের যুদ্ধ! প্রশ্নটা উসকে দিচ্ছে বাংলাজুড়ে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ।

জোড়া ম্যাচ জিতে গতকাল কলকাতায় পা রেখেছে পাঞ্জাব। কেকেআর-কে হারিয়ে বদলার সঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে নেওয়ার টার্গেট শ্রেয়সের। নাইটদের সামনে সেখানে টানা তৃতীয় হার আটকে নতুন শুরুর মঞ্চ। আর দুই ভাবনার মাঝে বৃষ্টির সঙ্গে শ্রেয়স কাঁটা শাহরুখ খান ব্রিগেডের জন্য।

পাঞ্জাবের সহকারী বোলিং কোচ ট্রেভর গঞ্জালেস জানান, রিকি পন্টিং-শ্রেয়স জুটি দলের মানসিকতা বদলে দিয়েছে। শ্রেয়স সবসময় সতীর্থদের পাশে থাকে, উদ্দীপ্ত করে। ঠান্ডা মাথায় দল পরিচালনা করছে। কোচ-অধিনায়কের বন্ডিংও দলের প্লাস পয়েন্ট। গত বছর থেকে যার প্রতিফলন দলের পারফরমেন্সে। ইডেনের দ্বৈরথে যা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর পাঞ্জাবের কিংসরা।

রবিবার বিকেলে দুই দলের প্র্যাকটিস বাতিল হয়ে যায়। বৃষ্টির জন্য দুপুর থেকে গোটা মাঠ সাদা কভারে ঢাকা। যার ওপর জমে থাকা জলে আলো-আধারির খেলা। মাঠমুখো হননি শ্রেয়সরা। নাইট শিবিরের বেশিরভাগ সদস্যও হোটেলেই কাটান। ব্যতিক্রম বরুণ চক্রবর্তী, অঙ্কৃষ রঘুবংশী, রামনদীপ সিংরা। ইডেনের ইন্ডোরেই অনুশীলনে সারলেন।

দুই বছর আগে আইপিএল জয়ের অস্ত্র বরুণ চক্রবর্তী সোমবার শ্রেয়স আইয়ারের প্রতিপক্ষ শিবিরে থাকবেন।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম পাঞ্জাব কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বিশ্বকাপ থেকে ছন্দটা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বরুণ। জার্সি, মঞ্চ বদলালেও স্পিন-রহস্য এখনও উধাও। যদিও প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য, শ্রেয়স, মার্কাস স্টোয়িনিস, শশাঙ্ক সিং, কুপার কনোলিদের চলতি ফর্মে ব্রেক লাগাতে বরুণের ফর্মে ফেরা জরুরি। এদিন ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে বোলিং কোচ টিম সাউদি অবশ্য ভরসার রাখছেন। দাবি, বরুণ বা সুনীল নারায়ণকে নিয়ে চিন্তার মতো কিছু দেখছেন না। সবে দুটি ম্যাচ হয়েছে। আইপিএল লম্বা টুর্নামেন্ট। ম্যারাথন লিগে এরকম ওঠা-পড়া থাকবে। আবার মেঘ কেটেও যাবে।

অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে থেকে দলের ব্যাটিং, বোলিং- একঝাঁক ফাঁকফোকর। রাতারাতি যা মেরামতি কতটা সম্ভব প্রশ্ন উঠছে। বোলিং বিশেষ করে মাথাব্যথা এই মুহূর্তে। বৈভব অরোরা, ব্লেসিং মুজারাবানি, কার্তিক ত্যাগীদের গড়া পেস ব্রিগেডে ধারাবাহিকতার অভাব পরিষ্কার। গত ম্যাচে মুজারাবানি চার উইকেট নিলেও, বোলিংয়ের লিডার সেই অর্থে তিনি নন।

বৈভবকে নিয়ে টিম সাউদি যতই প্রশংসার বুলি আউড়ান, বাস্তব পরিস্থিতি মোটেই স্বস্তির নয়। গত ম্যাচে ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অনভিজ্ঞ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নাইটদের ব্যাটিং হারাকিরি কপালের ভাঁজ আরও বাড়িয়েছে অভিষেক নায়ারদের। রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্টের মতো তারকা রিজার্ভ বেঞ্চে থাকলেও টিম কম্বিনেশনে দুইজনকে রাখা কঠিন।

প্রথম দুই ম্যাচে চার বিদেশি ফিন অ্যালেন, নারায়ণ, ব্লেসিং মুজারাবানি, ক্যামেরন গ্রিন। কার জায়গায় সেইফার্ট, রাচিনরা ঢুকবেন? সাউদি যে প্রশ্নের উত্তরে রীতিমতো অস্বস্তিতে। বোঝা গেল, তাঁর কাছেও উত্তর নেই। যা বলেননি, তা হল রিঙ্কু সিং, রাহানে, রামনদীপদের ওপর নির্ভর করতে হবে। যদিও মেঘলা আবহাওয়ায় আগামীকাল অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেন, যুযবেন্দ্র চাহালদের নিয়ে গড়া পাঞ্জাব বোলিং সামলানো সহজ হবে না।

বোলার গ্রিনকে নিয়ে এদিনও ধোঁয়াশা জারি। গত কয়েকদিন প্র্যাকটিসে যতই বোলিং অনুশীলন করুক, শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে কাল বল হাতে অজি তারকাকে দেখার সম্ভাবনা নেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এনওসি না আসা পর্যন্ত হাতে হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে এই রকম হাজারো অনিশ্চয়তাও পথের কাঁটা কেকেআরের। বৃষ্টির ভ্রূকুটি মাথায় নিয়ে আগামীকাল নন্দনকাননে নাইট-উদয় হবে কিনা, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। দুপুর হতেই আকাশ কালো করে শুরু বৃষ্টি।

আর সেই বৃষ্টিই ঘেঁটে দিল সবকিছু। চৈত্রের দুপুরের এক পশলা বৃষ্টির ফলে ভেস্তে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংস, দুই দলেরই অনুশীলন।

বিকেল চারটের পর ইডেন

আসছেন শাহরুখ

গার্ডেন্সে ঢোকার সময়ই নাইটদের এক প্রতিনিধির ফোন। জানতে চাইলেন মাঠের অবস্থা। ছবি তুলে পাঠানোর কিছু পরই অনুশীলন বাতিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আজিঙ্কা রাহানেদের মতো একই পথে শ্রেয়স আইয়াররাও। বৃষ্টির কারণে অনুশীলন বাতিল হওয়ায় সোমবার সন্ধ্যার কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের আগে দুই শিবিরের ভাবনার দিশা পাওয়া গেল না।

বেলা থেকেই পুরো মাঠ ঢাকা। সোমবারের কলকাতাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, সন্ধ্যার ম্যাচ ভেস্তে যাবে না তো? আপাতত জবাব নেই। শেষ আইপিএল মরশুমে ইডেনে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচও ভেস্তে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। একই ঘটনার কি পুনরাবৃত্তি হবে? নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান আগামীকাল বিকেলে কলকাতায় আসছেন। মরশুমে প্রথমবার মাঠে হাজির হয়ে তিনি কি দেখবেন বৃষ্টির খেল? কে জানে।

বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশে আরও কিছু ক্রিকেটীয় বিষয়ও রয়েছে। যা আপাতত পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। ক্যামেরন গ্রিনকে কি আগামীকাল বল হাতে দেখা যাবে? কেকেআরের প্রথম একাদশে কি কোনও বদল হবে? জোড়া ম্যাচে হেরো দলের সামনে এমন এক প্রতিপক্ষ, যারা ধারে-ভারে সবদিক থেকে অনেক এগিয়ে। সঙ্গে শ্রেয়সদের জোড়া ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাসও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে পাঞ্জাব অধিনায়কের 'ইগো'ও। ২০২৪ সালে শেষবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল কেকেআর। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। পরবর্তী সময়ে ইডেনের আইপিএলের আসরে ব্যাট হাতে মাঠে নামতে দেখা যায়নি শ্রেয়সকে। বৃষ্টি কাঁটা হয়ে না দাঁড়ালে শ্রেয়সের আগামীকাল বোঝাপড়ার মঞ্চও। আর সেই মঞ্চে নামার আগে পাঞ্জাবের সহকারী বোলিং কোচ ট্রেভর গঞ্জালভেস সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শুনিয়ে গেলেন নেতা শ্রেয়সের সাফল্যের কাহিনী। তাঁর কথায়, 'শ্রেয়স চূড়ান্ত টিমম্যান। সবসময় সতীর্থদের পাশে থাকে। ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিলও দারুণ। ওর মতো নেতা যে কোনও দলের সম্পদ।'

ইডোরে অঙ্কৃষ রঘুবংশীকে প্র্যাকটিস করাচ্ছেন ব্যাটিং কোচ শেন ওয়াটসন। রবিবার।

২০২৪ সালে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি জেতার পর নেতা শ্রেয়সে আস্থা রাখেনি কেকেআর। কারণ অজানা। তুলে দেওয়া হয়েছিল নিলামে। ঠিক তেমনই আপাতত রাহানেরা দলের আদর্শ কম্বিনেশনের খোঁজ এখনও পাননি। সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন কেকেআরের বোলিং কোচ টিম সাউদি। চূড়ান্ত পেশাদারি মনোভাব দেখিয়ে দলের কম্বিনেশন নিয়ে ধোঁয়াশা তিনি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাউদির কথায়, 'গ্রিন চেষ্টা করছে। বোলিং শুরুও করেছে ও। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে আমাদের। কিন্তু কবে বল করবে, খুব তাড়াতাড়ি জানা যাবে।' বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন দলের বোলিং কোচ সাউদি। বলেছেন, 'আমাদের স্পিনারদের উপর ভরসা রয়েছে। আইপিএলে বোলারদের রান দেওয়া নতুন কিছু নয়। তাছাড়া সবে দুইটি ম্যাচ হয়েছে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি।'

অনেক কিছু বলতে চেয়েও কিছুই স্পষ্ট করে না বলা নাইটদের বোলিং কোচ দলের সাফল্য নিয়ে দিশা দিতে ব্যর্থ। রাহানেরা সেই ব্যর্থতার ছন্দ কাটিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধে তৈরি ইডেন

বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে রবিবার দুপুর থেকে ঢেকে রাখা হল ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজ সহ গোটা মাঠ। ছবি : ডি মণ্ডল

ভুল সময়ে আউট হন, মানছেন স্কাই

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : ব্যাটিং ব্যর্থতাই দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে হারের কারণ। এমনটাই মনে করছেন সূর্যকুমার যাদব।

সদ্য সূর্যর নেতৃত্বে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। শনিবার আচমকাই তাঁর সামনে অধিনায়কত্বের সুযোগ চলে এসেছিল। অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া অসুস্থ থাকায় দিল্লির বিরুদ্ধে স্কাইয়ের কাঁধেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বের ভার চাপে। টি২০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কিন্তু প্রথম ম্যাচেই পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছেন। হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূর্য বলেছেন, 'প্রথমে ব্যাট করতে নামলে স্কোর নিয়ে ভাবার কোনও সুযোগ থাকে না। তবে আমাদের মনে হয়েছিল ১৮০-১৮৫ রান একটা ভালো স্কোর। সেই তুলনায় আমরা ১৫-২০ রান কম করেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমার মনে হয়, আমি এবং নমন (ধীর) ভুল সময়ে আউট হয়েছি। না হলে রানটা আরও বেশি হত।'

দিল্লির হয়ে প্রতি ম্যাচেই ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে ছাপ ফেলছেন সমীর রিজভি। শনিবারও ইমপ্যাক্ট হিসেবে নেমে ৫১ বলে ৯০ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। সমীরের পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছে স্কাইকেও। তাঁর কথায়, '৭ রানে ২ উইকেট পড়ার পর যেভাবে ব্যাটিং করেছে তার জন্য সমীরকে আলাদা করে কৃতিত্ব দিতেই হবে। ও আমাদের ম্যাচে ফিরতেই দেয়নি। আমাদের বোলিং ভাণ্ডারে যা অস্ত্র ছিল, সবই প্রয়োগ করেছি। তাতেও ম্যাচে ফিরতে পারিনি।' শুধু সমীর নয়, গোটা দিল্লির ব্যাটিং নজর কেড়েছে সূর্যের। তিনি বলেছেন, 'দিল্লি কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো ব্যাটিং করেছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ওদের ব্যাটাররা ব্যাট করে গিয়েছে।'

সাদাম্পটনের কাছে হার আর্সেনালের

লন্ডন, ৫ এপ্রিল : এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে দ্বিতীয় ডিভিশনের দল সাদাম্পটনের কাছে ২-১ গোলে হেরে অপ্রত্যাশিত বিদায় নিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ দল আর্সেনাল। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর আর্সেনাল সমতায় ফিরলেও, ৮৫ মিনিটে শিয়া চার্লসের জয়সূচক গোলে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে সাদাম্পটন। লিগ কাপ ফাইনালের পর এফএ কাপ থেকেও বিদায় নেওয়ায় আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার ওপর চাপ স্বাভাবিকভাবেই আরও বাড়ল।

চেয়ার ছাড়বেন না আমিনুল

ঢাকা, ৫ এপ্রিল : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অন্দরে চরম ডামাডোল। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়েছে। চার ডিরেক্টর ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু প্রবল চাপের মুখেও পদ না ছাড়তে অনড় বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমি নিজের চেয়ারে বসে থাকব। বোর্ড ছেড়ে যাওয়া শেষ ব্যক্তিটি হব আমিই।' তাঁর দাবি, সৎ টিম নিয়ে দেশের ক্রিকেটের স্বার্থেই কাজ চালিয়ে যেতে চান তিনি।

মেসি-সুয়ারেজের গোলে ড্র মায়ামির

মায়ামি, ৫ এপ্রিল : নিজেদের নতুন স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে ড্র করল ইন্টার মায়ামি। অস্টিন এফসি-র বিরুদ্ধে ১-১ ড্র হওয়া এই ম্যাচে মায়ামির হয়ে গোল পান লিওনেল মেসি এবং লুইস সুয়ারেজ। প্রথমে পিছিয়ে পড়ার পর মেসির গোলে সমতা ফেরায় মায়ামি। এরপর পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমেই ৮১ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন সুয়ারেজ। দলের অন্যতম কর্ণধার ডেভিড বেকহ্যাম এই স্টেডিয়াম উদ্বোধনকে তাঁর 'স্বপ্নপূরণ' বলেছেন।

চোট গুরুতর নয় শুভমানের : পার্থিব

আহমেদাবাদ, ৫ এপ্রিল : প্রথম দুই ম্যাচেই হার। তার ওপর গুজরাট টাইটান্সের রক্তচাপ বাড়িয়েছে অধিনায়ক শুভমান গিলের চোট।

ডাগআউটে বসে দলের হার সহ্য করতে হল গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিলকে।

শনিবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরুর আগেই খটকা লেগেছিল। শুভমানের পরিবর্তে গুজরাটকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রশিদ খান। আফগান তারকা অবশ্য জানিয়েছিলেন, পেশিতে অস্বস্তি রয়েছে শুভমানের। তাই বিশ্রামে রয়েছেন ভারতীয় তারকা।

শুভমানের চোট রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল সমর্থকদের। প্রশ্ন উঠেছিল, আদৌ বাকি ম্যাচগুলিতে তাঁকে পাওয়া যাবে তো? এমনিতেই টানা দুই ম্যাচে হার ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে গুজরাটকে। তার ওপর অধিনায়ককে যদি বাকি ম্যাচে না পাওয়া যায়, তাহলে চাপ আরও বাড়বে। তবে গুজরাট সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন দলের সহকারী কোচ পার্থিব প্যাটেল। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, চোট তেমন গুরুতর নয় গুজরাট অধিনায়কের। পরবর্তী ম্যাচে শুভমানের মাঠে নামা নিয়ে বেশ আশাবাদী পার্থিব। তাঁর কথায়, 'শুভমানের ঘাড়ে চোট (গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে পাওয়া চোট) ছিল। সেইসঙ্গে দিনদুয়েক আগে পেশিতে চোট পান তিনি। তবে চোট তেমন গুরুতর নয়। আশা করছি, পরের ম্যাচগুলিতে ওকে পাওয়া যাবে।'

শুভমান পরের ম্যাচে মাঠে ফিরলেও দল কি ছন্দে ফিরবে? গুজরাটের পরের ম্যাচ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। অক্ষর প্যাটেলরা কিন্তু এখনও আইপিএলে পরাজয়ের স্বাদ পাননি। ফলে গুজরাটের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে। শনিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে রান তাড়া করতে গিয়ে দারুণ সূচনা করেছিলেন বি সাই সুদর্শনরা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ তারা। এই নিয়ে ব্যাটারদের আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন গুজরাটের ব্যাটিং কোচ ম্যাথু হেডেন। তিনি বলেছেন, 'রান তাড়া করার সময় আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে ছোট ছোট ভুলগুলি এড়াতে হবে। টি২০ ক্রিকেটে ছোটখাটো ভুলের জন্য ম্যাচে বড় পার্থক্য তৈরি হয়ে যেতে পারে।'

শ্রেয়সই আদর্শ নেতা, বলছেন ব্যশক

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : ১২ বছর পর তিনি দলকে সফল করেছিলেন। আইপিএলের তিন নম্বর ট্রফি পেয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৪ সালের ঘটনা। মাঝে কেটে গিয়েছে অনেকটা সময়। কেকেআর তাদের সফল অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে রাখেনি দলে। তুলে দিয়েছিল নিলামে। লুফে নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস।

সেই পাঞ্জাবের অধিনায়ক হিসেবে সোমবার সন্ধ্যার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে নামতে চলেছেন শ্রেয়স। অনেক অভিমান ও ক্ষোভ এখনও জমে রয়েছে শ্রেয়সের মনের কোণে। শ্রেয়সের 'অনেক জমানো ব্যথাবেদনা' আগামীকাল রান হয়ে ইডেন গার্ডেন্সে ঝরে পড়বে কি না, সময় বলবে। তার আগে আজ দুপুরে পাঞ্জাবের জোরে বোলার বিজয়কুমার ব্যশক হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিকদের সামনে। তাঁর দলের নেতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ব্যশক। তিনি নিশ্চিত, শ্রেয়স একদিন টিম ইন্ডিয়ারও অধিনায়ক হবেন। ব্যশকের কথায়, 'ক্রিকেটার ও অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স দুর্দান্ত। সবসময় সবার পাশে থাকে। মাঠে সবাইকে সমর্থন করে। শ্রেয়স একজন আদর্শ নেতা। আমি নিশ্চিত একদিন ও টিম ইন্ডিয়ারও নেতা হবে।' পাঞ্জাবের সহকারী বোলিং কোচ ট্রেভর গঞ্জালভেসের গলাতেও অধিনায়ক শ্রেয়সকে নিয়ে প্রশংসার বন্যা শোনা গিয়েছে।

আজ রাতের ইডেনে বৃষ্টি হলে

- খেলা শুরুর সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। যদি সেই সময় বৃষ্টি চলে, তাহলে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করা হবে। রাত সাড়ে আটটার পর থেকে কমতে থাকবে ওভার।
- রাত ১০.৫৬ হল খেলা শুরুর চূড়ান্ত সময়সীমা।
- তার জন্য রাত ১০.৪১ মিনিটের মধ্যে টস করতেই হবে। যদি সেটাই হয় তাহলে সর্বাধিক ৫ ওভারের ম্যাচ হতে পারে।
- ১৪ ওভারের কম ম্যাচ হলে স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট হবে না।

পুরোনো ডেরায় শ্রেয়স কতটা সফল হবেন, সোমবার সন্ধ্যায় জেনে যাবে দুনিয়া। তার আগে বৃষ্টি 'কাঁটায়' বিদ্ধ ক্রিকেটের নন্দনকানন। আজও বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। আগামীকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হলে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি সিএবি-ও। ইডেনে আপাতত রয়েছে মোট চারটি সুপার সপার। যার মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি। একটিকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যতই বৃষ্টি হোক না কেন, থামার অন্তত ৪৫ মিনিটের মধ্যে মাঠ খেলার জন্য তৈরি করে দেওয়া সম্ভব। কেকেআর বনাম সানরাজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ যে পিচে হয়েছিল, ঠিক তার পাশের পিচে কালকের ম্যাচ হওয়ার কথা। শেষ ম্যাচের মতোই স্পোর্টিং বাইশ গজ হতে চলেছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে। যেখানে ক্যারি, বাউন্স সবই থাকবে।

ক্রিকেট না বৃষ্টি, শেষ পর্যন্ত কার জয় হয়, ইডেনে এখন তারই অপেক্ষা।

অবসর অস্কারের

সাও পাওলো, ৫ এপ্রিল : মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় জানালেন প্রাক্তন ব্রাজিলীয় এবং চেলসি তারকা অস্কার। হৃদযন্ত্রের সমস্যা বা 'ভ্যাসোভ্যাগাল সিনকোপ'-এর কারণে চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। দীর্ঘ কেরিয়ারে চেলসির হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা অস্কার ছোটবেলার ক্লাব সাও পাওলোতেই কেরিয়ারের ইতি টানলেন। ২০১৪ বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে ব্রাজিলের ১-৭ গোলে হারের ম্যাচে তিনিই একমাত্র গোলস্কোরার ছিলেন।

পরিশ্রমের ফসল নজরকাড়া ইনিংস : রিজভি

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : এবার আইপিএলে নজর কেড়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের তরুণ ব্যাটার সমীর রিজভি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে তাঁর ৯০ রানের ঝোড়ো ইনিংস শুধু দিল্লিকে ম্যাচ জেতায়নি, দলে তাঁর জায়গাও মজবুত করেছে।

মুম্বই ম্যাচের পর রিজভি জানালেন, এই সাফল্য দীর্ঘ অনুশীলন এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে কঠোর পরিশ্রমের ফল। ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য। রিজভির কথায়, 'প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করেছি। দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছি, বিশেষ করে জোরে বোলারদের বিরুদ্ধে খেলা এবং সেগুলোর উপর সারা বছর কাজ করেছি। সেই পরিশ্রমের ফল এখন পাচ্ছি।'

অন্যদিকে, রিজভির পারফরমেন্স তাঁকে দিল্লির ব্যাটিং অর্ডারে চার নম্বরে স্থায়ী করবে কি না, সেই প্রশ্নে ভিন্ন সুর শোনা গেল অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের গলায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, টি২০ ক্রিকেটে নির্দিষ্ট ব্যাটিং পজিশনের চেয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বেশি। অক্ষর বলেছেন, 'আমরা ফ্লেক্সিবল থাকতে চাই। ম্যাচের পরিস্থিতি, পিচের আচরণ এবং প্রতিপক্ষের বোলিং অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার বদলানো হতে পারে।' তাঁর মতে, দলে এমন ক্রিকেটারদেরই বেশি মূল্য, যাঁরা একাধিক পজিশনে স্বচ্ছন্দে খেলতে পারেন। এই প্রসঙ্গে রিজভির মন্তব্য, 'আমি সবসময় পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে চেষ্টা করি। চাপের মুখে ব্যাট করতে নামলে নিজেকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। একবার সেট হয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও ভালো বোঝা যায় এবং ব্যাটিং অনেক সহজ হয়ে যায়।' রিজভির উত্থান নিঃসন্দেহে দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য ইতিবাচক দিক। মিডল অর্ডারে তাঁর আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং দলকে বাড়তি শক্তি দিচ্ছে। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও একজন খেলোয়াড়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা স্থির করে দেওয়ার বদলে দলগত কৌশলই প্রাধান্য পাবে।

টানা দুই ম্যাচে দিল্লির জয়ের নায়ক সমীর রিজভি।

জয়ী বার্সা, ত্রাতা লেওয়ানডস্কি

বার্সেলোনা, ৫ এপ্রিল : ১০ জনের অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে লা লিগায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল বার্সেলোনা। অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে বার্সার জয় আসে শেষমুহূর্তের গোলে। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের গোলে সমতায় ফেরে বার্সা। এরপর ৮৭ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কির জয়সূচক গোল বার্সাকে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের থেকে।

বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে মিরাজরা

ঢাকা, ৫ এপ্রিল : জাতীয় দলের অধিনায়কদের মেয়াদ বাড়াল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত মেহেদি হাসান মিরাজ এবং ২০২৮ সালের টি২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত লিটন দাসের কাঁধেই নেতৃত্বের ভার থাকছে। সঙ্গে মহম্মদ রফিককে এক বছরের জন্য স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছে বোর্ড।

পরিণত পন্থ, সামিয়ানায় প্রথম জয় লখনউয়ের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৫৬/৯
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬০/৫
(১৯.৫ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ৫ এপ্রিল : দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সবাইকে চমকে দিয়ে ওপেন করেছিলেন। কিন্তু ৭ রানের বেশি এগোতে পারেননি। ঋষভ পন্থ যে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, বোঝা গেল রবিবার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এদিন আর ওপেনিংয়ে নামার দুঃসাহস দেখাননি। বরং তিন নম্বরে নেমে পরিণত অর্ধশতরানে চলতি আইপিএলে দলের প্রথম জয় নিশ্চিত করেন লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ (অপরাজিত ৬৮)।

আইপিএল শুরুর আগে গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারদের উদ্দেশে তারকা পেসার মহম্মদ সামির প্রচ্ছন্ন বার্তা ছিল, ক্রিকেট এখনও উপভোগ করছেন। যেদিন একঘেয়ে লাগবে, সরে যাওয়ার জন্য দু'বার ভাববেন না। বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য সামির মধ্যে যে এখনও ক্রিকেট ভালোরকম বেঁচে রয়েছে তার প্রমাণ এদিন নিজামের শহরে ফের পাওয়া গেল।

গত বছর হায়দরাবাদে ছিলেন সামি। কিন্তু প্রথম কয়েকটি ম্যাচের পর তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এদিন ঋষভ টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর বদলার ম্যাচে হায়দরাবাদের ব্যাটিংয়ের টপ অর্ডারকে নড়িয়ে দেওয়ার কাজটা একাই করলেন সামি। গত ম্যাচে প্রথম বলেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের লোকেশ রাহুলকে। এদিন প্রথম ওভারে সামি (৪-০-৯-২) পেয়ে যান অভিষেক শর্মাকে (০)। চলতি বছরে অভিষেক টি২০-তে ছয়বার শূন্যতে আউট হলেন। যার এক বছরে ভারতীয়দের মধ্যে যুগ্ম সবাধিক।

নিজের দ্বিতীয় ওভারে এসে ট্রাভিস হেডকে (৭) স্লোয়ারে তুলে নেন তিনি। 'ভিনটেজ' সামির ৪ ওভারের স্পেলে একটা বাউন্ডারিও বার করতে পারেননি হায়দরাবাদের ব্যাটাররা। টেস্ট ম্যাচসুলভ লাইন-লেংথে টি২০-তেও বোলিংয়ের আসল মাদকতা ফিরিয়ে আনেন সামি। তাঁর এদিনের স্পেলটা এবারের আইপিএলের সেরা কি না তা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে।

সামির দোসর হিসেবে প্রিন্স যাদব (৩৪/২) হায়দরাবাদের অধিনায়ক ঈশান কিষানকে (১) সাজঘরের রাস্তা দেখান। লখনউয়ে দুই পেসারের ওপেনিং স্পেলে ২৬/৪ হয়ে গিয়েছিল কাব্যা মারানের দল। এখান থেকে ৬৫ বলে ১১৬ রানের পার্টনারশিপে হায়দরাবাদকে ১৫৬/৯ স্কোরে পৌঁছে দেন নীতীশ কুমার রেড্ডি (৫৬) ও হেনরিচ ক্লাসেন (৬২)। জোড়া উইকেট নিয়ে সামিদের যোগ্য সংগত করেন আবেশ খানও (৩৬/২)।

এদিনের ম্যাচে অন্যতম আকর্ষণে ছিলেন ঋষভ। দিল্লির বিরুদ্ধে হারের পর মাঠের ধারে পন্থের সঙ্গে এলএসজি-র কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার উত্তেজক কথোপকথনে নেটিজেনরা লখনউ শিবিরের ফের অশান্তির আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু এদিন ব্যাটিংয়ের আত্মবিশ্বাস ঋষভ ফিল্ডিংয়ের সময় দুরন্ত কিপিংয়ে পেয়ে যান। ফলে শুরুতে মিচেল মার্শকে (১৪) হারালেও রানতাড়ায় কখনই দলের উপর চাপ আসতে দেননি ঋষভ। এদিন তাঁর ম্যাচ জেতানো পরিণত ব্যাটিং বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। হাসি ফুটিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মুখেও। দলের জয়ের পর আকাশের দিকে তাকিয়ে এবং ঠাকুরের ছবিতেও গোয়েঙ্কাকে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

ঋষভের দায়িত্বশীল ইনিংসের পাশে ওপেনার আইডেন মার্করামের (২৭ বলে ৪৫) আগ্রাসী মেজাজ হায়দরাবাদ বোলারদের কাজ কঠিন করে দেয়। হর্ষ দুবের (১৮/২) স্পিনে আয়ুষ বাদোনি (১২), আব্দুল সামাদরা (১) ফেঁসে গেলেও ৯টি চারে সাজানো ইনিংসে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরেন ঋষভ। লখনউ ১৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬০ রান তুলে নেয়। এদিন ৫ উইকেটে জিতে লখনউ বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হবে।

আগ্রাসন ভুলে হিসেবি ইনিংসে লখনউ সুপার জায়েন্টসের জয় আনলেন ঋষভ পন্থ। ৪ ওভারে ৯ রান খরচ করে জোড়া উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সামির।

ডেভিড-রজতের হত্যালীলা

২৫ বলে ৭০ রান করে টিম ডেভিড। রবিবার।

বেঙ্গালুরু, ৫ এপ্রিল : 'চেন্নাই সুপার কিংস... এসো আজ তোমাদের সঙ্গে মৃত্যুর খেলা খেলব।' সিএসকে ভক্তদের উদ্দেশে এমনই হুংকার ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সমর্থকদের। রবিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতে সত্যিই 'হত্যালীলায়' মাতলেন টিম ডেভিড, রজত পাতিদাররা। নিটফল, চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ২৫০/৩-এর পাহাড় গড়ে আরসিবি।

এবারের আইপিএলে গ্রুপ পর্যায়ে এটাই সিএসকে-আরসিবি-র একমাত্র সাক্ষাৎ। এদিন মহেন্দ্র সিং ধোনি না থাকায় বিরাট কোহলি বনাম মাহির দ্বৈরথের সম্ভাবনা আগেই মুছে গিয়েছিল। আর তাঁর অনুপস্থিতিতেই ডেভিড-পাতিদারের তাণ্ডবে খড়কুটোর মতো উড়ে যায় চেন্নাইয়ের বোলিং। আর রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের দিনটা শেষ হয় ৪৩ রানে পরাজয়ের সঙ্গে চলতি আইপিএলে হারের হ্যাটট্রিকে।

এদিন অবশ্য বিরাট শো বেশিক্ষণ চলেনি। ৭ রানে শিবম দুবের হাতে ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যাওয়া কোহলি ফেরেন ২৮-এ। তার মধ্যেই আইপিএলে রোহিত শর্মাকে টপকে একটি দলের বিরুদ্ধে তিনি সবাধিক রানের (১১৭৪) রেকর্ড গড়েন। আরেক ওপেনার ফিল সল্ট (৩০ বলে ৪৬) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে সলতে পাকানোর পর পাশে পেয়ে যান দেবদত্ত পাডিক্কালকে (২৯ বলে ৫০)। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকা দেবদত্ত

হারের হ্যাটট্রিক চেন্নাইয়ের

এবারের আইপিএলে প্রতি ম্যাচেই দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন। ৫৬ রানের জুটিতে দেবদত্ত-সল্ট বড় রানের ভিত গড়েন।

পাডিক্কাল ফেরার পরই শুরু হয় আরসিবি-র 'হত্যালীলা।' সৌজন্যে পাতিদার (১৯ বলে অপরাজিত ৪৮) ও অজি সিক্স হিটিং মেশিন ডেভিড (২৫ বলে অপরাজিত ৭০)। ১৫ ওভারে আরসিবি-র রান ছিল ১৫৩/৩। শেষ পাঁচ ওভারে রজত-ডেভিড ৯৭ রান তোলেন। ৩৬ বলে তাঁদের ৯৯ রানের জুটিতে এসেছে ১১টি ছয়। যার মধ্যে ১৯ নম্বর ওভারে জেমি ওভার্টনের থেকে ডেভিড নেন ৩০ রান। যা উপভোগ করলেন ভিআইপি বক্সে থাকা সানিয়া মির্জা।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই রুতুরাজ (৭), আয়ুষ মাত্রে (১) ও সঞ্জু স্যামসনকে (৯) হারিয়ে লড়াই থেকে ছিটকে যায় চেন্নাই। যার মধ্যে আয়ুষকে ফিরিয়ে আইপিএলে প্রথম পেসার হিসেবে ২০০ উইকেট ক্লাবের সদস্য হয়ে যান ভুবনেশ্বর কুমার (৪১/৩)। চেন্নাইয়ের জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার একটাই, বিপর্যয়ের দিনেও দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে তারা ২০৭ রানে থেমেছে। যার অনেকটাই কৃতিত্ব সরফরাজ খান (৫০), প্রশান্ত বীর (৪৩) ও ওভার্টনের (৩৭)।

অধিনায়ক রিয়ানে মজে আর্চার-শাস্ত্রী

আহমেদাবাদ, ৫ এপ্রিল : নো সঞ্জু স্যামসন, নো প্রবলেম।

রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে কান পাতলে শোনা যাবে যে ফিশফিশানি। আনকোরা রিয়ান পরাগের নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও জোড়া জয়ে অভিযান শুরু করার পর যা আপাতত ঠান্ডা ঘরে। বদলে রিয়ানের নেতৃত্বে তরুণ ব্রিগেডে গতবারের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার তূরীয় মেজাজ।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শনিবারের ম্যাচে তারই প্রতিফলন। ব্যাটিংয়ে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেলের দুরন্ত সংগত। বোলিংয়ে রবি বিষ্ণোইয়ের ঘাতক স্পেলের পর ডেথে জোফ্রা আর্চার-তুষার দেশপান্ডের যুগলবন্দি। যার সামনে আটকে যায় আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন টিম গুজরাট। কে বলবে গতবার এই টিমটাই আগাগোড়া খুড়িয়েছিল।

সফল শুরুর খুশিটা ধরা পড়ল রিয়ান পরাগের কথাতেও। ধ্রুবর (৭৫ রান) প্রশংসা করতে গিয়ে সঞ্জু জমানার জের টেনে রিয়ানের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, 'ওর প্রতিভার প্রতি আমরা সঠিক বিচার করতে পারিনি গত কয়েক বছরে। ছয়-সাত নম্বরে ব্যাট করেছে। এবার তিনে খেলার সুযোগ থাকায়, আমিই প্রথম ওর নাম বলেছিলাম। কেন, এদিনের ইনিংসে বোঝাল।'

বিষ্ণোইয়ের (৪/৪১) স্পিন ম্যাজিকে প্রতিপক্ষের মিডল অর্ডারে ধস নামার পর ডেথে তুষার দেশপান্ডের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং। তুষারের যে পরিবর্তনের জন্য রিয়ানকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন জোফ্রা আর্চার। শেষ ১২ বলে ১৫ রান দরকার ছিল গুজরাটের। ঠিক ছিল ১৯তম ওভার তুষার করবে। ২০তম ওভারে আর্চার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বদল।

তুষারকে শেষ ওভারে আনেন রিয়ান। ১০ রানের পুঁজি নিয়েই তুষারের বাজিমাত। আর্চারের কথায়, রিয়ানের মাস্টারস্ট্রোকে পাওয়া আত্মবিশ্বাসের ঝলক ছিল তুষারের বোলিংয়ে। বলেছেন, 'তুষার যেভাবে ডেথে বল করেছে, ওর জন্য গর্ববোধ করছি। প্র্যাকটিসে বোলিং আর ওই রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে মেলে ধরা সহজ নয়। ও সেই কাজটা দারুণভাবে করে দেখাল।'

রবি শাস্ত্রীর কথায় আবার অধিনায়ক রিয়ানের কথা। ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেড কোচ, বর্তমানে আইপিএল কমেন্ট্রি টিমের অন্যতম শাস্ত্রীর কথায়, 'আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ। অধিনায়ক পরাগের কথাও বলব। কঠিন পরিস্থিতিতে দারুণ নেতৃত্ব দিল। দুর্দান্ত টেম্পারামেন্ট। অধিনায়ক হিসেবে উজ্জ্বল কেরিয়ার অপেক্ষা করছে।'

> আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ। অধিনায়ক পরাগের কথাও বলব। কঠিন পরিস্থিতিতে দারুণ নেতৃত্ব দিল। দুর্দান্ত টেম্পারামেন্ট। অধিনায়ক হিসেবে উজ্জ্বল কেরিয়ার অপেক্ষা করছে।
> -রবি শাস্ত্রী

টানা দ্বিতীয় জয়ের পর বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস রিয়ান পরাগের।

কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়ার খুশিতে ভাসছেন বিষ্ণোই। গুজরাটের দারুণ শুরুর পর দুরন্ত স্পেলে বি সাই সুদর্শন, গ্লেন ফিলিপস, ওয়াশিংটন সুন্দর, রাহুল তেওয়াটিয়া আউট করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। খুশিটা নিয়ে বিষ্ণোই বলেছেন, 'গত মরশুম কঠিন গিয়েছে। কিন্তু নিজের লক্ষ্য থেকে সরিনি। বুঝতে পারছিলাম লেংথে সমস্যা হচ্ছে। সেটাই মিটিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘরোয়া ক্রিকেটে জোর দিয়েছিলাম। লেংথের ভুলভ্রান্তি দূর করার সুফলও পাচ্ছি।'

যৌন হেনস্তার অভিযোগ হকি কর্তার বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল : ভারতীয় হকিতে নয়া বিতর্ক। হকি ইন্ডিয়ার এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ওই হকি কর্তা দীর্ঘদিন ধরে মহিলা অফিশিয়াল, কোচ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন। ওই কর্তার বিরুদ্ধে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে ও সাইয়ের ডিরেক্টর জেনারেল কল্পনা শর্মার কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। ওই হকি কর্তার বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ উঠেছিল। যার জেরে ২০২৩ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ২০২৫ সালে তাঁকে ফের হকি ইন্ডিয়াতে ফেরানো হয়। বারবার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও ওই কর্তাকে কেন ফেরানো হল তা নিয়েই ফের প্রশ্ন উঠেছে।

আজ ডায়মন্ডের সামনে নামধারী

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে দুরন্ত গতিতে ছুটছে কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি। সোমবার তারা মুখোমুখি হচ্ছে নামধারী এফসি-র। এই মুহূর্তে ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কিবুর দল। নামধারীর বিরুদ্ধে জিতলে শীর্ষস্থান আরও পাকা করবে তারা। দলে কোনও চোট-আঘাত নেই। তবে কার্ড সমস্যায় মেলরয় আসিসিকে এই ম্যাচে পাবে না ডায়মন্ড হারবার।

তিন সপ্তাহ অনিশ্চিত রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ এপ্রিল : মহম্মদ বসিম রশিদের স্ক্যানের রিপোর্ট অস্বস্তি বাড়াল ইস্টবেঙ্গলের। শনিবার অনুশীলনে দুই দলে ভাগ হয়ে ম্যাচ খেলার সময় সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে সংঘর্ষে ডান পায়ে চোট পান রশিদ। তৎক্ষণাৎ তাঁর চোটের জায়গায় এমআরআই করানো হয়। রবিবার রিপোর্ট লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের হাতে এসে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, চোট বেশ গুরুতর। কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে রশিদকে। সপ্তাহ দুয়েক পর ফের তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হবে। তারপরই বলা যাবে ঠিক কোন ম্যাচ থেকে খেলতে পারবেন তিনি। ফলে খুব তাড়াতাড়ি হলেও ডার্বির আগে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেভিন সিবিল্লেকে এই মরশুমে আইএসএলে এখনও একটা ম্যাচেও পাননি অস্কার ব্রুজোঁ। তবে ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। জাতীয় শিবির থেকে আনোয়ার আলি চোট নিয়ে ফিরলেও তা তেমন গুরুতর নয়। তবে রশিদের যা পরিস্থিতি তাতে এই মুহূর্তে তাঁর বিকল্প ভাবতে হবে অস্কারকে। চেন্নাইয়ান ম্যাচে শুরু থেকে আনোয়ারের খেলার সম্ভাবনা কম। সেক্ষেত্রে রক্ষণে জিকসন সিং হয়তো কেভিনের সঙ্গে শুরু করবেন। রশিদের বিকল্প হতে পারেন সৌভিক।

কোচের নানা সিদ্ধান্তে বিরক্তি বাড়ছে বাগানে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ এপ্রিল : হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কী আন্তোনিও লোপেজ হাবাসরা ম্যানেজমেন্ট থেকে ফুটবলার কী সমর্থকদের কাছে সাংঘাতিক জনপ্রিয় ছিলেন কিনা বলা মুশকিল। তবে এই দুই কোচকে নিয়ে সরাসরি বিরক্তির কথাও শোনা যায়নি।

না জিততে পারায় সমর্থকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তবু বোঝা যায় কিন্তু নিজের দলের সাজঘর থেকে ম্যানেজমেন্ট, এই মুহূর্তে কারোরই কাছের মানুষ নন সের্জিও লোবেরা। অন্দরের খবর, তাঁর কাণ্ডকারখানায় রীতিমতো বিরক্ত সকলে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের যা দল, তাতে এই রকম হঠাৎ হওয়া একটা লিগে সব ম্যাচ তুড়ি মেরে জিতবে এমনটাই ভাবা গিয়েছিল। সেখানে প্রথম চার ম্যাচের পর আর জয়ের দেখা নেই। বরং মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে কোনও প্ল্যান 'বি' না থাকা বা জামেশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে ভুল পরিকল্পনা থেকে সঠিক পরিবর্ত না নামানো নিয়ে চাপা ক্ষোভ সর্বত্র। সমর্থকরা তো অনেকেই পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, হাবাস কী মোলিনা কতটা ভালো কোচ ছিলেন, সেটা এই পরিস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে। তাঁরাও বহু ক্ষেত্রে চাপে পড়েছেন। কিন্তু দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাও বার করে ফেলেছেন। যা পারছেন না লোবেরা। জামশেদপুরের বিপক্ষে লিস্টন কোলাসো ও জেমি ম্যাকলারেনকে ভুল সময়ে পরিবর্তন করে স্টিফেন এজের নেতৃত্বাধীন ডিফেন্সের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নেওয়াই কাল হয়ে যায় মোহনবাগানের। যার জেরে যে প্রবল চাপ আসে তাদের তরফ থেকে সেটা ধরে রাখতে না পেরেই শেষমুহূর্তে গোল হজম। জেতা ম্যাচ ড্র করে ২ পয়েন্ট রেখে আসা। ম্যাচের মাত্র ৯ মিনিটে সংঘর্ষে কাফ মাসলে চোট পান টম অ্যালড্রেড। তারপরেও তিনি পুরো ম্যাচটাই খেললেন। কোচ কেন তাঁকে আগেই পরিবর্তন করালেন না, কেন সাহাল আব্দুল সামাদের মতো একজন বল প্লেয়ার দলে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে একেবারেই না নামিয়ে, রবসন রোবিনহোকে জোর করে মাঠে রেখে দিচ্ছেন, কোচের কাছে প্রশ্ন অনেক। যদিও তাঁর উত্তর বড়ই গতে বাঁধা, 'ম্যাচ অনুযায়ী দল ঠিক করা হয়। আসলে আমার দলটা এত ভালো যে সেটাই একজন কোচের কাছে বড় সমস্যা। এই ম্যাচে তো রবসন দারুণ খেলেছে মাঝমাঠে। ডিফেন্সে টমও দুর্দান্ত। আমরা শেষদিকে যা সুযোগ পেয়েছিলাম তার থেকে দ্বিতীয় গোল এলে সমস্যা থাকত না।' কিন্তু সেটা কেন হল না তার কোনও ব্যাখ্যা নেই লোবেরার কাছে।

জামশেদপুর এফসি শুরুরদিকে সত্যিই কোনও সুযোগ পায়নি সেভাবে। শেষদিকে তাদের গোলের সময়ে খানিকটা গা-ছাড়া মনোভাব ছিল মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে। যা মানছেন না লোবেরা, 'আমার মনে হয় না ফুটবলারদের মধ্যে আত্মতুষ্টি কী গা-ছাড়া মনোভাব ছিল। আসলে বক্সের মধ্যে আমাদের আরও নিঁখুত হতে হবে।'

বৈভবদের সাদা বলের ক্রিকেট সিওএ-তে

বেঙ্গালুরু, ৫ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আয়োজনে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওএ) তরুণ ক্রিকেটারদের লাল বলের একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জুন-জুলাই মাসে। যেখানে চারদিনের ক্রিকেটে দেখা যাবে বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রেদের।

আইপিএলের পর কেন এই লাল বলের ক্রিকেট? বোর্ডের সূত্রে খবর, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ভারতের টেস্ট ভরাডুবির পর নড়েচড়ে বসেছেন কর্মকর্তারা। ভিভিএস লক্ষ্মণের নেতৃত্বে বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি পরিকল্পনা রেখেছে সিওএ। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই আয়োজন। যাতে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য নতুন প্রজন্মকে তৈরি রাখা যায়।

নাম না লেখার শর্তে বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, 'হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারকে রেখেই ভবিষ্যতের রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে আইপিএলের শেষে অনূর্ধ্ব-১৯ এবং এমার্জিং দলের (অনূর্ধ্ব-২৫) সফর রয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সিওএ-তে অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতা থেকেই দল বেছে নেওয়া হবে।'

মোট ৬৪ জন অনূর্ধ্ব-২৫ ভারতীয় ক্রিকেটারকে ৪টি দলে ভাগ করে হবে প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে অনূর্ধ্ব-২৩ (সিকে নাইডু ট্রফি) ও ১৯ (কোচবিহার ট্রফি) স্তরে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্স করা ২৫ জনকে বেছে নেবে জুনিয়ার সিলেকশন কমিটি। সিনিয়ার সিলেকশন কমিটি বাকি ২৫ জনকে বেছে নেবে যারা রনজি ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফি এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নজর কেড়েছেন, কিন্তু আইপিএলে সুযোগ পাননি। বাকি ১৪ জনের জায়গায় সুযোগ পাবেন বৈভব, আয়ুষ বা সমীর রিজভিদের মতো আইপিএলে খেলা ক্রিকেটাররা।

প্রয়াত আত্মার স্মরণে

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছি আমাদের স্নেহময়ী মা (রীতা রাউত), সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করে ২৫/৩/২৬ (বুধবার) ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

মা

তোমার স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আজও আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক। তুমি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে। রামকৃষ্ণলোকে তোমার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ওঁ শান্তি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

ভাগ্যহীন পুত্র/পুত্রবধূ
মনোজ রাউত (তুষার প্রধান), মলয় রাউত ও মিলন রাউত/স্বপ্না রাউত ও পলি রাউত।

ভাগ্যহীনা কন্যা/জামাতা
দীপান্বিতা রায়/ডাক্তার বিনায়ক রায়

নাতি-নাতনি
বেদান্ত রায়, বৈজয়ন্তীকা রায়, দেবাশ্রীতা রাউত, কাতিয়া রাউত, নীথি চন্দ, মেহুল কুণ্ডু, ভার্ষা চন্দ।

ফিফার ছাড়পত্র এআইএফএফ-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ এপ্রিল : অগাস্টেই শেষ নয় কল্যাণ চৌবে এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটির মেয়াদ। সংবিধানে প্রয়োজনীয় বদল এনে নির্বাচন করার জন্য আরও তিন মাস অর্থাৎ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পেল ফেডারেশন। অর্থাৎ ওই সময় পর্যন্ত থাকতে পারছেন ফেডারেশন সভাপতি ও বাকি পদাধিকারীরা। ফিফার তরফ থেকে এর জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এসে গিয়েছে এআইএফএফের হাতে। ফেডারেশনের সহ মহাসচিবের ফিফাকে পাঠানো চিঠিতে অনুরোধ ছিল এই বিষয়ে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে নতুন গভর্নেন্স বিল কার্যকরী করার জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয় প্রতিটি ক্রীড়া সংস্থাকেই। নির্বাচন করতে হবে এই গভর্নেন্স মেনেই। আর তা কার্যকর করার জন্য অতিরিক্ত তিন মাস সময় দেওয়া হয়। আর সংবিধানে এই নতুন গভর্নেন্স অনুযায়ী বদল আনার জন্যই এই তিন মাস অতিরিক্ত সময়ই ফিফার কাছে চেয়ে নেওয়া হয় ওই চিঠিতে। যা মেনে নিয়েছে ফিফা। এবং বিশ্ব ফুটবল সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র আসায় ডিসেম্বর পর্যন্ত যে বর্তমান কমিটিকে সরানো সম্ভব হচ্ছে না, তা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, এই নতুন সংবিধান শুধু ফেডারেশনই নয়, কার্যকর করতে হবে রাজ্য ও জেলা সংস্থাগুলিকেও।

উত্তরের খেলা

ভীষ্মর সই মিলনপল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দলবদলের শেষদিনে রবিবার ৩৬ জন সই করেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের ভীষ্ম রায়কে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব সই করিয়েছে বলে ক্রীড়া পরিষদ থেকে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই প্রথম ডিভিশন লিগ শুরু হবে।

এসসিএলে চ্যাম্পিয়ন ব্রিগেড বয়েজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের অষ্টম বর্ষের শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগে (এসসিএল) চ্যাম্পিয়ন হল ব্রিগেড বয়েজ। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে হারিয়েছে মুখার্জি হসপিটালকে। টসে জিতে মুখার্জি ৮.১ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সবাধিক ১৮ রান মানস রায়ের। সোনুকুমার সিং ৬ রানে ফেলে দেন হাফ ডজন উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন মুন্না শা-ও (২৮/২)। জবাবে ব্রিগেড বয়েজ ৫.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। আদিত্য সিং ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন। অপু সরকার ২২ রানে নেন ২ উইকেট। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হন সোনু।

সেমিফাইনালে ব্রিগেড বয়েজ ৬৪ রানে জিতেছিল এএএ সাক্সেসের বিরুদ্ধে। মুখার্জি ৩০ রানে সিটি সেন্টারকে হারিয়ে দেয়। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শংকর ঘোষ, কুন্তল গোস্বামী, ভাস্কর দত্ত মজুমদার, রাজেশ আগরওয়াল, ঊর্মিলা দেবী আগরওয়াল, নবীন আগরওয়াল, ডাঃ প্রিন্স পারেখ, জ্যোতি দে সরকার, ভীম সেন গোয়েল, রাজেশকুমার আগরওয়াল, রাকেশ গর্গ, দীপক নেওপানে, যোগেশ প্রধান, সন্দীপ ঘোষাল, শিবশংকর সরকার, বিকাশ দুঙ্গারওয়াল ও সঞ্জয় শর্মা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্রিগেড বয়েজের অধিনায়ক চন্দন সিংয়ের হাতে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা হরি কৃষ্ণ পান্ডে - কে 10.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81C 28672 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার এক বন্ধু আমাকে ডিয়ার লটারির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আমি মাঝে মাঝে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এটি কিনতাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন আমার ভাগ্য আমার সহায় হবে এবং আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিততে পারব। আমার বিশ্বাস বৃথা যায়নি এবং আমি কোটিপতি হয়েছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর কথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।